

বন্ধন-মোচন

বনফুল

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৩
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা—৪
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
দু' টাকা

আমার প্রথম সন্তান

শ্রীমতী কেয়া মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু—

১

নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির আপিস। আপিস বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নহে। সমিতির সভ্যগণ সমিতি-সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আলোচনা এখানে করেন। ছোটো-খাটো সভা এখানে হয়, বহিরাগত কোনও সভ্য আসিলে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থাও এখানে হয়, কোনও বৃহত্তর সভার জন্য গান বা বক্তৃতার মহলাও এখানে হয়। চলিত ভাষায় 'আড্ডাঘর' অথবা অধিকতর ভদ্রভাষায়- 'বৈঠকখানা' বলিলে অশোভন হইত না, কিন্তু নারী-সংশ্লিষ্ট হওয়াতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত মনে হইতেছে। 'কক্ষ' কথাটা সেকেলে নাটকে প্রচলিত আছে। কিন্তু ঘটনাটা আধুনিক বলিয়া 'কক্ষ'ও পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীমতী সুষমা পালিত ঘরের একধারে অর্গ্যান-সহযোগে গান করিতেছে। সুষমা নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির অধিনায়িকা শ্রীমতী উজ্জ্বলা নন্দীর বান্ধবী ও সহকারিণী। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

গান

ভরা নদীর
চল চঞ্চল ঢেউ অধীর
ছাপায় তীর।
নূতন যুগের বেজেছে শাঁখ
গগন বিদারি' এসেছে ডাক
কও কথা কও; হে নির্ব্বাক,
ওগো বধির।

ভেঙেছে কঠিন গিরি দুর্গম
হয়েছে পথ
আকাশ হইতে এসেছে বারতা
এসেছে রথ।

এসেছে চলার শুভক্ষণ
এসেছে প্রভাত জেগেছে মন
এসেছে রঙীন নিমন্ত্রণ
প্রজাপতির
কও কথা কও, হে নির্ব্বাক,
ওগো বধির।

গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলা নন্দী প্রবেশ করিল। হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। বেশ প্রখর চেহারা। সুন্দরী। বয়স আন্দাজ ত্রিশ।

উজ্জ্বলা। জগনলাল বাবু কি কোনও খবর পাঠিয়েছেন?

সুষমা। হ্যাঁ, তিনি আসবেন একটু পরেই। মিস্টার ঘোষালও আসবেন খবর পাঠিয়েছেন।

উজ্জ্বলা। যে গানটা সভায় গাইবি সেইটে ঠিক করছিলি বুঝি?

সুষমা। হ্যাঁ। তোর বক্তৃতাটা লেখা হয়ে গেছে তো?

উজ্জ্বলা। লিখে তো ফেলেছি। শুনবি কেমন হয়েছে?

সুষমা। বেশ তো—

উজ্জ্বলা একটি চেয়ার টানিয়া বসিল এবং ভ্যানিটি-ব্যাগ হইতে লিখিত বক্তৃতাটি বাহির করিয়া সুষমাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

"প্রিয় ভগিনিগণ, আমাদের দুর্দ্দশা যে কত চরমে পৌছিয়াছে তাহা আশা করি আপনাদের অবিদিত নাই। বাঙালীর ঘরে কন্যার স্থান যে কি তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কন্যার জন্ম হইলে শুভ শঙ্খধ্বনি হয় না, মাতার চোখে জল আসে, পিতার মুখ শুকাইয়া যায়। কন্যা বড় হইলো তাহাকে মনুষ্যত্বমর্য্যাদা দিবার ব্যবস্থা কয়জন

করেন ? যতদিন তাহার বিবাহ না হয় ততদিন বাপের বাড়িতে সে পেট-ভাতায় চাকরানি বৃত্তি করে। যাঁহারা অর্থাভাবে কন্যাকে শিক্ষা দিতে পারেন না তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এমন লোকও আমাদের সমাজে বিরল নহেন যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী, যাঁহারা মনে করেন স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দুসমাজ অধঃপাতে যাইবে, যাঁহারা মনে করেন যে রাঁধুনী চাকরানি শয্যাসঙ্গিনী এবং জননী হওয়াই নারীত্বের চরম বিকাশ এবং তাই তাঁহারা যেন-তেন-প্রকারেণ কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চান। আমাদের সমাজে কন্যাকে পাত্রস্থ করার মধ্যেও যে জঘন্য অপমান প্রকট হইয়া আছে তাহা আমরা জানিয়া বুঝিয়াও যুগ যুগ ধরিয়া সহ্য করিতেছি। এখনও এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশের মেয়ের বাপেরা টাকার থলি লইয়া ছেলের বাপেদের খোশামোদ করে, এখনও শিক্ষিত আলোক-প্রাপ্ত সমাজেও বর-পক্ষীয়েরা সেই মনোভাব লইয়া বধূনির্বাচন করিতে যায় যে মনোভাব লইয়া তাহারা হাটে গরু-ভেড়া কেনে। এই বর্বর নিয়ম আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত আছে কারণ আমরা ইহা সহ্য করিতেছি। ঘরে ঘরে শিক্ষিত মেয়েরাও মুখে রং মাখিয়া চোখে কাজল পরিয়া একদল পুরুষের সম্মুখে আজও রূপ-যৌবনের পরীক্ষা দিতেছে। যতদিন আমরা ইহা সহ্য করিব ততদিন এ বর্বর নিয়ম সমাজে থাকিবে। এই নিয়মের চাপে যাহারা অসাড় হইয়া গিয়াছে যাঁহাদের কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ আর অবশিষ্ট নাই তাঁহাদের প্রবুদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যাঁহাদের আত্মসম্মান বোধ জাগিয়াছে কিন্তু প্রতিকূল পারি-পার্শ্বিক অবস্থার জন্য যাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদেরও আমরা রক্ষা করিব। মহামতি জগনলাল টিকাওয়ালার অর্থানুকূল্যে আমরা এই নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি স্থাপন করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা করা। আমরা নিজেদের অত্যন্ত সস্তা করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া পুরুষেরা ভুলিয়া গিয়াছে যে বিবাহ করা শুধু আমাদেরই প্রয়োজন নয় পুরুষদেরও প্রয়োজন। আমরা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা এই সমিতির সহায়তায় আমরা প্রমাণ করিব। ধর্ম্মঘট করিয়া এ দেশের মেথর মুচি ধোপা নাপিত কুলি কেরানী সকলেই নিজেদের মূল্য বাড়াইয়া লইয়াছে, কিন্তু আমরা, যাহারা ভবিষ্যৎ

সমাজের জননী, আমরা আজও অসম্মানের আঁস্তাকুড়ে বসিয়া নকল সতী সাবিত্রীর ব্যর্থ অনুকরণ করিতেছি। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মানব সমাজ অতি দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে—আমরাই কি কেবল পিছাইয়া থাকিব? পুরুষদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের দুরবস্থা কখনও ঘুচিবে না, আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন,

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
কেন তুমি সংকোচের মোহজাল পাত
হে বিধাতঃ
চিত্ত ঘিরে! পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে
শুধু কি চাহিব শূন্যে, কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গা পাশে—

দৈবাগত দিনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। দুর্গম দুর্গ হইতে সাধনার ধন নিজেদেরই আহরণ করিতে হইবে।

প্রথমেই আমরা দেশের কুমারীদের আহ্বান করিতেছি। বিবাহ ব্যাপারে কোনরূপ অসম্মান যেন তাঁহারা সহ্য না করেন। তাঁহারা বিদ্রোহ করুন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে গরু ছাগলের মতো বিবাহের বাজারে আর তাঁহারা আত্মবিক্রয় করিবেন না। আমাদের নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি তাঁহাদের সে বিদ্রোহ সমর্থন করিবে। বিদ্রোহ করিয়া তাঁহারা যদি পিতা-মাতার আশ্রয়-চ্যুতা হন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিব, তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিব, উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিব, প্রয়োজন হইলে বিবাহেরও ব্যবস্থা করিব। মহামতি জগনলাল টিকাওয়ালার

মহানুভবতায়: আজ আমরা যে সমিতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা নির্যাতিতা কুমারীগণের আত্মসম্মান রক্ষা করিবে। অসম্মানের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে সকল কুমারী আমাদের আশ্রয় লইবেন তাহাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই আমরা করিব। বিনিময়ে এই সমিতি শুধু এইটুকুই আশা করিবে যে যখন তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবেন তখন তাঁহারা যেন আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। রাষ্ট্র সমাজ কেহই আমাদের ন্যায্য মূল্য দিবে না যদি না আমরা আত্মবলে বলীয়সী হইয়া স্পষ্টভাষায় নিজেদের দাবী ঘোষণা করি। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আত্ম-সম্মানই মনুষ্যত্ব। আসুন, নারী-সম্মান-রক্ষা সমিতিতে যোগ দিন।

[নেপথ্য হইতে] বাঃ চমৎকার হযেছে !

উজ্জ্বলা ও সুষমা উভয়েই খোলা জানালার দিকে চাহিল।

উজ্জ্বলা। [সবিস্ময়ে] কে কথা বললে ?

সুষমা। জানি না তো।

আপিসের ভৃত্য পশুপতি প্রবেশ করিল।

পশুপতি। [উজ্জ্বলাকে] একটি বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

উজ্জ্বলা। কে বাবু ?

পশুপতি। চিনি না।

সুষমা। উনিই কি এখনি কথা কইলেন ?

পশুপতি। হ্যাঁ।

সুষমা। অদ্ভুত লোক তো !

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।

পশুপতি চলিয়া গেল।

উজ্জ্বলা। কোনও মেয়ের বাবা বোধ হয়।

সুষমা। রেবা মনীষা আর কমলার বাবা তোর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি ৬টার পর তাঁদের আসতে বলেছি। তুই তা'হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল, আমি উঠি।

উজ্জ্বলা। মিটিং কটার সময় আজ?

সুষমা। পাঁচটার সময়। আমার অনেক কাজ বাকী এখনও। মাইক ঠিক হয় নি। তোর বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছে। ওটা ভাল করে' যাতে সবাই শুনতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সামিয়ানা কি জগনলাল বাবু দেবেন বলেছিলেন?

উজ্জ্বলা। হ্যাঁ। তাঁর ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠালেই হবে।

সুষমা। আমি যাই তাহলে।

সুষমা কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

সুষমা। আচ্ছা, যে মেয়েটিকে আমাদের 'বন্ধন-মোচন' নাটকে নাচতে বলেছিস তার নাচটা একবার দেখবি তুই?

উজ্জ্বলা। সে কি নাচ দেখাবে আগে থাকতে?

সুষমা। [হাসিয়া] নাচ দেখাবার জন্যে সে পা বাড়িয়েই আছে। ভালই নাচে। তবু তুই একবার দেখে নে।

উজ্জ্বলা। তুই তাহলে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিস আমার বাড়ীতে কোন সময়।

সুষমা। ওদের বাড়ির দিকেই যেতে হবে এখন আমাকে মাইকের চেষ্টায়। ফেরবার পথে মেয়েটিকে রেখে যাব তোদের বাসায়।

সুষমা চলিয়া গেল। অন্য একটি দরজা দিয়া অনুক্ষণ গুপ্ত প্রবেশ করিল। সৌম্য বলিষ্ঠ যুবক। বয়স আসলে ত্রিশ, কিন্তু মনে হয় ছাব্বিশ সাতাশ।

অনুক্ষণ। [সহাস্যে] আমি আবার ফিরে এলাম উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা সবিস্ময়ে এই নবাগত ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া রহিল।

উজ্জ্বলা। ঠিক মনে পড়ছে না তো কোথায় দেখেছি।

অনুক্ষণ। ছ' বছর খুব বেশী সময় কি? এর মধ্যেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বি.এ. ক্লাসে আমাদের ছাড়াছাড়ি হযে-ছিল। তোমার অবশ্য আমাকে মনে থাকবার কথা নয়, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি এখনও।

উজ্জ্বলা। ও, অনুদা! শুনেছিলাম তুমি জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত চলে গিয়েছিলে।

অনুক্ষণ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিলে। বহু ঘাটের জল খেয়ে আবার ফিরে এলাম।

উজ্জ্বলা। [শশব্যস্ত] বস, বস, ফিরেছ কবে?

অনুক্ষণ একটি চেয়ার টানিয়া বসিল।

অনুক্ষণ। দিন তিনেক আগে।

উজ্জ্বলা। ও। এতদিন ওদেশে ছিলে? কি করছিলে?

অনুক্ষণ। বলবার মতো তেমন কিছুই করিনি। একটা ডিগ্রি পর্যন্ত আনতে পারিনি, অথচ করেছি অনেক কিছু।

উজ্জ্বলাও যেন অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, এই উত্তর শুনিয়া একটু হতাশ হইয়া গেল।

উজ্জ্বলা। অনেক কিছু মানে?

অনুক্ষণ। জীবনধারণের জন্য ওদেশের জুতোশেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কিছু করেছি, যখন যেটা জুটেছে।

উজ্জ্বলা। বরাবর লণ্ডনেই ছিলে?

অনুক্ষণ। না, সারা ইয়োরোপেই ঘুরেছি টো-টো করে'।

উজ্জ্বলা। অথচ কিছু শিখে এলে না!

অনুক্ষণ। একটি জিনিস শিখেছি।

উজ্জ্বলা। সেটা কি?

অনুক্ষণ। শান্তিই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য জিনিস। আর তা পেতে হ'লে আমাদের মতো সাধারণ লোকের বিয়ে করা উচিত। কাল তুমি মাঠে যখন বক্তৃতা করছিলে আমি তখন ছিলাম সেখানে। সেখানেই আমি ঠিক করেছিলাম—

ঈষৎ ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেল।

উজ্জ্বলা। কি ঠিক করছিলে?

অনুক্ষণ। [হাসিয়া] যে পুরাতন প্রস্তাবটা আবার উত্থাপন করব।

উজ্জ্বলা। [আলজ্জিত] মানে?

অনুক্ষণ। তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করব।

উজ্জ্বলা। [বুঝিতে না পারার ভান করিয়া] কার বিয়ের ?

অনুক্ষণ। আমার সঙ্গে তোমার। তোমাকে আমি এখনও বিয়ে করতে চাই যদি তোমার তাতে আপত্তি না থাকে।

উজ্জ্বলা। কি যে বল!

অনুক্ষণ। কেন, ক্ষতি কি ?

উজ্জ্বলা। আমায় কতটুকু জান তুমি ?

অনুক্ষণ। যতটুকু জানি তাই যথেষ্ট। প্রথম যখন কলেজে তোমায় প্রেমপত্র লিখেছিলাম তখন যতটুকু জানতাম এখনও তার বেশী জানি না। সত্যিকার জানাজানিটা বিয়ের পরই হওয়া সম্ভব। তাছাড়া যারা বেশী জানতে চেষ্টা করেছে দাম্পত্য জীবনে তারা যে খুব নিখুঁতরকম সুখী হযেছে তাও তো বলা যায না। তোমার সঙ্গে পড়েছিলাম, তোমাকে ভাল লাগত। এতদিন ছাড়াছাড়ির পরও সে দিন সভায় তোমার বক্তৃতা শুনে ভাল লাগল। দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলাম। বক্তৃতায় তুমি যে মত প্রকাশ করলে তার সঙ্গে আমারও মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমিও মনে করি আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখাই মনুষ্যত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও আমি বলব যে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বিয়ে করাটাও প্রয়োজন।

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] বিয়ে করতে চাইছ তা বুঝলাম, কিন্তু যুক্তিটা ঠিক বুঝলাম না।

অনুক্ষণ। ঋণী থাকা নিশ্চয় আত্মসম্মানজনক নয়। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে একটা খুব দামী কথা আছে। আমরা জন্মগ্রহণ করা মাত্র তিন রকম ঋণে আবদ্ধ হই। ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ আর পিতৃ-ঋণ। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞ কর্মের দ্বারা দেব-ঋণ আর পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ মুক্ত হতে হয়। সেকালে ব্রহ্মচর্য মানে ছিল গুরুগৃহে গিয়ে লেখা-পড়া করা। যজ্ঞকর্ম মানে ধর্মকর্ম। এ দুটো আমরা কিছু কিছু করি যার যেমন সাধ্য, কিন্তু বিয়ে না করলে

পিতৃ-ঋণ মুক্ত হওয়া যায় না এবং আমার মতে তা না করলে আত্মসম্মান বজায় থাকে না। সমাজে বাস করব, সমাজের সব সুখসুবিধা ভোগ করব অথচ বিনিময়ে সমাজকে কিছু দেব না এটা কি ঠিক? তাছাড়া বিয়ে না করলে সর্ব্বদা এমন একটা ক্ষুধার্ত্ত ভাব মনে জেগে থাকে যে মনের সাম্য নষ্ট হয়ে যায়, আত্মসম্মান নষ্ট হবারও সম্ভাবনা তাতে। তুমি মেয়েদের আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছ সেইজন্যেই বিশেষ করে' তোমাকে বলছি বিয়ে করা উচিত তোমার। আমিও দেশের আত্মসম্মান উদ্বোধনের কাজে লাগব ভাবছি, সুতরাং আমাকেও বিয়ে করতে হবে। দুজনকেই যখন বিয়ে করতে হবে তখন—

উজ্জ্বলা। [গম্ভীর ভাবে] তোমার সঙ্গে আলাপ না থাকলে তোমাকে পাগল মনে করতুম।

অনুক্ষণ। আমি পাগলই। ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে সবাই একটু আধটু পাগল। তুমি নিজেও কি খুব স্বাভাবিক? তাহলে এতদিন সাত ছেলের মা হয়ে কোনও সৌভাগ্যবানের ঘর আলো করতে, এ সব উদ্ভট ব্যাপারে মাততে না। ওসব কথা ছেড়ে দাও, আমার আসল প্রস্তাবটার উত্তর দাও। তুমি কি ঠিক করেছ কখনও বিয়ে করবে না?

উজ্জ্বলা। আমি যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছি তাতে বিয়ে করা চলে কি?

অনুক্ষণ। তুমি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছ বলেই তোমার বিয়ে করা উচিত। মিলের কাপড় বা বিলিতি কাপড় পরে' খদ্দর প্রচারের কাজ হয় না। নারীদের আত্মসম্মান জাগ্রত করতে চাও অথচ নিজে তুমি বিয়ে করবে না এ আমি ভাবতেই পারি না। ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে নারীদের আত্মসম্মান রক্ষা করবার একমাত্র ভদ্র উপায় বিয়ে করা।

উজ্জ্বলা। যাকে তাকে বিয়ে করা নয়, ভদ্রলোককে বিয়ে করা।

অনুক্ষণ। নিশ্চয়ই। কিন্তু ভদ্রলোক মানে যদি ধনী বোঝ তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভদ্রলোক মানে—

উজ্জ্বলা। ভদ্রলোক মানে ধনী নয় তা জানি, কিন্তু যিনি বিয়ে করে' ভদ্রভাবে স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ করতে পারেন না তিনিও নিশ্চয় ভদ্রলোক নন।

অনুক্ষণ। তিনি যদি অলস বা কর্মবিমুখ হন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ভদ্রলোক নন। কিন্তু কাজ করবার উৎসাহ যদি তাঁর থাকে তাহলে মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদন নিশ্চয়ই তিনি জোটাতে পারবেন। স্ত্রী পুরুষে মিলে কাজ করলে ভরণ পোষণের অভাব হবে না কখনও। মোটর রেডিও দামী গয়না কাপড় না জুটতে পারে কিন্তু মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটবেই। [সানুনয়ে] তুমি আপত্তি কোরোনা উজ্জ্বলা, তোমার গ্রাসাচ্ছাদন আমি জোটাতে পারবই। হেন কাজ নেই যা আমি জানি না। হোটেলের ওয়েটার হ'তে পারি, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতে পারি, রিক্সা টানতে পারি, মোটর চালাতে পারি, ভাল রাঁধতে জানি, ঘড়ি সাইকেল মেরামত করতে জানি, শর্ট-হ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানি, নানারকম বাজনা বাজাতে পারি, বক্তৃতাও নেহাৎ মন্দ করি না, কেরানী হতে পারি, ছবি আঁকতে শিখেছি, এমন কি, ফেরিও করতে পারি। আমার আদর্শকে রূপ দিতে সাহায্য কর তুমি উজ্জ্বলা, আপত্তি কোরো না, দোহাই তোমার।

উজ্জ্বলা। তোমার আদর্শটা কি তাই তো বুঝতে পারছি না।

অনুক্ষণ। শান্তি। অনাড়ম্বর শান্তি। ছোটখাটো একটি নীড় বাঁধতে চাই মনোমত একটি সঙ্গিনী নিয়ে। তুমি তো জান আমার আপনার বলতে কেউ নেই। আমি আদর্শ সংসার পাততে চাই। আমি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার উপায় কি, দেখিয়ে দিতে চাই যে তার জন্যে খুব বেশী টাকা কড়ির দরকার হয়

না। তোমার জীবনেরও যখন ওই ব্রত তখন এস দু'জনে একসঙ্গে মিলে—

উজ্জ্বলা। মনে হচ্ছে ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে এসেছ একেবারে! কিম্বা রসিকতা করছ—

অনুক্ষণ। না, রসিকতা নয়, সত্যি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, ভেবে দেখব তাহলে। এখন বড় ব্যস্ত আছি। অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। তাছাড়া আমার দাদু আছেন তাঁকেও বলতে হবে তো।

অনুক্ষণ। দাদু, মানে ঠাকুরদা'?

উজ্জ্বলা। না, মায়ের বাবা। তিনিই আমাদের মানুষ করেছেন।

অনুক্ষণ। তোমার মা বাবা কি ছেলেবেলাতেই—

উজ্জ্বলা। মা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। আর বাবা—থাক সে সব কথা পরে হবে এখন। বিয়ে করব কি না সেইটেই ঠিক করি আগে। তুমি উঠেছ কোথায়?

অনুক্ষণ। কোথাও না। এসে একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। চার দিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কেউ চেনা শোনা আছে কি না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কাল দেখলাম একজায়গায় খুব ভীড়, কাছে গিয়ে দেখি তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ। দাঁড়িয়ে শুনলাম বক্তৃতাটা, খুব ভাল লাগল। তুমি যে এমন চমৎকার বক্তৃতা দিতে পার তা ধারণারই অতীত ছিল। সভায় যে হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছিল তাতেই এখানকার ঠিকানা লেখা ছিল। তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় পরিচিত লোকের যখন নাগাল পেলাম না তখন ঠিক করলাম তোমার কাছেই উঠব আপাতত। তুমি কি এইখানেই থাক? স্যুটকেসটা বাইরে রেখে এসেছি, নিয়ে আসব সেটা?

উজ্জ্বলা। না, না, এখানে আমি থাকি না। এটা আপিস।

অনুক্ষণ। তোমার বাড়ির ঠিকানাটা কি বল তাহলে, সেইখানেই যাই।

উজ্জ্বলা। [ইতস্তত করিয়া] সেখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মানে কোনও হোটেলে টোটেলে যদি—

অনুক্ষণ। হোটেলে থাকবার পয়সা নেই। যা ছিল তিন দিনে তা ফুরিয়ে গেছে। চার আনা পয়সা ছিল তা তোমাদের আপিসের চাকরটাকে দিলাম এইমাত্র—

উজ্জ্বলা। পশুপতিকে? কেন!

অনুক্ষণ। এসেই বাইরে থেকে তোমার গলা শুনতে পেলাম। মনে হল আর একটা বক্তৃতার মহলা চলছে। বারান্দায় উঠে শুনতে গেলুম, শ্রীমান বাধা দিলে। সিকিটি বার করতে হল তখন। সিকিটি পেয়ে সেলাম করে' সরে গেল [হাসিয়া] কিছু বোলো না যেন ওকে—

পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। জগনলালবাবু এসেছেন।

উজ্জ্বলা। ও, আচ্ছা ডেকে আন [অনুক্ষণকে] তুমি তাহলে—

অনুক্ষণ। [শান্তভাবে] আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। তুমি কথাবার্তা শেষ করে' নাও।

উজ্জ্বলাকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া অনুক্ষণ বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগনলাল টিকাওয়ালা প্রবেশ করিল। জগনলাল টিকাওয়ালাকে সহসা মাড়োয়ারী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কথাবার্তা পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই বাঙ্গালীর মতো। গায়ে দামী গরদের পাঞ্জাবি, পরনে মিহি শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে চকচকে কালো পাম্‌শু। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি দামী হীরকের আংটি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। কব্জীতে নবতম সংস্করণের একটি মূল্যবান হাতঘড়ি। হাতে একটি সুগন্ধি রুমাল। এই সব হইতে এবং তাঁহার কথাবার্তার ধরন হইতে চতুর সন্ধানী হয়তো আন্দাজ করিতে পারিবেন যে তিনি মাড়োয়ারী কিম্বা মাড়োয়ারী-মনোভাবাপন্ন। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু চিনিবার উপায় নাই। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

জগনলাল। [সহাস্যে] নমস্কার উজ্জ্বলা দেবী, আপনার মীটিং আজ ক'টার সময়?

উজ্জ্বলা। পাঁচটায়।

জগনলাল। [হাতঘড়ি দেখিয়া] তাহলে দেরি আছে এখনও। একটা জিনিস আলোচনা করবার ছিল।



উজ্জ্বলা। বলুন।

জগনলাল। আর নূতন কোন বিদ্রোহিনী কি আপনার খাতায় নাম লিখিয়েছে ?

উজ্জ্বলা। না।

জগনলাল। কিছুদিন এখন আর ভরতি করবেন না।

উজ্জ্বলা। [সবিস্ময়ে] কেন ?

জগনলাল। যে দশজনের ভার আমরা নিয়েছি, তারই ধাক্কাটা সামলে নিই আগে দাঁড়ান। দশজন মেয়েকে হষ্টেলে রেখে পড়ার খরচ দিচ্ছি, তাতেই মাসে প্রায় সাত শ' সাড়ে সাত শ' করে' খরচ পড়ছে। তিনটি মেয়ের বাবা আমার নামে উকিলের চিঠি দিয়েছে। মেয়ে তিনটির নাম হচ্ছে—[পকেট হইতে মরক্কো চামড়া দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া দেখিলেন] রেবা, মনীষা আর কমলা। এদের সঙ্গে মকোর্দ্দমা লড়তে হবে, তারও খরচ আছে। আচ্ছা, যে মেয়েগুলি এসেছে তাদের মধ্যে নাবালিকা কেউ নেই তো ?

উজ্জ্বলা। না।

জগনলাল। সকলেই ফর্মে সই করে' দিয়েছে যে তারা স্বেচ্ছায় বাপের আশ্রয় ত্যাগ করে' আমাদের অর্থসাহায্য নিচ্ছে ?

উজ্জ্বলা। নিশ্চয়। দু'জন উকিলের সামনে সই করেছে প্রত্যেকে।

জগনলাল। তবে তো ঠিক আছে। আর একটা কথা—

উজ্জ্বলা। কি বলুন।

জগনলাল। [প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া] ধরুন, এই সব মেয়েদের যদি বিয়ের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে সেটা কি রকম ভাবে হবে ?

উজ্জ্বলা। অসম্মানজনক কিছু হতে পারবে না। মেয়েটির তাতে সম্পূর্ণ মত থাকা চাই।

জগনলাল। জাতটাতের কোনরকম বিচার—

উজ্জ্বলা। আমরা কোনওরকম জবরদস্তি করব না। মেয়েটি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে যদি তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলেই আমরা রাজি হব।

জগনলাল। ও, আচ্ছা। স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে—আচ্ছা! ধরুন কোনও পাত্র স্বেচ্ছায় যদি কিছু যৌতুক দিতে চায়, কোন পাত্র চাইতেও পারে, তাহলে সে টাকাটা কে পাবে ?

উজ্জলা। মেয়েই পাবে। আমরা মেয়েটির জন্ম যত টাকা খরচ করেছি তা কেটে নিতে পারি।

জগনলাল। ও, আচ্ছা আচ্ছা—বুঝেছি বুঝেছি—ঠিক।

উজ্জলা। দেখুন, জগনলালবাবু, একটা কথা। কোনও মেয়ে যদি আমাদের আশ্রয়ে আসতে চায আমি 'না' বলতে পারব না। জোর গলায় এত বক্তৃতা করার পর তা অসম্ভব। আপনার সঙ্গে যখন আমার কথা হয়েছিল তখন কিন্তু আপনি বলেন নি যে মাত্র দশটি মেয়েকে আমরা নিতে পারব।

জগনলাল। আহা হা, তা বলিনি বটে—কিন্তু সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো। বাংলা দেশের সমস্ত মেযের ভার নেবার ক্ষমতা তো আমার নাই।

উজ্জলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল।

উজ্জলা। আমার চেষ্টার ফলে আপনি যে কনট্র্যাক্টটা পেয়েছেন তাতে আপনার অন্তত একলক্ষ টাকা লাভ থাকবে। আপনি লাভের অর্দ্ধেক দিতে রাজি ছিলেন, এখন আবার পেছিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

জগনলাল। পেছিয়ে যাই নি তো। লাভের অর্দ্ধেক মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা। দশটি মেয়ের জন্তই বছরে লাগবে প্রায় দশ হাজার টাকা [হাজারটাকে হাজ্‌জার বলিলেন] শুধু তাদের পড়াশোনার জন্তে। তাদের বাপেরা যদি মকোর্দ্দমা করে তার খরচ আছে, কোন কোনও মকোর্দ্দমায় হেরে গিয়ে খেসারতও দিতে হতে পারে, কিছু বলা যায় না। সব রকম কথাই তো হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। সেই-জন্তে বলছি বেশী মেয়ে নেবেন না এখন।

উজ্জ্বলা। কিন্তু আপনার সঙ্গে যখন কথা হয়েছিল তখন এসব কথা আপনি বলেন নি, তখনই ভেবেচিন্তে বলা উচিত ছিল [ঈষৎ বাঁকা হাসি হাসিয়া] দেখুন জগনলাল বাবু, টাকার জন্যে আটকাবে না কিছু, কখনও আটকায় না। মিস্টার ঘোষালকে বলে' আপনাকে চালের কনট্রাক্টটাও পাইয়ে দেব আমি।

জগনলাল। [সহসা গদগদভাবে হাত কচলাইয়া] বেশ তো, বেশ তো! আপনি একটু ইসারা করলেই হয়ে যাবে। বেশ, তাহলে মেয়ে নিন আপনি, কিন্তু ওরই মধ্যে একটু—মানে একটু—হিসাব করে' নেন যদি,—আচ্ছা বেশ সে আপনার খুশি—

বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

উজ্জ্বলা। [শশব্যস্ত], মিস্টার ঘোষাল এলেন বোধ হয়।

পশুপতির প্রবেশ

পশুপতি। ডেপুটি সাহেব এসেছেন।

উজ্জ্বলা। বেশ তো, ডেকে নিয়ে আয়।

জগনলাল। [হঠাৎ উত্তেজিত] এই দেখো, আচ্ছা থাক আমি নিজেই যাচ্ছি।

শশব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্ত উঠিয়া পড়িলেন।

উজ্জ্বলা। কোথা যাচ্ছেন?

জগনলাল। আসছি। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে মিষ্টার ঘোষাল] আসতে পারি?

উজ্জ্বলা। [স্মিতমুখে] নিশ্চয়!

মিষ্টার ঘোষাল প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট সাপ্লাই অফিসার। সমস্ত জেলার অন্নবস্ত্রের মালিক হওয়াতে যে কোনও লোককে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতে পারেন। মুখে একটা সবজান্তা ভাব। পরিধানে খাকি হাফ প্যাণ্ট হাফ শার্ট। এম. এ. ক্লাসে উজ্জ্বলার সহপাঠী ছিলেন।

ঘোষাল। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল তোমার সেই মাড়োয়ারি মক্কেল

বুঝি ! অত বড় কন্‌ট্র্যাক্টটা তো ওকে পাইয়ে দিলে, তোমার সমিতির সুবিধে হচ্ছে তো ?

উজ্জ্বলা। দশজন মেয়ের খরচ দিচ্ছে। আরও দেবে বলেছে।

ঘোষাল। ওদের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস কোরো না। যা দিতে চায় নগদ নিয়ে নাও। কত দেবে বলেছে ?

উজ্জ্বলা। যা লাভ হবে তার অর্দ্ধেক।

ঘোষাল। [বিস্মিত] লাভের অর্দ্ধেক ? ঠিক মতো যদি ব্ল্যাকমার্কেট করতে পারে অন্তত লাখখানেক টাকা কামাবে। তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দেবে বলেছে ?

উজ্জ্বলা। বলেছে তো !

ঘোষাল। আদায় করে' নাও, আদায় করে' নাও।

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] আর একটা কন্‌ট্র্যাক্ট চাইছে—

ঘোষাল। এ টাকাটা আগে আদায় করে' নাও তো [সহসা] হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছিলুম। একটা ভাল বই আছে আজ সিনেমায়। আসছ তো ?

উজ্জ্বলা। আমার মীটিং আছে পাঁচটায়।

ঘোষাল। যেতে চাও তো 'কার' পাঠিয়ে দিতে পারি। সোজা মীটিং থেকেই যেও।

উজ্জ্বলা। থাক, দরকার নেই।

ঘোষাল। [চোখ মটকাইয়া] ঈষৎ দৃষ্টিকটু, না ? হা হা হা— বিদ্রোহ করতে নেবেছ, তখন ওসবের আর তোয়াক্কা কেন ?

উজ্জ্বলা। [অপ্রতিভ] না, না, সে জন্য নয়। আমার একটু কাজ আছে মীটিংয়ের পর।

ঘোষাল। পরশু দিনের পিকনিকে আসছ তো ?

উজ্জ্বলা। আসব। মিসেস ঘোষালও আসবেন আশা করি।

ঘোষাল। তা বলতে পারি না। তিনি তাঁর জ্যাম জেলি কুকুর উলবোনা পার্টি প্রভৃতি এত হরেক রকম কাজে ব্যাপৃত যে সময় করে' উঠতে পারবেন কি না জানি না। তবে তাঁকে আসতে বলেছি। তুমি কিন্তু এসো নিশ্চয়।

উজ্জ্বলা। চেষ্টা করব।

ঘোষাল। চেষ্টা নয়, এসো নিশ্চয়। দেখি আমি যদি পারি তোমার মিটিংয়ে আসব [হাতঘড়ি দেখিলেন] হ্যাঁ, আর একটা কথা, জগনলাল সত্যিই যদি টাকাটা দেয়, আর কারও নাম করে' দেয় যেন। যেন ওর মা দিচ্ছে বা বোন দিচ্ছে, বোন হলে আরও ভাল হয়।

উজ্জ্বলা। এ রকম করতে বলছ কেন ?

ঘোষাল। [হাসিয়া] দুই আর দুই যোগ করে' চার করতে পারে এরকম লোকের অভাব নেই। যে জগনলাল আমার হাত দিয়ে অতটাকা লাভ করবার সুযোগ পাচ্ছে সেই জগনলাল আমার বান্ধবী উজ্জ্বলা নন্দীর নারী সমিতিতে অত টাকা দিচ্ছে, ব্যাপারটা একটু বুঝলে না, চাকরি বাঁচাতে হবে তো—

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, বলব। এখনই বললে হ'ত, কোথা যে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক !

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত জগনলাল প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে একটি বেয়ারা, বেয়ারার হস্তে একটি ট্রে, ট্রের উপর কয়েক গ্লাস রঙীন শরবৎ।

ঘোষাল। [যেন কিছুই জানেন না] এই যে জগনলাল বাবু, কি খবর, এখানে কি মনে করে' ?

জগনলাল। [নমস্কারান্তে বিকশিত দন্ত] উজ্জ্বলা দেবীর সমিতির সঙ্গে কিছু যোগ আছে আমার। শরবৎ খান।

ঘোষাল। না, শরবৎ খাব না এখন। আচ্ছা চলি [উজ্জ্বলাকে] চললুম।

ঘোষাল চলিয়া গেলেন।

জগনলাল। [উজ্জ্বলাকে] আপনি নেবেন শরবৎ ?

উজ্জ্বলা। না।

জগনলাল। [বেয়ারাকে] নিয়ে যাও তাহলে। তোমরাই খাও গে। দাম আমি দিয়ে দিয়েছি।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

জগনলাল। ডেপুটি সাহেব রাগ টাগ করলেন নাকি ?

উজ্জ্বলা। না, রাগ করবেন কেন ?

জগনলাল। ওই কন্ট্র্যাক্টটার কথা বললেন ?

উজ্জ্বলা। বললাম।

জগনলাল। কি বললেন তাতে ?

উজ্জ্বলা। হয়তো হয়ে যাবে।

জগনলাল। [উল্লসিত] হয়ে যাবে ? সত্যি ? তাহলে তো কোনও ভাবনাই নেই !

উজ্জ্বলা। একটা কথা আপনাকে বলতে চাই জগনলালবাবু, কিছু মনে করবেন না।

জগনলাল। কি বলুন ?

উজ্জ্বলা। আপনি যে টাকাটা আমাদের দিতে চাইছেন সেটা যদি আমাদের সমিতিকে দিয়ে দেন তাহলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

জগনলাল। অগ্রিম দিতে বলছেন ? অগ্রিম কেন ? আমি তো আপনাদের খরচ চালিয়ে যাচ্ছি, যাবোও বরাবর—

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] কিন্তু ধরুন কোনও কারণে যদি আপনি টাকা দেওয়া বন্ধ করে' দেন তাহলে কি মুস্কিলে পড়ব আমি !

জগনলাল। না, না, তা কি কখনও বন্ধ করতে পারি ?

উজ্জ্বলা। কিন্তু দেখুন, অগ্রিম দিয়ে দেওয়াই ভাল। ভেবে দেখবেন কথাটা।

জগনলাল। [তৎক্ষণাৎ সম্মত] আচ্ছা, বেশ ভেবে দেখব।

উজ্জ্বলা। আর একটা কথা বলছিলেন মিষ্টার ঘোষাল।

জগনলাল। [সাগ্রহে] কি ?

উজ্জ্বলা। বলছিলেন যে, আপনি যে টাকাটা সমিতিকে দেবেন সেটা যদি আপনার মা কিম্বা বোনের নাম করে' দেন ভাল হয়।

জগনলাল। কেন ?

উজ্জ্বলা। আপনার নাম থাকলে একটু ইয়ে, মানে,—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে, মানে আপনাকে কনট্র্যাক্ট দেওয়ার সঙ্গে মিষ্টার ঘোষাল আর আমার নাম জড়িয়ে

কুৎসা রটাবার সুযোগ পাবে লোকে। সমিতির শত্রুর তো অভাব নেই।

জগনলাল। ঠিক। ঠিক বলেছেন, শত্রুর অভাব নেই। আচ্ছা ভেবে দেখব। আচ্ছা, আমি তবে যাই এখন। আপনার সঙ্গে মীটিংয়ে হয়তো দেখা হবে। মীটিংয়ে যদি না যেতে পারি খবর পাঠাব আপনাকে। আচ্ছা নমস্কার।

উজ্জ্বলা। নমস্কার।

জগনলাল চলিয়া গেলেন। উজ্জ্বলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্যানিটি ব্যাগটি একবার খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিল।

উজ্জ্বলা। পশুপতি—

পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। কি মা?

উজ্জ্বলা। আপিস বন্ধ করে' দাও, আমি চললাম।

পশুপতি। আচ্ছা। সেই বাবুটি বাইরে বসে' আছেন।

উজ্জ্বলা। ও, আচ্ছা পাঠিয়ে দাও তাঁকে।

পশুপতি চলিয়া গেল। অনুক্ষণ গুপ্ত প্রবেশ করিল।

অনুক্ষণ। অবসর হল তোমার?

উজ্জ্বলা। তুমি বসে' আছ এখনও?

অনুক্ষণ। অন্য কোথাও যাবার তো জায়গা নেই। তোমার বাড়িতেই উঠব বললাম যে।

উজ্জ্বলা। [বিব্রত] আমার বাড়ীতে? আমার বাড়ীতে কিন্তু—

অনুক্ষণ। অসুবিধে আছে বলছ? [হাসিয়া] পৃথিবীতে কোথায় আজকাল সুবিধে আছে বল। চল যাওয়া যাক, নিতান্তই অসুবিধা যদি হয়, ফুটপাথ তো আছে। সবেতেই অভ্যস্ত আমি। আমি আর কিছু চাই না, একটু শোওয়ার জায়গা চাই কেবল, বারান্দাতে হলেও চলবে। এখনই বসে বসেই কাজ জোগাড় করে' ফেলেছি একটা।

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত] এখনই বসে' বসে' কি কাজ জোগাড় করে' ফেললে?

অনুক্ষণ। কেরির কাজ। তোমাদের আপিসের সামনে ওই যে শরবতের দোকানটা রয়েছে তার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করে' ফেললুম। গ্লাস পিছু এক পয়সা করে' দেবে [হাসিয়া] Any port in the storm। আচ্ছা, যে দুটি ভদ্রলোক এসেছিলেন এখন, তাঁরাও কি সমিতির সভ্য না কি?

উজ্জ্বলা। চল রাস্তার যেতে যেতে সব বলছি।

উভয়ে যাইবার জন্য উদ্যত এমন সময় প্রায় ছুটিয়া উজ্জ্বলার ছোট ভাই উৎসাহ প্রবেশ করিল। উৎসাহের বয়স বাইশ তেইশ।

উৎসাহ। [উত্তেজিত] দিদি, টেলিগ্রাম এসেছে বাবা আসছেন আজ। দাদু তোমায় ডাকছে।

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত] বাবা আসছেন! সে কি?

উৎসাহ। হ্যাঁ, টেলিগ্রাম এসেছে, আমি নিজে দেখে এসেছি। সত্যি দিদি আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা, তোমার দিদি বাবাকে মনে আছে?

সহসা অনুক্ষণকে দেখিয়া সে অনুভব করিল যে বাহিরের লোকের সাক্ষাতে পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা করাটা অশোভন হইতেছে।

উৎসাহ। চল, বাড়ি চল। দাদু ডাকছে তোমায়।

উজ্জ্বলা গম্ভীর ও বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

উজ্জ্বলা। চল।

সকলে চলিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে জগনলাল টিকাওয়ালা প্রবেশ করিলেন। অপর দিক দিয়া পশুপতিও ঢুকিল।

জগনলাল। উজ্জ্বলা দেবী কি চলে গেছেন?

পশুপতি। এখুনি গেলেন।

জগনলাল। বাইরে যে ভদ্রলোকটী দাঁড়িয়ে আছেন তাকে ডেকে দাও তাহলে।

পশুপতি চলিয়া গেল। জনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।

জগনলাল। আপ বাংগালি লড়কি সে সাদী করনে চাহ্‌তে হেঁ?

পাঞ্জাবী। হাঁ বাবু।

জগনলাল। আপ কৌন সা কাম করতে হেঁ ?

পাঞ্জাবী। বিজনেস্। কন্ট্রাক্টর।

জগনলাল। মেরে খরচে সে হস্টেল মে যো লড়কিঁয়া পড়তী হ্যায় উনমেসে আপ নে কিসি কো দেখা ?

পাঞ্জাবী। দূর সে দেখা।

জগনলাল। আপ কো কোই পশন্দ হ্যায় ?

পাঞ্জাবী। হাঁ।

জগনলাল। ক্যা আপ পরিচয় কর না চাহ্‌তে হেঁ ?

পাঞ্জাবী। [সাগ্রহে] হাঁ বাবু।

জগনলাল। আচ্ছা, তো ফির আপ সিন্‌মামে আইয়ে। উন্ লোগোঁ কি ভি ম্যয় পাস ভেজ দুংগা। পরন্তু এক লেড়কিকে লিয়ে দশ হাজ্‌জার রুপিয়া লাগেঙ্গে ইসে তো হাম্ নে পহলেই কহ দিয়া হ্যায় মেরে এজেণ্টকে মারফৎ [হাসিয়া] লেকিন রসিদ পাঁচ হাজ্‌জার কা দুংগা।

পাঞ্জাবী। দেংগে।

জগনলাল। (হাসিয়া) কোই সে দোস্তি জমাইয়ে, ট্যাক্সি মে চঢ়াইয়ে, সিন্‌মা দেখলাইয়ে। হো জায়েগা ঠিক।

পাঞ্জাবী। আচ্ছা।

জগনলাল। আর তো কোই কাম নেহি ?

পাঞ্জাবী। নেহি।

জগনলাল। আচ্ছা তব চলিয়ে।

প্রথম বিরতি

উজ্জ্বলার বাড়ি। উজ্জ্বলার বোন উৎপলা গ্রামোফোনে তিলক কামোদের একটি রেকর্ড বাজাইয়া বাজাইয়া সেতারে সেটি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। উৎপলা উজ্জ্বলা অপেক্ষা বছর দেড়েকের ছোট। সুশ্রী। বাজারের থলি হস্তে শিবু সেন প্রবেশ করিল। শিবুর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। মাঝারি দোহারা চেহারা। স্বাস্থ্যবান। শিবু উৎপলার পাণি-প্রার্থী। শিবু প্রবেশ করিতেই উৎপলা গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া দিল এবং সেতার সরাইয়া রাখিল।

উৎপলা। [সাগ্রহে] শিবুদা, মাখন এনেছ ?

শিবু। এনেছি। কিন্তু উৎপলা, আমার ধৈর্যও এবার সীমা অতিক্রম করছে—

বাজারের থলি নামাইয়া রাখিল।

উৎপলা। মাখন খুঁজতে খুব ঘুরতে হল বুঝি ? মাখন না হলে কেক হবে কি করে’ ? কেক খেতে চাইছ অথচ—

শিবু। না, না, মাখনের কথা হচ্ছে না। তোমার দাদু আমার পেছনে স্পাই লাগিয়েছেন।

উৎপলা। স্পাই ! কেন ?

শিবু। আমার আর কোথাও বিয়ে হয়েছে কি না জানবার জন্যে। মানে উনি সন্দেহ করছেন, যে-আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই সেই-আমি লুকিয়ে আরও গোটা কয়েক বিয়ে করে’ বসে’ আছি। উফ্, মানুষের আত্মসম্মান এতে বজায় থাকে কখনও ? এরকম সন্দিগ্ধচেতা লোক !

উৎপলা। [লীলাভরে] দাদুর চাকরি তুমি ছেড়ে দাও না।

শিবু। তা যে পারি না [আবেগভরে] তোমাকে না দেখে যে একদণ্ড থাকতে পারি না।

উৎপলা। না, কাল থেকে তুমি আর এসো না। যখন আত্মসম্মানেই আঘাত লাগছে তখন আসবার দরকার কি

[হঠাৎ উষ্মাভরে] দাদুর ফাইফরমাস খাটবার জন্তে তুমি এখানে এসে রোজ ধর্ণা দাও তাতে আমারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

রোষভরে সবেগে চলিয়া গেল। পিছনের দ্বার দিয়া নিঃশব্দ-চরণে দুর্গাপদ প্রবেশ করিলেন এবং শিবুর দিকে নিস্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। দুর্গাপদ বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের উপর। দেহটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মুখ বলি-রেখা-অঙ্কিত। মাথার চুল সাদা। টাক নাই। চোখের পলক কম পড়ে। বাঁধানো দাঁত। গোঁফদাড়ি কামানো। শিবু তাঁহাকে প্রথমে দেখিতে পাইল না।

শিবু। যা ব্বাবা। বড় প্যাঁচে পড়া গেল দেখছি। ভেস্তে গেল না কি সব। উৎপলা, ও উৎপলা—

ঘাড় ফিরাইতেই দুর্গাপদর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। দুর্গাপদ নীরবে তাঁহার চকচকে বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন এবং আর একটু আগাইয়া আসিলেন।

দুর্গাপদ। আমি সন্তুষ্ট হযেছি শিবু।

শিবু। কিসে?

দুর্গাপদ। তোমার অভিনযে। পছন্দ হযেছে তোমাকে আমার। উৎপলাকে তোমার হাতেই সম্প্রদান করব।

শিবু। [নিম্নকণ্ঠে] টাকাটা জোগাড় করতে পেরেছেন? আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি [এদিক ওদিক চাহিয়া] টাকার ভয়ানক দরকার আমার।

দুর্গাপদ। টাকাও দেব। বলেছি যখন দেব। পাঁচ হাজার টাকা তো? দেব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? দেব।

শিবু। কেন ব্যস্ত হচ্ছি তাও তো আগেই বলেছি। আগামী মাসের মধ্যে পিতৃঋণ শোধ করতে না পারলে বিষয়টা বিকিয়ে যাবে। আর ওই আমার যথা-সর্ব্বস্ব। বিষয়টা বাঁচাবার জন্তে আমি বিয়ে করতে চাইছি।

দুর্গাপদ। বিষয় বাঁচবে [চকচকে বাঁধানো দাঁতগুলি আবার বিকশিত করিলেন] তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার। কুল, গণ, গোত্র, কুষ্ঠি সব মিলেছে। বংশও ভাল, আত্মীয়

স্বজনদের কোনও ঝামেলা নেই, লেখাপড়া শিখেছ, যেমনটি চাইছিলুম। তাছাড়া সবচেয়ে বড় বখেড়া ছিল যেটা সেটাও মিটে গেছে। উৎপলা পছন্দ করেছে তোমাকে। তার কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির অভিনয় ভাল করেছ তুমি, বেশ ভাল করেছ।

শিবু। আমি আর বিয়ে করেছি কি না সে খোঁজও তো নিয়েছেন শুনলুম।

দুর্গাপদ। [চকিতে শিবুর মুখের দিকে চাহিয়া] তা নিয়েছি। সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি।

শিবু। তাহলে আর দেরী করছেন কেন ?

দুর্গাপদ। উজ্জ্বলার জন্তেও সম্বন্ধ করেছি একটি। পাত্র নিজেই তাকে দেখতে আসবে, হয়তো আজই আসবে। উজ্জ্বলা বড় তো, তাকে পাত্রস্থ না করে' উৎপলার বিয়ে দিই কি করে' [হাসিলেন]

শিবু। ও বাবা! তাহলে তো বিশ বাঁও জল। আপনি কি ভেবেছেন পাত্র আসলেই উজ্জ্বলাদি' বিয়ে করবেন? এন-এস্-আর-এসের প্রেসিডেণ্ট উনি—

দুর্গাপদ খানিকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা এক পা আগাইয়া আসিলেন।

দুর্গাপদ। করবে, করতে হবে। তা নাহ'লে আমার বাড়ি থেকে দূর করে' তাড়িয়ে দেব আমি।

শিবু। পারবেন ? আপনি তো উজ্জ্বলাদির সামনে কথাই বলতে পারেন না।

দুর্গাপদ। পারি নি বটে এতদিন, কিন্তু আজ যিনি আসছেন তাঁর সাহায্যে পারব।

শিবু। তিনি আবার কে ?

দুর্গাপদ। উজ্জ্বলার বাবা।

শিবু। সে কি! এদের বাবা আছে না কি! শুনিনি তো এতদিন?

দুর্গাপদ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন ক্ষণকাল। তাহার পর উত্তর দিলেন।

দুর্গাপদ। আছে, বাবা আছে।

শিবু। কোথা থাকেন তিনি?

দুর্গাপদ। কোথা থাকেন তা [ইতস্তত করিয়া] সম্প্রতি আসছেন মীরাট থেকে।

শিবু। তাহলে তিনিও তো এসে ঝগড়া লাগাতে পারেন [সহসা সক্ষোভে] উঃ, কি কুক্ষণেই যে ট্রামে সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বেশ ভাল একটা সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেল আপনার জন্যে, তারাও পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি ছিল, মেয়েটিও সুশ্রী শুনেছিলাম।

দুর্গাপদ। তা আফশোষ করার দরকার কি, এখনও তো ফিরে যেতে পার। তোমার মতো পাত্রকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার মতো ঢের লোক আছে দেশে। তা আছে।

শিবু। তা আছে জানি। কিন্তু উৎপলার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর এবং তার সঙ্গে এতদিন ধরে' এমন মাখামাখি করে'—মানে—

দুর্গাপদ আবার নীরবে চকচকে দাঁতের পাটি বাহির করিয়া হাসিলেন।

দুর্গাপদ। তাহলে ছটফট কোরো না। টাকার জন্যে ভাবনা নেই। আমার জামাইটি টাকার কুমীর। সংসার খরচের জন্যে সাতশ' টাকা করে' পাঠায় প্রতিমাসে, চাট্টিখানি কথা নয়!

শিবু। কি করেন তিনি?

দুর্গাপদ। [নির্বিকার ভাবে] আগে বিবাহ করতেন, এখন ব্যবসা করেন।

শিবু। [বিস্মিত] বিবাহ করতেন? মানে!

দুর্গাপদ। প্রথম বিয়ে করে শৈলকে, আমার একমাত্র মেয়ে শৈলকে। নগদ পণই দিয়েছিলাম তিন হাজার টাকা, সে যুগে তিন হাজার টাকা, চাট্টিখানি কথা নয়। ঘরজামাই করেছিলাম,

তখন ওর বয়সই বা কত, বড় জোর বাইশ। উজ্জ্বলার দিদিমা আগেই গত হয়েছিলেন। মেয়ে-জামাই নিয়ে নতুন সংসার পাতলুম, ভাবলুম শান্তিতে জীবনটা কাটবে। বছর চারেক বেশ রইল; তারপর উৎসাহ যেবার হল, ও যখন আঁতুড়ে, তখন হঠাৎ উধাও হল একদিন। কথা নেই বার্তা নেই, উধাও। কিছুদিন কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম, কত জায়গায় চিঠি লিখলুম, কোনও পাত্তা পেলাম না। মাস ছয়েক পরে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেলুম, আবার বিয়ে করেছে কাশীতে। সেই দুঃখে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করলে [ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ] হ্যাঁ, আত্মহত্যা করলে। ঠিকানা জোগাড় করে' চিঠি লিখলুম। এল না। টাকা পাঠিয়ে দিলে। টাকা, হ্যাঁ টাকা। তারপর থেকে বরাবর টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে, আর আসে নি। শুনেছি লুকিয়ে লুকিয়ে আরও বিয়ে করেছে গুটি কয়েক।

শিবু। বলেন কি! নাম কি ভদ্রলোকের?

দুর্গাপদ। সিদ্ধার্থ নন্দী।

শিবু। সিদ্ধার্থ নন্দী? যার রঞ্জন আলতা?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ সেই। শুধু রঞ্জন আলতা নয়, অনেক কিছু আছে ওর। ওষ্ঠ-রঞ্জিনী লিপ্‌ষ্টিক্, ভ্রূ-শোভা টিপ, পরাগ পাউডার, চিন্ময় চুড়ি, তুহিন স্নো, বেণী-বিনোদিনী তেল। এসেন্সও আছে কয়েক রকম। তাছাড়া 'যৌবন-বিলাস' বলে' সচিত্র বই লিখিয়েছে একখানা কোন ভাল লেখককে দিয়ে, সেটার খুব বিক্রি। কালিদাসের শৃঙ্গার-তিলক, ঋতুসংহার, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এগুলোও সব অনুবাদ করিয়ে ছবি দিয়ে ছাপিয়েছে। কয়েকখানা ইংরেজি বইও না কি তরজমা করাচ্ছে—

শিবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ ব্যাহত আননে শুনিতেছিল। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

শিবু। আচ্ছা, ইনিই কি প্রত্যেক কাগজে নারী-শক্তি-রক্ষা-সংসদের বিজ্ঞাপন দেন ?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ ইনিই। প্রচুর টাকা কামিয়েছে।

শিবু। উজ্জ্বলা দি, উৎপলা এসব জানে ?

দুর্গাপদ। উজ্জ্বলা উৎপলা জানে, কিন্তু উৎসাহকে বলি নি। সে জানে তার বাবা বার্মায় থাকে।

শিবু। বাবার আসল নাম পর্যন্ত জানে না ?

দুর্গাপদ। না। সে জানে তার বাবার নাম সুবোধ নন্দী। এস, নন্দী সই করা চিঠিপত্র আসে মাঝে মাঝে, কচিৎ অবশ্য, তার থেকেই সুবোধ নন্দী নামটা বানিয়ে দিয়েছি। সেদিনই ও বলছিল এবার ছুটিতে বার্মা যাবে।

শিবু। চিঠিতে কোনও ঠিকানা দেন না ?

দুর্গাপদ। আগে আগে কোনও ঠিকানা থাকত না। শেষ চিঠিতে মীরাটের ঠিকানা ছিল, সে চিঠি উৎসাহকে দেখাই নি।

শিবু। সে পোস্টমার্কও দেখে নি ?

দুর্গাপদ। সন্দেহ হলেই লোকে ওসব করে। ওর তো কোনও সন্দেহ হয় নি। আসল ব্যাপারটা জানতে পারলে ও যে কি করবে সেইটেই হয়েছে আমার প্রধান চিন্তা। উজ্জ্বলার কাছে পাঠিয়েছি তাকে, উজ্জ্বলা যদি কায়দা করে' খবরটা ভাঙতে পারে। বড় একরোখা গোছের ছেলে—আজকালকার ছেলে তো—বড্ড ভয় করে [অসহায় ভাবে] বড্ড ভয় করে—অথচ—

শিবু। আপনারা টাকা পান কি করে ?

দুর্গাপদ। ব্যাঙ্কের মারফত পাই। তাতে কোনও অসুবিধা হয় না।

শিবু। এ রকম লোকের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রেখেছেন কেন তাই তো বুঝতে পারছি না।

দুর্গাপদ। টাকার জন্যে। আমি টাকা কোথায় পাব ? সে টাকা না দিলে কি তার ছেলেমেয়েদের এমনভাবে মানুষ করতে পারতুম! এই যে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব

লছি, সেই দেবে। উজ্জ্বলার সঙ্গে যে ছেলেটির সম্বন্ধ করেছি সে-ও টাকা না হলে বিয়ে করবে না।

শিবু। কিন্তু সে রকম লোককে উজ্জ্বলাদি বিয়ে করতে রাজী হবেন কি? উনি হলেন এন, এস্, আর, এসের প্রেসিডেণ্ট—

দুর্গাপদ। উৎপলা তোমাকে বিয়ে করছে কি করে? সেও তো ওই দলের। তোমাকে যেমন লুকিয়ে পণ দিচ্ছি তাকেও তেমনি দিতে হবে। বুঝলে না, পণ না দিলে কি বিয়ে হয়—কিন্তু ওরা তা বুঝবে না—

শিবু। উৎপলা কি জানে যে তার বাবা আসছে?

দুর্গাপদ। এখনও শোনাই নি। টেলিগ্রামটা রাস্তায় পেলুম, উৎসাহকে দেখিয়েছি কেবল। তুমি পারো তো কায়দা করে' ভাঙনা খবরটা ওর কাছে। খবরটা, বুঝলে না, —চুপ, উৎপলা আসছে—

গুন গুন করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে উৎপলা প্রবেশ করিল।

উৎপলা। মাখনটা দাও শিবুদা কেকটা করে' ফেলি।

শিবু। এই যে।

বাজারের থলি হইতে মাখনের টিন বাহির করিয়া দিল।

উৎপলা। তোমার কি এখন কোনও কাজ আছে শিবুদা?

শিবু। না, কেন?

উৎপলা। তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করবে এস না লক্ষীটি। বেকিং পাউডারটা ভাল করে' মিশিয়ে দাও না ময়দার সঙ্গে, সেদিন যেমন দিয়েছিলে।

শিবু। চল।

যাইবার পূর্বে শিবু দুর্গাপদর দিকে চাহিল। চোখে চোখে উভয়ের কি একটা কথা যেন হইয়া গেল। উৎপলা ও শিবু চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুষমা পালিত ও বীথিকা প্রবেশ করিল। বীথিকার বয়স বছর দশ বারো। বেশ সুশ্রী চেহারা।

সুষমা। উজ্জ্বলা ফেরে নি এখনও?

দুর্গাপদ। না।

সুষমা। [বীথিকাকে] তোমার বাড়ি তো চেনা হয়ে গেল, তুমি না হয় পরে কোনও সময় এসে নাচটা তোমার দেখিয়ে যেও। আমি এখন যাচ্ছি। উজ্জ্বলা এখনই আসবে, তুমি অপেক্ষা করতে চাও তো, তাই কর।

বীথিকা। বেশ, অপেক্ষাই করছি।

দুর্গাপদ। [বিব্রত ও বিস্মিত] নাচ ! কিসের নাচ ?

সুষমা। আমাদের সমিতিতে একটা অভিনয় হবে। তাতেই নাচবে মেয়েটি [বীথিকাকে] আমি যাই তাহলে, তুমি বস।

সুষমা চলিয়া গেল।

দুর্গাপদ। [বীথিকাকে] তোমার নাম কি ?

বীথিকা। বীথিকা।

দুর্গাপদ। কাদের বাড়ির মেয়ে তুমি ?

বীথিকা। আমার বাবার নাম কালীকান্ত বিশ্বাস। আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। ইভাকুই।

দুর্গাপদ। বটে ! তুমি নাচতে পার ? বাঃ !

বীথিকা। [উৎসাহিত] দেখবেন ?

দুর্গাপদ কিছু বলিবার পূর্বেই বীথিকা মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া নাচ সুরু করিয়া দিল। দুর্গাপদ মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে একটা স্মিত ভণ্ড হাসি ফুটাইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। নাচ কিন্তু বেশীক্ষণ চলিতে পাইল না। ক্রুদ্ধ উৎসাহ প্রবেশ করাতে সব নষ্ট হইয়া গেল।

উৎসাহ। দাদু, এতদিন মিছে কথা বলে' আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিলে কেন তুমি ?

দুর্গাপদ। [শশব্যস্ত হইয়া বীথিকাকে] তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বস এক উজ্জ্বলা এলে ডাকব তোমায়। ওই—ওই ঘরটায়।

বীথিকা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

জবাব দাও, আমার বাবার সত্য পরিচয় গোপন করে' রেখেছিলে কেন ?

দুর্গাপদ অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। একবার কেবল ঘাড় ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন। তাহার পর উৎসাহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

উৎসাহ। জবাব দিচ্ছ না যে ?

দুর্গাপদ। আমার দুঃখ কি কেউ তোরা বুঝবি না ? কত দুঃখে যে ছেলের কাছ থেকে তার বাপের পরিচয় গোপন রাখতে হয় তা [ঢোঁক গিলিয়া] তা লেখাপড়া শিখেও তুই বুঝতে পারলি না ?

উৎসাহ। না, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জেনেশুনে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও হেতু আমি বুঝতে পারছি না।

দুর্গাপদ। তোর বাপের পরিচয় কি দেবার মতন ?

উৎসাহ। আমার বাপের পরিচয় যেমনই হোক তা জানবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

দুর্গাপদ। তাহলে কি তুই সমাজে মাথা উঁচু করে' বেড়াতে পারতিস ? এই যে তুই কলেজের একজন নাম-করা ছেলে হয়েছিস, তা কি হতে পারতিস তোর বাবার আসল পরিচয় পেলে ? মাথা হেঁট হয়ে যেত, মন দুমড়ে যেত, বুদ্ধি মরে' যেত—

উৎসাহ। গেলেই বা। রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে সসম্মানে দরিদ্রের জীবন যাপন করতেও আমার আপত্তি ছিল না। তুমি কেন ওই বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাদের এই ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ করেছ, যার মধ্যে লজ্জা আর গ্লানি ছাড়া আর কিছু নেই ?

দুর্গাপদ। [সহসা এক পা আগাইয়া] তোমার বাবা তোমার খরচ দিতে বাধ্য।

উৎসাহ। তিনি দিতে বাধ্য হলেও আমি নিতে বাধ্য নই, যদি সেটা অসম্মানজনক হয়।

দুর্গাপদ। বাপ ছেলেকে মানুষ করছে এর মধ্যে সম্মান অসম্মানের কথা আসছে কি করে'—

উৎসাহ। যে বাবার অত্যাচারে আমার মা আত্মহত্যা করেছেন, যিনি ক্রমাগত 'ঠকিয়ে বিয়ে করে' বেড়িয়েছেন সারা-জীবন—

দুর্গাপদ। সারাজীবন নয়, চারটি।

উৎসাহ। নারী-শক্তি-রক্ষা-সংসদ নাম দিয়ে যিনি [সহসা] উঃ কি করেছ তুমি—চাই না—কিছু চাই না এসব—

হঠাৎ গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা ও পায়ের দামী পাম্‌-শু জোড়া খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এই নাও। কাপড় আর গেঞ্জিটাও পরে পাঠিয়ে দেব। সম্ভব হলে তাঁর টাকা দিয়ে যে বিদ্যাটা লাভ করেছি সেটাও উপড়ে ফেলে দিতাম মন থেকে। চললুম!

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দুর্গাপদ। ওরে, শোন, শোন, কোথা চললি—

উৎসাহের পিছু পিছু যাইতেছিলেন, উজ্জ্বলা ও অনুক্ষণ প্রবেশ করাতে থামিয়া গেলেন। অনুক্ষণের হাতে একটি মলিন স্যুটকেস।

উজ্জ্বলা। উৎসাহ এখান থেকেও বেরিয়ে গেল?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ, রেগে মেগে চলে গেল। ওকে কি বলেছিস?

উজ্জ্বলা। সব বলেছি। পার্কে বসে' সমস্ত কথা খুলে বললাম। বলাই ভাল, গোপন তো আর রাখা যাবে না।

দুর্গাপদ। সমস্ত বলেছিস?

উজ্জ্বলা। সমস্ত। রেখে ঢেকে কতক্ষণ আর চলবে?

দুর্গাপদ। ও যে চলে গেল [অসহায় ভাবে] কি করি এখন?

উজ্জ্বলা। যাবে আর কোথায়। তুমি ডাকলেই আসবে এক্ষুনি। দেখ না কোথায় গেল। শোনামাত্রই পার্ক থেকেও উঠে হনহন করে' চলে এল, আমি ডাকলাম ফিরে চাইলে না। দেখ না, তোমার কথায় ঠিক আসবে।

দুর্গাপদ। দেখব? আমার কথায় আর আসবে কি ও?

দুর্গাপদ আড়চোখে একবার অনুক্ষণের দিকে চাহিলেন। চাহিতেই অনুক্ষণ স্যুটকেসটি নামাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

দুর্গাপদ। ইনি কে?

উজ্জ্বলা। আমার বন্ধু একজন।

দুর্গাপদ। ও [দ্বারের দিকে চাহিয়া] দেখব না কি উৎসাহকে?

উজ্জ্বলা। দেখ না। তুমি গায়ে একটু হাত টাত বুলিয়ে ডাকলেই

আসবে। দেখ ওর বন্ধু যোগেনের দোকানে বসে আছে হয় তো।

দুর্গাপদ চলিয়া গেলেন।

অনুক্ষণ। [উজ্জলাকে] আমার স্যুটকেসটা রাখি কোথায় বল তো। [চারিদিকে চাহিয়া] ওই কোণটাতেই ভাল হবে।

ঘরের একটি কোণে স্যুটকেসটি রাখিয়া দিল।

উজ্জলা। আমার বাবার সমস্ত পরিচয় শোনার পরও তোমার মত বদলাল না?

অনুক্ষণ। কিছুমাত্র না। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ওসব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে [সানুনয়ে] সত্যি কি আপত্তি করবে উজ্জলা? কোরো না, বুঝলে?

উজ্জলা। [টেবিলে ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখিযা] কিন্তু পাত্র হিসেবে তুমি কি খুব সৎপাত্র? [হাসিয়া] বেছেই যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে—

অনুক্ষণ। [প্রায় সঙ্গে সঙ্গে] তাহলে আমি হেরে যাব। রাগ যদি না কর তাহলে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে, উত্তর যদি দিতে চাও সত্য উত্তরটা দিও।

উজ্জলা। কি? বল।

অনুক্ষণ। বেছে রেখেছ কি কাউকে?

উজ্জলা। না।

অনুক্ষণ। তবে আর কবে বাছবে, বয়স তো ত্রিশ হল, না?

উজ্জলা। বৎসরের মাপকাঠি দিয়ে বয়স ঠিক হয় না [সহসা উদ্দীপ্ত চক্ষে] আমার বয়স ষোল বছরের বেশী হয় নি।

অনুক্ষণ। শুনে সুখী হলাম। বেশ, তোমার কাছে আমার দরখাস্তটা পেশ করা রইল। তোমার হিসেবে আমার বয়সও তেইশ চব্বিশের বেশী নয়। যে দিন ডাক দেবে আসব। আমার স্যুটকেশটা থাক তোমার কাছে

আপাতত। একটা আস্তানা ঠিক হলেই নিয়ে যাব এসে।
আচ্ছা, চলি তাহলে।

উজ্জলা। এলেই যদি এর মধ্যেই যাচ্ছ কেন, বস না একটু। চা খাও, দেখি উৎপলা কি করছে।

অনুক্ষণ। আমি চা খাই না।

উজ্জলা। বিলেতফেরত লোক চা খাও না কি রকম?

অনুক্ষণ। চা কেন মদ পর্যন্ত খেতাম। সব ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর পোষায় না। আমি যাই বুঝলে, আমাকে সেই শরবত ফেরির ব্যবস্থাটা করতে হবে, যদি সময় পাই তোমাদের মীটিংয়েও যাব।

উজ্জলা। একটু ব'স তবু [সহসা] আমার বড় ভয় করছে অনুদা।

অনুক্ষ । ভয়? কেন?

উভয়ে চেয়ার টানিয়া টেবিলের দুইপাশে বসিল।

উজ্জলা। বাবা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন। তাঁর চেহারাও ভাল মনে নেই আমার। তাঁর দুষ্কৃতির কথা সব শুনেছি, সব শুনেও টাকা নিয়েছি। প্রতিদিন ঘৃণা করেছি মনে মনে অথচ প্রতি মাসে দৌড়ে গেছি ব্যাংকে টাকা আনতে। নিষ্ঠুর নিয়তির মতো ভেবে এসেছি যাঁকে এতকাল, তিনি আজ সশরীরে আসছেন। কি যে করব [সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িল] উঃ মরে' যেতে ইচ্ছে করছে, কি অসহায় আমরা। 'মানুষ নই পোকা। পোকারও স্বাধীনতা আছে আমাদের নেই।

অনুক্ষণ। আলবৎ আছে। যে মুহূর্তে তুমি ঠিক করবে আমি এখন থেকে স্বাধীন সেই মুহূর্তেই স্বাধীন তুমি। নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির নেত্রী তুমি—তোমার মুখে এসব কথা সাজে না। তোমার বাবার সঙ্গে যদি দেখা না করতে চাও এখনই চল আমার সঙ্গে।

উজ্জলা। কোথায়?

অনুক্ষণ। যেখানে হোক, আর একটা ধর্মশালাতেই উঠি চল

আপাতত। তারপর ঠিক করে' নেওয়া যাবে ভদ্র জায়গা একটা [সহসা সোৎসাহে] তোমার আপিস ঘরটা তো আছে।

উজ্জ্বলা। সেটা আমার নয়, জগনলালবাবুর।

অনুক্ষণ। ও। তা তিনি থাকতে দেবেন না দু'একদিনের জন্য ?

উজ্জ্বলা। আমি পালাতে চাই না। আমি দেখা করতে চাই বাবার সঙ্গে।

অনুক্ষণ। বেশ তো, ক্ষতি কি। যতদূর শুনলাম তাতে তিনি লোক যে খুব খারাপ তা তো মনে হয় না। যাই করে' থাকুন তিনি তোমাদের দায়িত্ব তো বহন করেছেন বরাবর।

উজ্জ্বলা চুপ করিয়া রহিল। পাশের ঘরের দরজা দিয়া বীথিকা উঁকি দিল।

বীথিকা। উজ্জ্বলাদি, আমি আপনার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে বসে' আছি।

উজ্জ্বলা। [সস্মিত ফিরিয়া পাইল] ও, তুমি এসেছ ? আচ্ছা বস আর একটু লক্ষ্মীটি !

বীথিকা ভিতরে চলিয়া গেল।

অনুক্ষণ। এ আবার কে ?

উজ্জ্বলা। আমাদের সমিতিতে একটা থিয়েটার হবে, তাতে ওই মেযেটির নাচবার কথা, আমাকে নাচ দেখাতে এসেছে।

অনুক্ষণ। ও। আচ্ছা, তোমাদের সমিতির সঙ্গে জগনলালবাবুর আর ওই মিস্টার ঘোষালের সম্পর্কটা কি তাতো বললে না ?

উজ্জ্বলা। ওঁরা পেট্রন।

অনুক্ষণ। ও।

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। বেশ ঘুঘু চেহারা।

প্রৌঢ়। এইটি কি দুর্গাপদ বাবুর বাড়ি ?

অনুক্ষণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কি চান আপনি ?

প্রৌঢ়। [উজ্জ্বলার দিকে একবার চাহিয়া] তাঁর সঙ্গে দরকার ছিল একটু।

অনুক্ষণ। তিনি তো বেরিয়ে গেছেন—

প্রৌঢ়। কতক্ষণে ফিরবেন বলতে পারেন ?

অনুক্ষণ। আজ্ঞে না, তা তো বলতে পারি না।

উজ্জ্বলা। পাড়াতেই বেরিয়েছেন। একটু অপেক্ষা করুন না হয়, যদি বেশী দরকার থাকে।

প্রৌঢ়। বেশ।

একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিক হইতে উৎপলা প্রবেশ করিল।

উৎপলা। [সোৎসাহে] দিদি তুমি এসে গেছ, বাবা আসছেন শুনেছ ?

উজ্জ্বলা। শুনেছি।

উৎপলা। কেকটাও আজ চমৎকার হবে মনে হচ্ছে, সেদিন বেকিং পাউডার ভাল করে' মেশান হয়নি বলেই ফোলে নি—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে সচেতন হইল যে বাহিরের দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। উজ্জ্বলার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

উৎপলা। এঁরা কে দিদি, চিনতে পারছি না তো ?

উজ্জ্বলা। ইনি আমার একজন বন্ধু, অনুক্ষণ গুপ্ত—বি, এ, পাশ করে বিলেত গিয়েছিলেন, পরশু ফিরেছেন। আর এঁকে আমিও চিনি না। দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

অনুক্ষণ উৎপলাকে নমস্কার করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলা-খাঁকারি দিয়া পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন এবং একবার উজ্জ্বলা ও একবার উৎপলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। উভয়েই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

উৎপলা। [উজ্জ্বলাকে] দাদু কোথা ?

উজ্জ্বলা। পাড়ায় বেরিয়েছেন একটু।

উৎপলা। [প্রৌঢ়কে] দাদুর সঙ্গে কি দরকার আপনার ?

প্রৌঢ়। [পুনরায় গলা-খাঁকারি দিয়া] আমি উজ্জ্বলাকে দেখতে এসেছি।

উজ্জ্বলা। আমাকে! কেন ?

প্রৌঢ়। ও তুমিই, মানে আপনিই, না না তুমিই বুঝি উজ্জ্বলা ?

দুর্গাপদ বাবু তোমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন কি না, তাই আমি—মানে, দেখতে এসেছি—

উৎপলা। ও! আপনি পাত্র, না পাত্রের বাবা?

প্রৌঢ়। [সলজ্জ] আমিই পাত্র—মানে নিজের চোখেই—

উজ্জ্বলা ক্রোধভরে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। অনুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সবিস্ময়ে ভদ্রলোককে দেখিতে লাগিল। উৎপলার অধরে ফুটিয়া উঠিল ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ মুচকি হাসি।

উৎপলা। [প্রৌঢ়কে] দিদি বোধ হয় মুখে রং টং মেখে সেজে আসতে গেল, আপনি যাবেন না, বসুন। আমার কেকটাও প্রায় হয়ে এল, খেয়ে যাবেন। জানেন, দিদি গান গাইতে পারে না, বক্তৃতা দিতে পারে। তাতে চলবে আপনার? তবে দুধের স্বাদ যদি ঘোলে মেটাতে চান আমার গান শুনিয়ে দিতে পারি একটু।

কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই উৎপলা সেতারটা তুলিয়া গান ধরিয়া দিল—এস, এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস—

প্রৌঢ়। থাক! থাক!

উৎপলা সেতার রাখিয়া দিল।

উৎপলা। আচ্ছা, চোখের চামড়া বলে' কি কোনও পদার্থ নেই আপনাদের? এই বয়সে মেয়ে দেখে বিয়ে করতে চান!

প্রৌঢ়। [সহসা ক্ষিপ্ত] চাই বই কি, তবে তোমাদের মতো অসভ্য মেয়েকে চাই না। দুর্গাপদ বাবু অনেক করে' ধরেছিলেন তাই এসেছিলাম। একটা বিজ্ঞাপন দিতেই পঞ্চাশখানা চিঠি, ত্রিশটা ঠিকুজি, দশটা ফোটো এসে গেছে। এদেশে মেয়ের আবার ভাবনা। হ্যাঃ!

ক্রোধভরে উঠিয়া যাইতেছিলেন।

অনুক্ষণ। [হাসিমুখে ভদ্রভাবে] নাঃ, রাগ করে' যাবেন না। একটু মিষ্টিমুখ করে' যান [উৎপলার দিকে চাহিয়া] একটু মিষ্টি আন।

উৎপলা ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। অনুক্ষণ পথরোধ করিল।

প্রৌঢ়। ফাজলামি করবেন না, সরে যান।

অনুক্ষণ আরও ভাল করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

অনুক্ষণ। ফাজলামি নয়, ভদ্রতা। মেয়ে দেখতে এলে মিষ্টি খেতে হয়।

প্রৌঢ়। সরে' যান বলছি।

অনুক্ষণ। কেন রাগ করছেন? খেয়ে যান একটু মিষ্টি, সামান্য নিয়মরক্ষে গোছ—

প্রৌঢ়। সরুন, সরুন বলছি।

অনুক্ষণ। [হাসিয়া] স্বেচ্ছায় আমি সরব না, পারেন তো ধাক্কা মেরে চলে যান সরিয়ে দিয়ে।

উৎপলা একটি রেকাবিতে সন্দেশ লইয়া প্রবেশ করিল।

প্রৌঢ়। সরবেন না?

অনুক্ষণ। রাগ করছেন কেন, নিন খান।

উৎপলা রেকাবিটি আগাইয়া ধরিল।

প্রৌঢ়। কপাট ছাড়ুন বলছি।

অনুক্ষণ। বলেছি তো মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়ব না—

প্রৌঢ় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অনুক্ষণকে ধাক্কা মারিলেন। কিন্তু বলিষ্ঠদেহ অনুক্ষণ তাহাতে বিচলিত হইল না। বরং সে রেকাবি হইতে একটি সন্দেশ তুলিয়া লইয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ঘাড় ধরিয়া তাঁহার মুখে সেটা ঠাসিয়া দিল।

অনুক্ষণ। এইবার আপনি যেতে পারেন।

সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রৌঢ়। নচ্ছার, বদমায়েস, বেল্লিক, পাজি কোথাকার! এ অপমানের শোধ যদি না তুলি আমার নাম বেচু মিত্তিরই নয়। বেচু মিত্তিরকে চটিয়ে আজ পর্যন্ত নিস্তার পায়নি কেউ। আমি মোক্তার মনে রেখো সেটা।

উৎপলা। [চোখ বড় বড় করিয়া] ও বাবা!

প্রৌঢ় বেচু মিত্র চলিয়া গেলেন।

উৎপলা। যাই, দিদিকে খবরটা দিয়ে আসি—

ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। নেপথ্যে এক কলি গানও শোনা গেল—জাইল্যে আগুন পাইল্যে গেল নিবিয়ে গেল না রে কালা। পরমুহূর্তেই সিদ্ধার্থ নন্দী প্রবেশ করিলেন। যদিও বয়স প্রায় ৫৫ কিন্তু দেখিলে মনে হয় পঞ্চাশের নীচেই। পরিধানে সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবী। গোঁফ দাড়ি কামানো ভারী মুখ। চুল কানের কাছে দু'একটা পাকিয়াছে। দাঁত পড়ে নাই। চেহারায় গাম্ভীর্য্য কমনীয়তা ও বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

সিদ্ধার্থ। আপনি কি এ বাড়ির লোক ?

অনুক্ষণ। আজ্ঞে না। আমি উজ্জ্বলার বন্ধু।

সিদ্ধার্থ। ও, বেশ বেশ। দুর্গাপদ বাবু কোথা ?

অনুক্ষণ। তিনি বেরিয়েছেন একটু। আপনি—

সিদ্ধার্থ। আমার নাম সিদ্ধার্থ নন্দী। উজ্জ্বলার বাবা আমি—

অনুক্ষণ। [শ্রদ্ধাবিষ্ট] ও।

প্রণাম করিল।

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] উজ্জ্বলার বাবা বটে, কিন্তু উজ্জ্বলাকে চিনি না। কাউকেই চিনি না। ঘটনাচক্রে এতদিন আমাকে বাইরে থাকতে হযেছিল যে—

অনুক্ষণ। আমি সব জানি।

সিদ্ধার্থ। জান ? সব জান ? বাঃ ভালই হল, জবাব দিহির দায় থেকে বাঁচলুম। তা'হলে একটি উপকার কর আমার। এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। এরা সব—

অনুক্ষণ। আপনি বসুন। আমি দেখছি—

সিদ্ধার্থ। শোন, একটা কথা। তোমার সঙ্গে এ বাড়ির সম্বন্ধটা ঠিক কি রকম তা আগে থাকতে জানলে আমার কথাবার্ত্তা কইবার সুবিধে হবে একটু। উজ্জ্বলার সঙ্গে কত দিনের বন্ধুত্ব তোমার ?

অনুক্ষণ। আমরা আই, এ, বি, এ, একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর আমি বিলেত চ'লে যাই। পরশু ফিরেছি—

সিদ্ধার্থ। বিলেত থেকে কি হয়ে এসেছ ?

অনুক্ষণ। বিশেষ কিছুই না [হাসিয়া] সকলে বিলেতে যায় ডিগ্রি আনতে, আমি গিয়েছিলাম দেশটা দেখতে। সেখানে বাস

করেছি কিছু কাল। কাজও করেছি। কাজ না করলে সে দেশে থাকা অসম্ভব তো—

সিদ্ধার্থ। [মুগ্ধ] বাঃ, এতো নতুন রকম শুনলাম। বিলেতে কি কাজ করতে ?

অনুক্ষণ। সব রকম করেছি, যখন যেটা জুটেছে।

সিদ্ধার্থ। আচ্ছা, আলতা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে তোমার ?

অনুক্ষণ। ওখানে এক রঙের ফ্যাকটারিতে কাজ করেছিলুম কিছু-দিন। ফুকসিন থেকে খুব ভাল আলতা হতে পারে।

সিদ্ধার্থ। ওখানকার ফ্যাকটারিতে ? কি কাজ করতে ?

অনুক্ষণ। সুরু করেছিলাম শিশি ধোয়া থেকে। তারপর দিন-কতক লেবেল সাঁটা। তারপর ওরা যখন দেখলে আমি আঁকতেও পারি তখন লেবেলও আঁকতে দিয়েছিল কয়েকটা। একটা সেক্‌সনের অ্যাসিট্যাণ্ট ম্যানেজারিও করেছি কিছুদিন।

সিদ্ধার্থ। বাঃ, তোমার মতো লোকই তো আমি খুঁজছি। আমার আলতা-ফ্যাকটারির ম্যানেজারটি মারা গেছে হঠাৎ। বিজ্ঞাপন দেওয়াতে দরখাস্ত এসেছে অনেকগুলি কিন্তু মনোমত লোক জোটে নি এখনও। তুমি কি কোনও কাজ আরম্ভ করেছ ?

অনুক্ষণ। না, তেমন কিছু আরম্ভ করি নি, তবে—

সিদ্ধার্থ। তবে আবার কি ?

অনুক্ষণ। একটা শরবৎ ফেরির কাজ গছেছিলাম।

সিদ্ধার্থ। শরবৎ ফেরির ?

অনুক্ষণ। চুপ করে' বসে' থাকার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল নয় কি ? তাছাড়া কাজ না করলে খাব কি [হাসিয়া] জমানো পয়সা তো নেই যে বসে' বসে' খাব।

সিদ্ধার্থ। বিয়ে করেছ ?

অনুক্ষণ। না।

সিদ্ধার্থ। দাঁও মাফিক বিয়ে করে ফেল একটা। পণের টাকাটা ক্যাপিটাল করে' ব্যবসা শুরু করে দাও। অবশ্য চাকরি

যদি করতে চাও আমার আলতা-ফ্যাকটারির ম্যানেজারিটা তোমায় দিতে পারি। মাইনে দু'শো টাকা, তাছাড়া লাভের অংশও পাবে, টাকায় এক আনা হিসেবে। কিন্তু তোমার মতো ছেলেকে এই ছোট গণ্ডীতে আটকে রাখতে ইচ্ছে করে না। তুমি ব্যবসা করলে খুব উন্নতি করবে। বিয়ে করে' ক্যাপিটালটা জোগাড় করে' ফেল কোথাও থেকে। বল তো সম্বন্ধ করি, সম্বন্ধ হয়েছে না কি কোথাও ?

অনুক্ষণ। না [হাসিয়া] সব কথা খুলেই বলি তা'হলে অপনাকে। উজ্জ্বলাকে আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু উজ্জ্বলা রাজি হচ্ছে না কিছুতে।

সিদ্ধার্থ। হচ্ছে না ? রাজি না হওযার কারণ ?

অনুক্ষণ। খুলে বলে না কিছু। তবে মনে হয় আমার মতো চাল-চুলো-হীন লোককে পছন্দ হচ্ছে না।

সিদ্ধার্থ। চাল-চুলো হতে কতক্ষণ লাগে—একটা চেকের ওয়াস্তা—

শিবু সেন প্রবেশ করিল এবং দুইজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া একটু মুশকিলে পড়িয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল একজনকে দেখিবে।

শিবু। উজ্জ্বলা দি অনুক্ষণবাবুকে ভেতরে ডাকছেন।

অনুক্ষণ। তাঁকে বলুন গিযে যে তাঁর বাবা এসেছেন।

সিদ্ধার্থ। [অনুক্ষণকে] তুমিই যাও।

অনুক্ষণ। ও, আচ্ছা [শিবুকে] এই দরজা দিয়ে সোজা চলে' যাব তো ?

শিবু। সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি দোতলার সিঁড়ি। ওরা সব দোতলায় আছে।

অনুক্ষণ চলিয়া গেল।

শিবু। আপনিই নারী-শক্তি-রক্ষা-সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থবাবু?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ।

শিবু সেন একটু ইতস্তত-করিয়া প্রণাম করিল।"

সিদ্ধার্থ। থাক থাক। আপনাকে চিনতে পারছি না।

শিবু। আমার নাম শিবু সেন। আমি—

সিদ্ধার্থ। বুঝেছি, বুঝেছি। তোমার কথা শ্বশুর মশাই লিখেছিলেন। উৎপলার সঙ্গে তোমারই কি সম্বন্ধ হয়েছে ?

শিবু। হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। বেশ, বেশ !

শিবু। [একটু ইতস্তত করিয়া] আপনার কথা এই একটু আগে শুনলাম। যা শুনলাম তা এতই অবিশ্বাস্য যে—

ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ। বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ তা খবর হিসেবে হয় তো ঠিক। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে আমার প্রতি সুবিচার করতে পারতে সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখ নি হয়তো।

হাসিলেন।

শিবু। আপনি চারবার বিয়ে করেছেন ?

সিদ্ধার্থ। এ বিষয়ে ভাল করে' আলোচনা করতে চাও যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না। বস আগে। ওই চেয়ারটা টেনে নাও।

নিজে একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। শিবুও বসিল।

সিদ্ধার্থ। দেখ, চারবার বিয়ে করে' আমি নতুন কিছু করিনি। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা নিয়মিতভাবে এ কাজ করতেন। চারবারের চেয়ে বেশীবারও করতেন। এখনও সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যাঁরা হয়তো লোক-দেখানো বিয়ে করেন একটি, কিন্তু সংশ্রব রাখেন একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে। তোমরা তো তাদের বয়কট্ কর নি। বরং তাঁরা বড়লোক হলে তাঁদের সেলামই করছ রোজ। এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী সামাজিক ভাবে এইটেই চালু নিয়ম। যেখানেই সমাজ এ বিষয়ে বাধা দিয়েছে সেইখানেই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, কন্যাদায় সমস্যা, পতিতা-সমস্যা, আরও নানারকম সমস্যা। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও যদি বিচার কর তাহলেও দেখবে—পলিগ্যামি—অর্থাৎ বহু-পত্নীত্বই প্রকৃতির নিয়ম।

কোন কোন ক্ষেত্রে বহুপতিত্বও। মানব সমাজ উভয় প্রকার নিয়মই বহুকাল ধরে' অনুসরণ করে' এসেছে, এখনও করছে, ভোলটা যদিও বদলেছে। আমি নতুন কিছু করিনি [একটু থামিয়া ও হাসিয়া] অন্যায়ও কিছু করি নি—

শিবু। তবে লুকিয়ে করতে গেলেন কেন ?

সিদ্ধার্থ। ভালো কাজও অনেক সময় লুকিয়ে করতে হয়। এই যে দেশপূজ্য নেতারা লুকিয়ে লুকিয়ে যা করতেন তা কি মন্দ কাজ ?

শিবু। এটা তাহলে আপনার মতে অন্যায় নয় ?

সিদ্ধার্থ। কিছুমাত্র না। আমি পুরুষ—সহস্র সন্তানের জনক হবার শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন—সেই সহস্র সন্তানের সহস্রবিধ সম্ভাবনা আছে জগতে—ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখাটা সব সময়ে খুব যে গৌরবজনক তা আমার মনে হয় না। ওতে কোনও মহত্ব আমি দেখতে পাই না।

শিবু। [ঈষৎ হাসিয়া] শুধু সহস্র সন্তানের জনক হলেই তো হবে না, তাদের পালকও হতে হবে। তাদের লালন পালন না করতে পারলে—

সিদ্ধার্থ। নিশ্চয়ই, লালন পালন করতে হবে বই কি। পশুরাও তা করে। মানুষ আর একটু ভাল ভাবে করে। তাহলে তোমার মতে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যিনি যতগুলি পরিবার লালন পালন করতে পারবেন তিনি ততগুলি বিয়ে করতে পারেন। তাতে নিন্দার বা লজ্জার কিছু নেই [সহসা সক্ষোভে] কেউ চারটে মোটরকার রাখলে তোমরা তো তাকে ঘিরে বাহবা বাহবা কর। চারটে বিয়ে করলেই ছুয়ো দাও কেন ! এ কি কুসংস্কার তোমাদের !

শিবু। আপনি চারটি পরিবারই পালন করছেন ?

সিদ্ধার্থ। করছি বই কি !

শিবু। সবসুদ্ধ ক'টি ছেলে মেয়ে আপনার ?

সিদ্ধার্থ। কুড়িটি। বারোটি ছেলে, আটটি মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ এম, এস, সি, পড়ছে, দুটি ছেলে এম, বি পড়ছে, ইনজিনিয়ার হচ্ছে একজন। বাকীগুলির মধ্যে কেউ স্কুলে, কেউ কলেজে পড়ছে। মেয়েরাও পড়ছে। একটি মেয়ে গান অভিনয় খুব ভাল করতে পারে, হয়তো তাকে সিনেমায় দেখতে পাবে একদিন। বিয়ে দিয়েছি গুটি চারেকের, আর দু'জন তো এখানেই আছে। আর একটি খুব ছোট, তাকে মণ্টেসরি স্কুলে দিয়েছি দিল্লীতে।

শিবু। এত খরচ আপনি পেরে ওঠেন কি করে?

সিদ্ধার্থ। ব্যবসা থেকে। বছরে প্রায় লাখ খানেক লাখ দেড়েক টাকা রোজকার করি [হাসিয়া] মূলধন সংগ্রহ করেছিলাম বিয়ের পণ থেকে। তবে ব্যবসাতে টাকাটাই সব নয়, চরিত্রই আসল মূলধন।

শিবু। কিন্তু যে ব্যবসা আপনি করেন সেটা কি খুব ভালো ব্যবসা? মানে, খুব কি রেস্‌পেক্‌টেবল?

সিদ্ধার্থ। কোন্ ব্যবসাটা আজকাল রেস্‌পেক্‌টেবল বল? ডাক্তার, মাষ্টার, লেখক, দোকানী—কার ব্যবসা রেস্‌পেক্‌টেবল বল?

শিবু। কিন্তু ওসব ব্যবসার উচ্চ আদর্শ আছে একটা, সবাই আজকাল সেটা মানছে না হয়তো, কিন্তু আদর্শটা তো বড়।

সিদ্ধার্থ। আমার ব্যবসার আদর্শও ছোট নয় নেহাত। যে মেয়েদের সমাজে রোজ দু'পায়ে থ্যাঁতলাচ্ছে সেই মেয়েদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করছি আমি। ভগবান তাদের যে হ্লাদিনী শক্তি দিয়েছেন সে শক্তিকে তারা যদি রীতিমত কাজে লাগাতে পারে আগুন ধরে' যাবে সমাজে, পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব—

শিবু। [বিস্মিত] এই সমাজকে আপনি পুড়িয়ে দিতে চান!

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, এই এঁদো সমাজ পুড়ে গেলে তবে ভালো সমাজ গড়ে' উঠবে। এ পচা জিনিসে তাপ্‌পি দিয়ে আর বেশী

দিন চালানো যাবে না। একে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমি তারই ইন্ধনের ব্যবসা করি।

শিবু। কিন্তু উজ্জ্বলাদি যে নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি করেছেন, আপনি জানেন নিশ্চয়, তাতে কিছু কি হবে না ?

সিদ্ধার্থ। ওদের বক্তৃতা কাগজে পড়েছি [তুই হাত উল্টাইয়া] জানি না। যত মত তত পথ। হয়তো ওরাও ঠিক, বলতে পারি না।

অনুক্ষণ ও উজ্জ্বলা প্রবেশ করিল।

অনুক্ষণ। এই যে উজ্জ্বলা!

শিবু। উৎপলা এল না ? হয়তো লজ্জা পাচ্ছে, যাই তাকে ডেকে নিয়ে আসি [প্রস্থান]

উজ্জ্বলা ও সিদ্ধার্থ উভয়ে উভয়ের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বলা সহসা আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

সিদ্ধার্থ। [বিচলিত] কতদিন পরে তোমাদের দেখলুম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া অনুক্ষণকে কি একটা যেন বলিতে গেলেন, বলিতে গিয়া কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল দেওয়ালে-টাঙানো একখানা ছবি। উজ্জ্বলার মায়ের বড় ফোটোটা। সিদ্ধার্থ নন্দী দ্রুতপদে সেদিকে আগাইয়া গেলেন।

শৈল, এতদিন পরে ফিরে এলুম, কিন্তু তুমি নেই। এমন করে' কেন চলে গেলে তুমি! আমি ঘরজামাই হয়ে আর থাকতে পারছিলাম না যে, তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ভদ্রভাবে রোজকার করব। কিন্তু এমন পোড়া দেশে জন্মেছি যে, ভদ্রভাবে রোজকার করবার কোনও পথ নেই, গরীবকে কেউ ক্যাপিটাল দিলে না এক মেয়ের বাপ ছাড়া। বিয়ে করে' করেই তাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু তুমি চলে' গেছ। [একটু থামিয়া পুনরায় অস্ফুট কণ্ঠে] তুমি চলে গেছ [সহসা উজ্জ্বলার দিকে ফিরিয়া] ফিরে এসেছি আবার তোমাদের কাছে অনেক দিন পরে। আমার ওপর তোমরা রাগ করে'

আছ জানি, রাগের কারণও হয়তো আছে, আমাকে যা বলতে চাও অকপটে বল, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

উজ্জ্বলা। আপনাকে কিছু বলার উপায় আমাদের নেই। টাকা দিয়ে সে মুখ অনেকদিন আগেই বন্ধ করে' দিয়েছেন। একটা কথা ভেবে শুধু অবাক লাগছে, এতদিন পরে' এলেন কেন!

সিদ্ধার্থ। শ্বশুরমশায় আসবার জন্যে লিখেছিলেন। নিজের দিক থেকে আসবার তাগিদ বরাবরই আছে কিন্তু আসতে পারি নি। শ্বশুরমশায় স্পষ্ট লিখে দিয়েছিলেন যে আমার মুখদর্শন করতে চান না তিনি। তাই দূর থেকেই তোমাদের খবর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম।

উজ্জ্বলা। এখন তবে দাদু আপনাকে আসতে লিখলেন কেন?

সিদ্ধার্থ। তাতো জানি না। সম্ভবত তোমাদের বিয়ের ব্যাপারের

উজ্জ্বলা। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] তার জন্যে আপনার সাহায্যের তো দরকার নেই। আপনাকে আমরা টাকার উৎস বলেই জানি। আমাদের বিয়েতে টাকার দরকার হবে না। যে পাত্র পণ চাইবে তাকে আমরা কেউ বিয়ে করব না—

শিবু ও উৎপলার প্রবেশ।

শিবু। এই উৎপলা।

উৎপলা সিদ্ধার্থকে প্রণাম করিল। উৎপলার মুখ খুশীতে ঝলমল করিতেছে।

সিদ্ধার্থ। [উৎপলাকে] তোমারও তাই মত না কি?

উৎপলা। কি বিষয়ে?

সিদ্ধার্থ। যে পাত্র পণ চাইবে তাকে বিয়ে করবে না।

উৎপলা। নিশ্চয় করব না। ও সব সেকেলে নিয়ম আমরা উঠিয়ে দিতে চাই।

শিবুর মুখ শুকাইয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া চিবুকের তলা চুলকাইতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ। উঠিয়ে দিতে পারবে কি? কোনও একটা নিয়ম সমাজে যখন চালু থাকে তখন তার ন্যায্য কারণও থাকে একটা।

বাপের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয় ছেলে, মেয়ে কিছু পায় না। তাই বিয়ের সময় তাকে কিছু দিয়ে দেওয়া হয়।

উজ্জ্বলা। আমরা সে অনুগ্রহ চাই না। আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চাই। আমরা যে সমাজ আদর্শ বলে' মনে করি, সে সমাজে ছেলেরাও বাপের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে না, কারণ কোনও বাপেরই বিষয় থাকবে না সে সমাজে।

সিদ্ধার্থ। [সহসা মত পরিবর্ত্তন করিয়া] ভালোই তো, এ রকম সমাজ যদি সত্যি সত্যি গড়ে' ওঠে তাহলে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে—

উজ্জ্বলা। ততক্ষণ আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি করে' সেটা হয়।

সিদ্ধার্থ। [একমুখ হাসিয়া] তাতো বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে চেষ্টার চেহারাটা কি রকম হবে, মত-বিরোধ তাই নিয়ে। তোমরা যে পথে চলেছ তা সর্বজনস্বীকৃত সম্মানের পথ। আমি যে পথে চলেছি তা হয়তো সম্মানের পথ নয় কিন্তু তা সুনিশ্চিত পথ।

উজ্জ্বলা। আপনি তো একজন ক্যাপিটালিস্ট। আপনার সুনিশ্চিত পথ যে কি তা আমরা জানি!

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] না, জানো না। তোমরা ছাঁচ নিয়ে, ফরম্যুলা নিয়ে, মুখস্থ করা বুলি নিয়ে মত্ত থাক, আসল সত্য তোমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে মানুষমাত্রেই ক্যাপিটালিস্ট, কোন-না-কোন একটা ক্যাপিটাল নিয়ে প্রত্যেক মানুষই জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে, আর তাই ভাঙিয়েই সারা জীবনটা চালায়। তুমি নিজেই যে একজন বড় ক্যাপিটালিস্ট একথা হয়তো তুমি জান না—

পিতাপুত্রীতে যতক্ষণ তর্ক চলিতেছিল অনুক্ষণ শিবু ও উৎপলা তখন একটু তফাতে থাকিয়া নিম্নকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের আলাপ দর্শকবৃন্দেরা শুনিতে পাইবেন না, মুখভঙ্গী দেখা যাইবে। সহসা উৎপলা উজ্জ্বলার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

উৎপলা দিদি, তুমি তর্কই করবে না কি কেবল বাবার সঙ্গে? চলুন আপনি ওপরে, চা টা খাবেন।

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] এইমাত্র চা খেয়ে এলাম যে—

উৎপলা। তা হোক, তবু খেতে হবে এখানে, বাঃ তা কি হয়! আপনি এসেছেন শুনে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি আমি। এতক্ষণে ফুটল বোধ হয়।

সিদ্ধার্থ। এইখানেই নিয়ে এস তাহলে। এক কাপ চা খালি।

উৎপলা। [শিবুকে] বিজনবাবু আপিস থেকে এসেছেন বোধ হয়। তুমি তাঁর কাছে যাও না একটু। বললেই আসবেন।

শিবু ও উৎপলা চলিয়া গেল। একজন বাহিরের দিকে, আর একজন ভিতরের দিকে।

অনুক্ষণ। আমিও এবার যাই তাহলে—

উজ্জ্বলা। তুমি একটু দেখ না অনুক্ষণ দা, দাদু কোথায় গেলেন।

অনুক্ষণ চলিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ। ব'স না।

উজ্জ্বলা একটি চেয়ারে বসিল।

উজ্জ্বলা। এক হিসেবে অবশ্য আপনি আমাকে ক্যাপিটালিস্ট বলতে পারেন। কারণ আপনার দেওয়া টাকায় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছি আমি। কিন্তু—

সিদ্ধার্থ। না, না, সে ক্যাপিটালের কথা আমি বলি নি। তোমার রূপ তোমার গুণ তোমার ব্যক্তিত্বই তোমার ক্যাপিটাল। এ না থাকলে তুমি তোমার নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি গড়তেই পারতে না। কোনও সাধারণ মেয়ের দ্বারা এ সম্ভব হ'ত না!

উজ্জ্বলা ঈষৎ লজ্জিত এবং নিজের অজ্ঞাতসারে সিদ্ধার্থের প্রতি ঈষৎ আকৃষ্ট হইল।

উজ্জ্বলা। তা' যদি বলেন তাহলে অবশ্য তর্ক চলে না। কিন্তু আপনার সুনিশ্চিত পথটা কি তা একটু শুনতে পাই না?

সিদ্ধার্থ। যে আগুন প্রতি ঘরের চালে চালে ধরেছে তাতেই হাওয়া যোগাচ্ছি আমি। সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাক।

তারপর নূতন সৃষ্টি হবে। সৃষ্টির নাট্যলীলায় শয়তানের ভূমিকাও কম প্রয়োজনীয় নয়, যদিও শয়তানের প্রশংসা কেউ করে না।

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা আগুন ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উজ্জ্বলা ভীত মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাশের ঘর হইতে বীথিকা আবার মুখ বাড়াইল।

বীথিকা। আমি আর কতক্ষণ বসে' থাকব উজ্জ্বলা দি? আমার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—

উজ্জ্বলা। [বিব্রত] ও—

সিদ্ধার্থ। মেয়েটি কে?

উজ্জ্বলা। আমাদের সমিতিতে 'বন্ধন-মোচন' বলে' একটা রূপক নাটক করব আমরা। এ মেয়েটি তাতে নাচবে। আমাকে নাচ দেখাতে এসেছে।

সিদ্ধার্থ। [সহসা উল্লসিত] বাঃ, নাচ খুব ভালো জিনিস। ও জিনিসটার খুব প্রচার হওয়া উচিত। এখানেই নাচবে?

উজ্জ্বলা। তা নাচতে পারে [বীথিকাকে] তুমি নুপূর এনেছ?

বীথিকা। এনেছি।

উজ্জ্বলা। কোনটা নাচবে ঠিক করে' এসেছ?

বীথিকা। সুষমা দি সমিতির জন্যে যে গানটা বেঁধেছিলেন—'আর কতকাল কারাগারে থাকবি হয়ে বন্দিনী'—সেইটের সঙ্গে নাচবো। উৎপলা দি সেতার বাজিয়ে গানটা গাইবেন নাচের সঙ্গে সঙ্গে। উৎপলা দি'কে ডাকব?

উজ্জ্বলা। ডাক।

বীথিকা প্রায় ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ। [কোমল কণ্ঠে] উজ্জ্বলা, ভারী আনন্দ হচ্ছে আমার আজ।

উজ্জ্বলা। কেন?

সিদ্ধার্থ। তোমাদের দেখে। এখন যদি তোমরা আমাকে তাড়িয়েও দাও তাহলেও আমার দুঃখ থাকবে না। তোমার মতো, উৎপলার মতো মেয়ের বাবা আমি, এই গর্বেই বুকটা

ভরে' থাকবে আমার। আচ্ছা, উৎসাহ কোথায়, তাকে দেখছি না?

উজ্জ্বলা। সে আপনার সত্য পরিচয় জানত না। আজই শুনেছে। শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। তাকেই ফিরিয়ে আনতে গেছেন দাদু।

সিদ্ধার্থ। ও!

গম্ভীর হইয়া গেলেন।

উজ্জ্বলা। [নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া] আমার আবার মীটিং আছে আজ সমিতির। ওরা দেরী করছে কেন এত! দেখি একটু—

উজ্জ্বলা ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরেই উৎপলা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলে সেগুলি সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ। এত সব কেন, শুধু চা খাব একটু।

উৎপলা। কেক আমি নিজে করেছি, ওটা খেতেই হবে।

সিদ্ধার্থ। ও, তোমার রান্নার সখ আছে বুঝি?

উৎপলা। আমার সব জিনিষের সখ আছে। রান্নার সখ আছে, গয়নার সখ আছে, শাড়ির সখ আছে, গান বাজনার সখ আছে। দিদির মতো অমন কাঠখোট্টা আমি নই।

সিদ্ধার্থ। উজ্জ্বলা বুঝি খুব কড়া মেজাজের লোক?

উৎপলা। খুব। সবাই অস্থির ওর ভয়ে।

সিদ্ধার্থ। তাই দেখছি। আসবামাত্র আমাকেও এক ধমক লাগিয়েছে। সে গেল কোথায়?

উৎপলা। যে মেয়েটি নাচবে তাকেই কাপড় পরাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ। শিবু কোথায় গেল?

উৎপলা। পাশের বাড়ির বিজনবাবুকে ডাকতে গেছে। তিনি তবলা বাজাবেন নাচের সঙ্গে। চমৎকার তবলা বাজান ভদ্রলোক, এমন মিষ্টি হাত!

সিদ্ধার্থ। শিবু ছেলেটি খুব ভাল, নয়?

উৎপলা। হঁ্যা।

সিদ্ধার্থ। বেশ পছন্দ হয়েছে তো ওকে তোমার ?

উৎপলা মাথা হেঁট করিয়া চা ছাঁকিতে লাগিল। লজ্জা পাইয়াছে।

সিদ্ধার্থ। উত্তর দিচ্ছ না যে ?

উৎপলা। [প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে] হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। বিয়ের ঠিক করে' ফেলি তাহলে ? ও যদি পণ চায়—

উৎপলা। ককৃখনো চাইবে না।

সিদ্ধার্থ। বলেছে তোমাকে সে কথা ?

উৎপলা। বলেছে। পণ চাইলে বিয়েই করব না। কিন্তু জানেন—

কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ। কি ? বল।

উৎপলা। ওর অবস্থা খুব খারাপ। বাপের বিষয় সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে না কি।

সিদ্ধার্থ। কি করে ও ?

উৎপলা। আগে প্রাইভেট ট্যুশনি করত, এখন দাদুরই প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছে। দাদু মাসে পঁচাত্তর টাকা করে' দেন ওকে। কিন্তু বিয়ে হওয়ার পর তো দাদুর চাকরি করাটা ভাল দেখাবে না।

সিদ্ধার্থ। সংসার চলবে তাহলে কি করে ?

উৎপলা। তাই তো ভাবছি। আমাকেও একটা চাকরি নিতে হবে আর কি। দু'জনে মিলে রোজগার করলে চলে যাবে।

সিদ্ধার্থ। দু'জনে মিলে কত রোজকার করবে ?

উৎপলা। একশ' দেড়শ' হলেই চলে' যাবে আপাতত।

সিদ্ধার্থ। আপাতত চলতে পারে কিন্তু বরাবর কি চলবে ? [একটু ইতস্তত করিয়া] আচ্ছা, আমি যদি কিছু টাকা দিই নেবে না ?

উৎপলা। সে দিদি জানে। দিদির মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।

সিদ্ধার্থ। তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার নিজের মতটা কি শুনি না ?

উৎপলা। আমার আপত্তি নেই। আপনি চা খান, কেকটা খেয়ে দেখুন তো, কেমন হয়েছে।

সিদ্ধার্থ খাইয়া দেখিলেন।

সিদ্ধার্থ। চমৎকার হয়েছে!

শিবু ও বিজনবাবু প্রবেশ করিল। সঙ্গে ডুগি তবলা। অন্য দিক দিয়া উজ্জ্বলা ও বীথিকা প্রবেশ করিল। বীথিকা নর্তকীর বেশে সাজিয়া আসিয়াছে।

উৎপলা। শিবু দা, চা খাবে?

শিবু। না।

উৎপলা। বিজন দা?

বিজন। না, আমিও খাব না।

উৎপলা। তুমি তাহলে হার্মোনিয়মটায় সুর দাও না শিবু দা, আমি সেতারটা বেঁধে নি।

চৌকির উপর শিবু, বিজন ও উৎপলা বসিয়া যথাক্রমে হার্মোনিয়ম, তবলা ও সেতারে মনোযোগ দিল।

উজ্জ্বলা। [সিদ্ধার্থকে] আপনি আমাদের সভায় যাবেন?

ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একটা হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়া সিদ্ধার্থকে দিল।

সিদ্ধার্থ। আপত্তি নেই। তবে আমারও একটা কাজ আছে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার জিনিষ-পত্রগুলোর একটা প্রদর্শনী খুলছি, সেটা যাতে একটু ভালভাবে হয় চেষ্টা করতে হবে। তোমরা কি আসবে তাতে?

উজ্জ্বলা। সেটা উৎসাহের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারছি না।

সিদ্ধার্থ। ও আচ্ছা।

পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। জগনলালবাবু বলে' পাঠালেন যে, মীটিংয়ে তিনি আসতে পারবেন না। সাড়ে ছ'টা নাগাদ তিনি আপিসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনাকে সে সময় আপিসে থাকতে বলেছেন। আরও তিনজন ভদ্রলোক আসবেন সে সময়।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, বলে' দিও আমি আপিসে থাকব সে সময়।

পশুপতি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

উৎপলা। এবার তাহলে শুরু হোক?

সিদ্ধার্থ। বেশ তো!

উৎপলা সেতার বাজাইয়া গান ধরিল, বীথিকা নাচিতে লাগিল।

গান

আর কতকাল কারাগারে থাকবি হয়ে বন্দিনী
ও আনমনা,
ও জননী, ও ভগিনী ও তুলালী নন্দিনী
ও আনমনা,
আকাশ থেকে বার্তা আসে বাতায়নের ফাঁক দিয়ে
সূর্য তারা জ্যোৎস্না ধারা যায় যে তোকে ডাক দিয়ে
ও আনমনা,
ও শোন্ অন্ধকারে হাঁক দিয়ে
উচল পথের পথিক হাঁকে কোথায় তুমি সঙ্গিনী।
ও আনমনা, ও আনমনা,
দাও সাড়া গো দাও সাড়া
টুকরো কর মিথ্যা শিকল
পাঁচিলটাকে দাও নাড়া
দেশের মাটি ডাকছে তোমায়
দশের দাবী ডাকছে যে
শিল্পি কবি ছন্দে রঙে
তোমার ছবি আঁকছে যে
ও আনমনা,
তোমার পথের ধুলা ঢাকছে যে
তুর্বাদলের শ্যামল গীতি সবুজ-সোহাগ-রঙ্গিনী।

গানটি একবার শেষ হইয়া দ্বিতীয়বার আরম্ভ হইতেছে এমন সময় তুর্গাপদ ফিরিলেন একা।

দুর্গাপদ। উৎসাহ এল না। কিছুতে এল না—

উজ্জ্বলা। কোথা গেল ?

দুর্গাপদ। তাদের কলেজ হস্টেলে।

উজ্জ্বলা। অনুক্ষণ দা কোথায় গেলেন ?

দুর্গাপদ। সে-ও তারই সঙ্গে গেল।

দুর্গাপদ তাহার পর সিদ্ধার্থের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। সিদ্ধার্থ উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন।

সিদ্ধার্থ। আমি সিদ্ধার্থ।

দুর্গাপদ। ও সিদ্ধার্থ, তুমি এসেছ [একটু থামিয়া] তুমি এসেছ। ভাল। তোমার ছেলেমেয়েদের ভার নাও তুমি। আমি আর পারছি না, বুঝলে, এদের সঙ্গে আমি আর পেরে উঠছি না। কাশী চলে যাব, বড় ক্লান্ত, আর পারছি না, আমাকে এবার রেহাই দাও তোমরা।

ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিতীয় বিরতি

৩

নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির আপিস। রেবার বাবা দেবেনবাবু একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভিজা-বিড়াল-গোছের চেহারা। ঝোলা গোঁফ, চোখে ভীত অথচ চতুর দৃষ্টি। প্রৌঢ়। পরনে আড়ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে মলিন কেড্‌স্‌। মনীষার পিতা ইন্দ্রবাবুও একটু পরেই প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রনাথ মোটা বেঁটে পরিধানে বুক-খোলা কোট, পায়ে চামড়ার ফিতা-ওলা জুতা। ইঁহারও চোখে মুখে বেশ একটা চতুর সপ্রতিভতা পরিস্ফুট। উভয়েই এক আপিসের কেরানী।

দেবেন। ইন্দির দা, এসে গেছ, বাঁচা গেল। এসে তোমাকে দেখতে না পেয়ে চোখ কপালে উঠেছিল আমার। ভাবছিলুম সরে' পড়ব কিনা।

ইন্দ্র। ভয়টা কিসের ?

দেবেন। ওই ছুঁড়ি দুটোকে আমি ভারী ভয় করি ভাই। মাইরি বলছি। উজ্জ্বলার চোখের চাউনিটা লক্ষ্য করেছ ? উফ ! চাউনি নয় তো যেন এক্স-রে। একবার চাইলে মনে হয় অন্তঃস্থলের ভিতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। আর ওই সুষমাটি হচ্ছেন মিছরির ছুরি, হেসে হেসে মিষ্টি কথা বলেন— কিন্তু সাংঘাতিক। কিন্তু বলিহারি তোমাকে, এদের ওপরও টেক্কা ঝেড়েছ তুমি।

ইন্দ্র। ও সব বাজে কথা ছেড়ে একটা বিড়ি দাও দিকি।

দেবেন বিড়ি-দেশলাই দিল। ইন্দ্র বিড়িটা ধরাইয়া একটানেই প্রচুর ধোঁয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দেবেন। আমার কিন্তু ভয় করছে ইন্দির দা।

ইন্দ্র। ভয়টা কিসের ?

একটি চেয়ারে বসিলেন।

দেবেন। [এদিক ওদিক চাহিয়া] ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায় ?

ইন্দ্র। ফাঁস হবে কি করে ? তোমার মেয়ে ফাঁস করে' দেবে বলছ ?

দেবেন। দেওয়া তো উচিত নয়। তার ভালর জন্যেই এসব করা।

ইন্দ্র। আমি যেমন যেমন বলেছিলুম তেমনি ঠিক লিখেছিলে তো?

দেবেন। হ্যাঁ। এই যে দরখাস্তের কাপি আমার কাছে রয়েছে। আমি আট-ঘাট বেঁধে কাজ করি, বুঝলে না, কাপি রেখে দিয়েছি একটা।

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

"নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তা উজ্জ্বলা দেবী এম, এ, মহাশয়া সমীপে। বহু সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিয়া আমি সাহস পাইয়াছি। আমার পিতা একজন গরীব কেরানী। আমি আমাদের পাড়ার স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছি। আমার বাবা আমাকে আর পড়াইতে চান না। তিনি একটি বুড়া বরের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন। লোকটি চতুর্থ পক্ষে আমাকে বিবাহ করিতে চান। সেদিন তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে বাহির হই নাই। এ জন্য বাবা ও মায়ের নিকট আমি প্রত্যহ নির্যাতিত হইতেছি। লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর সীমা নাই। হত তো শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিতে হইবে। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দেন সেই আশায় এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। ইতি বিনীতা শ্রীরেবা দাসী।

ইন্দ্র। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] ঠিক আছে। আমার মেয়ে মনীষাকে দিয়েও ঠিক ওই রকমই লিখিয়েছি একটু অদলবদল করে'। পরের খরচায় লেখাপড়াটা যদি হয়ে যায় মন্দ কি, আর কিছু না হোক খেতে তো পাবে দু'বেলা পেট ভরে। হস্টেলে খাওয়ায় ভাল, আমরা যা খাই তার চেয়ে ঢের ভাল। তার ওপর হুমকি দিয়ে যদি কিছু আদায় করতে পারা যায় আরও ভাল।

দেবেন। আমার কিন্তু ভয় করে দাদা। যদি ফাঁস হয়ে যায়? আমার গিন্নি ভারী হাঙ্গামা লাগিয়েছে—

ইন্দ্র। গিন্নিকেও বলেছ নাকি সব কথা?

দেবেন। সব না বললেও কিছুটা বলতে হয়েছে বই কি। মেয়েটা বোর্ডিংয়ে গিয়ে থাকবে, কারণ একটা দেখাতে হবে তো?

ইন্দ্র। কি কারণ দেখিয়েছ? এঃ, অতি বেকুব লোক দেখছি তুমি।

দেবেন। বলেছি একজন বড়লোক গরীব মেয়েদের পড়াবার জন্যে স্কলারশিপ দিচ্ছেন।

ইন্দ্র। তার চেয়ে আর এক কাজ করলেই পারতে। মেয়েদের সঙ্গে যখন যড় করতেই হয়েছে তখন মেয়েকে নকল বিদ্রোহিনী সাজালেই পারতে। সে যেন সংসারের দুঃখ কষ্ট বরদাস্ত করতে না পেরে সত্যি সত্যিই বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার মেয়ে মনীষা যেমন করেছে। মেয়ের মা-ও জানতো মেয়ে সত্যি সত্যিই বিদ্রোহিনী।

দেবেন। আমার মেয়ে অত অ্যাকটিং করতে পারে না ভাই। একটু হাঁদাগোছের, বুঝলে না—

ইন্দ্র। খুব বেকুবি করেছ।

দেবেন। কেন, ক্ষতিটা কি?

ইন্দ্র। দু'দুটো মেয়ে কথাটা জেনে ফেললে চাউর হতে কতক্ষণ! খুব কাঁচা কাজ করেছ।

দেবেন। তোমার মেয়ে বিদ্রোহিণী সেজে বেরিয়ে গেল?

ইন্দ্র। আলবৎ!

দেবেন। তোমার গিন্নি কিছু বললে না?

ইন্দ্র। বলছে বই কি। চেল্লাচিল্লির চরম চলছে। কিন্তু ওতে কান দিলে কি চলে! তাঁর মান রেখেই তো এদের এই হুমকিটা দিচ্ছি, অবশ্য নকল হুমকি।

দেবেন। নকল হুমকি মানে?

ইন্দ্র। মানে, সত্যি সত্যি আমি চাই না যে মনীষা ওখান থেকে চলে' আসুক। তুমিও নিশ্চয় চাও না। পরের পয়সায় খাচ্ছে পরছে পড়ছে, মজাসে হস্টেলে আছে থাক না। আমরা না হয় অত্যাচারী পিতার অভিনয় করে' যাব, আর হুমকি দিয়ে ফাঁকতালে যদি কিছু মেরে দেওয়া যায় সেটা উপরি পাওনা হবে।

দেবেন। আমার কিন্তু কেমন ভয় করছে।

ইন্দ্র। এঃ তুমিই ডোবাবে দেখছি। আমাকে শুদ্ধ ডোবাবে।

একজন পুলিস কনেষ্টবলের প্রবেশ।

দেবেন। [সভয়ে] এ আবার কি চায়—

ইন্দ্র। [পুলিশকে] হিঁয়া আপ ক্যা মাংতে হেঁ?

পুলিশ। জমাদার সাহেব হিঁয়াই পর ডিউটি মে ভেঁজে হেঁ।

ইন্দ্র। কাহে?

পুলিশ। ন মালুম।

ইন্দ্র। বাহার যাকে বৈঠিয়ে।

পুলিস কনেষ্টবল বাহিরে চলিয়া গেল।

দেবেন। পুলিশ আসার মানে কি?

ইন্দ্র। কি জানি!

কমলার বাবা রাজীবলোচন প্রবেশ করিলেন। টিকি আছে, দাড়ি আছে, কপালের মাঝখানে একটা লাল সিঁদুরের ফোঁটাও আছে। হাতে মোটা একটা লাঠি। সেমেটিক মনোভাবাপন্ন রক্ষণশীল হিন্দু একজন। চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে খুব চটিয়া আসিয়াছেন।

রাজীব। উজ্জ্বলা নন্দীর আপিস এইটে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজীব। তিনি কোথায়?

ইন্দ্র। তাতো জানি না। আমরাও তাঁরি আশায় বসে' আছি। আমাদের ছ'টায় টাইম দিয়েছিলেন। এইবার আসবেন বোধ হয়।

রাজীব। আপনাদেরও মেয়ে পালিয়েছে নাকি?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখুন দিকি কি কাণ্ড মশায়।

দেবেন। [ক্ষীণভাবে] কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না!

রাজীব। এতো ভয়ানক কাণ্ড হয়ে উঠল দেখছি। পৃথিবী উলটে যাবে নাকি! যে মেয়েকে এ্যাদ্দিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম, সে মেয়ে হঠাৎ আজ কটা বক্তৃতা শুনে পালিয়ে যাবে!

ইন্দ্র। যাবে বলছেন কেন, গেছে বলুন। আসুন, বসুন।

রাজীবলোচন একটি চেয়ারে বসিলেন।

রাজীব। না, কিছুতেই এ সহ্য করব না।

ইন্দ্র। কি করবেন তাই বলুন।

দেবেন। [ক্ষীণভাবে] আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইটেই বলুন।

রাজীব। [আচমকা চেঁচাইয়া] চুরমার করে' ফেলব সব—

দুম করিয়া টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারিতেই দেবেন হকচকাইয়া মাথাটি পিছনের দিকে একটু সরাইয়া লইলেন। ইন্দ্র কিন্তু সপ্রতিভ ভাব ত্যাগ করিলেন না।

ইন্দ্র। ঠিক। চুরমার করে' ফেলাই উচিত, ও ছাড়া উপায় নেই। আমরা উকিলের চিঠি দিয়েছি।

রাজীব। উকিলের চিঠি আমিও দিয়েছি। কিন্তু কেবলমাত্র উকিলের চিঠিতেই শানাবে না। এসব দৈত্য নহে তেমন।

ইন্দ্র। ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষ হলে কি হবে, ওই উজ্জ্বলাটি দৈত্যই—বাপস্!

রাজীব। উজ্জ্বলা নন্দী দৈত্য নয়, দৈত্য আছে নেপথ্যে। এরা হচ্ছে আড়কাটি, রংরুট টোপ ফেলে ফেলে আপনার আমার পুকুর থেকে মাছ ধরে' ধরে' বেড়াচ্ছে, কিন্তু মাছের আসল আড়তদার বসে আছে অন্য জায়গায়। মাছগুলি জোগাড় করে' সে চালান দেবে বাজারে ঝুড়িতে প্যাক করে'।

দেবেন। [ভয় পাইয়া] বলেন কি!

রাজীব। নিশ্চয়। গেল বার যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল, খবরের কাগজে পড়েন নি? ভদ্র ঘরের সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা সোলজারদের সেবা করবার ছুতোয় দলে দলে গিয়ে ক্যানটিন খুলে বসল, তার কেচ্ছা পড়েন নি কাগজে?

দেবেন। [সভয়ে] সর্বনাশ! ইন্দির দা শুনছ?

ইন্দ্র। আমার মেয়েকে অবশ্য ওসব ভাঁওতায় ভোলানো শক্ত।

দেবেন। আমার মেয়েটা কিন্তু হাঁদা আছে ভাই।

রাজীব। দেখুন, প্রবল ঝড় যখন আসে তখন শুধু খড় কুটোই উড়ে

যায় না, বড় বড় গাছপালা উড়ে যায়। সবারই চোখ ঝলসে যায় ফ্যাসানের চটকে। বুলির মোহ বড় ভয়ানক! প্রোপ্যাগাণ্ডার ঘূর্ণিপাকে বড় বড় বজরাকেও তলিয়ে যেতে দেখেছি।

ইন্দ্র। কি তাহলে করা যায় বলুন। একটা উপায় বাতলান।

রাজীব। মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

উচ্চনাদে এই উক্তি করিয়া তিনি টেবিলে আবার একটা ঘুসি মারিলেন।

ইন্দ্র। কি করে'?

রাজীব। [সহসা নিম্নস্বরে] গুণ্ডা লাগিয়েছি। ওদের মীটিং যাতে পণ্ড হয়ে যায় সে ব্যবস্থা করে' এসেছি। দু'একটাকে ঘায়েল করতে হবে, তা না হলে হবে না।

দেবেন। [সভয়ে] গুণ্ডা লাগিয়েছেন! ও বাবা! শেষকালে আমরা শুদ্ধ না ক্রিমিনাল কেসে জড়িয়ে পড়ি। পুলিশতো এখানেও এসে গেছে। ইন্দির দা—

রাজীব। দেখুন, সনাতন হিন্দুধর্মকে যদি রক্ষা করতে চান, ভয় পেলে চলবে না। জান কবুল করে' এগিয়ে আসতে হবে। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। যেন তেন প্রকারেণ বাঁচাতে হবে সনাতন হিন্দুধর্মকে।

দেবেন। [সহসা চটিয়া] আরে রেখে দিন মশাই আপনার সনাতন হিন্দুধর্ম। ক্রিমিনাল কেসে পড়ে' চাকরিটি যদি যায় তাহলে সনাতন হিন্দুধর্ম কি রক্ষে করবে এসে? একেবারে ভরা ডুবি হব যে তখন। আমি ওসবের মধ্যে নেই, বুঝলে ইন্দির দা, আমি চললুম।

উঠিয়া পড়িলেন।

ইন্দ্র। আরে বস বস, ঘাবড়াচ্ছ কেন?

দেবেন। না ভাই, ওসব পুলিশ টুলিশের মধ্যে আমি থাকতে চাই না।

রাজীব। এমন করে' গা বাঁচিয়ে কতদিন চলবেন আর? সব যে গেল [সহসা] যদি চলেই যাবেন, এসেছিলেন কেন?

দেবেন। এসেছিলাম জগনলালবাবু ডেকেছিলেন বলে'।

রাজীব। জগনলালবাবু ডেকেছিলেন কেন ?

দেবেন। আমি তাঁকে উকিলের চিঠি দিয়েছিলাম।

রাজীব। উকিলের চিঠি দিয়েছিলেন কেন ?

উপর্যুপরি তিন তিনটি 'কেন'র সম্মুখীন হইয়া দেবেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন।

দেবেন। আমার মেয়ের জন্যে।

রাজীব। কিন্তু আপনি এইভাবে যদি সরে' পড়েন মেয়ের কি কোনও হিল্লে হবে ?

কোণঠাসা হইয়া দেবেন বসিলেন।

দেবেন। সেজন্যে আপনার এত মাথাব্যথা কেন মশাই ?

রাজীব। মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা হয়।

ইহার উত্তরে দেবেন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ নন্দী প্রবেশ করাতে থামিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থ আসিয়াই আঙুল দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া ফেলিলেন। তাহার পর নীরবে ইহাদের প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবেন আরও ঘাবড়াইয়া গেলেন।

রাজীব। আপনি কি উজ্জ্বলা নন্দীর খোঁজে এসেছেন না কি ?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ। এখনও ফেরে নি ?

রাজীব। না, আমরাও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

সিদ্ধার্থ। আমিও করি তাহলে—

একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

রাজীব। আপনার মেয়েও বিদ্রোহিনী না কি ?

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] আমার অনেকগুলি মেয়ে, গোটা দুই বিদ্রোহ করেছে।

রাজীব। আপনিও কি আমাদের মতো উকিলের চিঠি দিয়েছেন না কি ?

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] না।

রাজীব। তবে ? কি করছেন আপনি ?

সিদ্ধার্থ। কিছুই না।

ইন্দ্র। কিছুই না মানে ?

উত্তরে সিদ্ধার্থ নন্দী কিছুই বলিলেন না, কেবল হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন।

রাজীব। ঠিক বুঝতে পারছি না মশাই আপনার কথাটা। আপনি আপাতত কিছু করেন নি, না বরাবরই কিছু করবেন না ঠিক করেছেন। দু'দুটো মেয়ে আপনার বিদ্রোহ করেছে বলছেন। একেবারে উদাসীন থাকাটা কি সম্ভব, না উচিত ?

সিদ্ধার্থ। আমার মনে হয় বাধা দিলেই বিদ্রোহের শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ প্রচণ্ড স্রোতের বিরুদ্ধে কত বড় বাঁধ দেবেন আপনি ?

রাজীব। তাহলে এসেছেন কি করতে ?

সিদ্ধার্থ। এমনি দেখা করতে। গল্প সল্প করব একটু।

রাজীব। মাপ করবেন, আপনাদের ব্যাপার বুঝতে পারছি না ঠিক। আপনার দু'টি মেয়ে বিদ্রোহ করে' বেরিয়ে গেছে বলছেন, অথচ যারা এর জন্যে দায়ী, আপনার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে এসেছেন [দেবেনকে দেখাইয়া] এই ভদ্রলোক যেমন, আসতে হয় এসেছিলেন, একটু বিপদের আভাস দেখেই সরে' পড়বার চেষ্টা করছেন।

দেবেন। আমি ছাঁপোষা লোক, সব দিক বাঁচিয়ে তো চলতে হবে আমাকে মশাই। যে দিকে বৃষ্টির ছাট সে দিকে ছাতা না ধরলে আমাদের চলে না যে। বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা আমাদের পক্ষে।

রাজীব। [ইন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া] শুনলেন ? সনাতন হিন্দুধর্ম রসাতলে যাক্ সেটা ওঁর কাছে বড় কথা নয়, কোনক্রমে বেঁচে থাকাটাই ওঁর কাছে বড় কথা।

ইন্দ্র মুখে এমন একটা হাসি ফুটাইলেন যাহার সব রকম অর্থ করা যায়। রাজীব সিদ্ধার্থের দিকে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন তাঁহার এই উক্তি সিদ্ধার্থের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিল কি না।

সিদ্ধার্থ। আমারও মনে হয় বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা। আত্মরক্ষার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। আমরা যে যা করেছি সবই বেঁচে থাকার জন্যে, নাম দিয়েছি যদিও নানারকম।

দেবেন। [পুলকিত] ঠিক বলেছেন।

রাজীব। [বিস্মিত] সনাতন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেও বেঁচে থাকতে হবে!

সিদ্ধার্থ। তা তো সম্ভব নয়। আমার মনে হয় জীবন্ত লোক সনাতন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে পারে না।

রাজীব। [আরও বিস্মিত] তার মানে!

সিদ্ধার্থ। যা পরিবর্তনশীল তাই জীবন, তাই সনাতন। তার যা ধর্ম তাই সনাতন ধর্ম। যুগে যুগে তা বদলেছে, যুগে যুগে তা বদলাবে এবং সেইজন্যেই যুগে যুগে তা বেঁচে থাকবে। আপনি সনাতন হিন্দুধর্ম বলে' যেটা আঁকড়ে থাকতে চাইছেন সেটা একটা কঙ্কাল, জীবন্ত জিনিস নয়। আর যেভাবে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছেন তা-ও হিন্দু মনোভাব নয়।

রাজীব। কি মনোভাব তাহলে?

সিদ্ধার্থ। সেমিটিক মনোভাব। হিন্দুধর্মকে লাঠি শড়কি দিয়ে পাহারা দিতে হয় না। ও ধর্মের কোনও সীমান্ত নেই।

ইন্দ্র। বাঃ, এ কথাটা বেশ বলেছেন!

রাজীব ঘাড় ফিরাইয়া একবার ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ইন্দ্র তাঁহার স্বপক্ষে। এখন তাঁহার কণ্ঠেও উল্টা সুর শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহাকে একাই লড়িতে হইবে। দেবেনের মুখ উদ্ভাসিত।

দেবেন। নিশ্চয়। চাচা আপন বাঁচা এ চিরকালই করে' এসেছে সবাই। তেরিয়া মেজাজের হ'লে সব সময়ে চলে কি?

রাজীব। যে কোনও বেলেল্লাগিরি হিন্দুধর্মের নামে সইতে হবে তা' বলে?

সিদ্ধার্থ। রামায়ণ মহাভারত শাস্ত্র পুরাণ উল্টে দেখুন, এর চেয়ে ঢের

বেশী বেলেল্লাগিরি হিন্দুধর্ম সহ্য করেছে [হাসিয়া] এখনও করছে। বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি মনুর সব বিধান আপনি মেনে চলেন ?

রাজীব। আমি চলি কি না সেটা প্রশ্ন নয়, চলা উচিত কি না সেইটেই বিচার্য।

সিদ্ধার্থ। যে বিধান কেউ মানে না সে বিধানের চরম বিচার হয়ে গেছে বলেই তো মনে হয়। আর ও নিয়ে সময় নষ্ট না করাই তো উচিত।

রাজীব। তাহলে আপনারা এখানে এসেছেন কেন ?

দেবেন। আগেই তো বললাম, জগনলাল বাবু ডেকেছেন বলে' এসেছি।

ইন্দ্র। এই যে উনি এসেও গেছেন—

জগনলাল টিকাওয়ালা প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধার্থ ব্যতীত বাকি সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জগনলাল। [সহাস্য নমস্কারান্তে] বসুন, বসুন, আপনারা বসুন।

সকলে উপবেশন করিলে জগনলালও আসন গ্রহণ করিলেন এবং পকেট হইতে মরক্কো-বাঁধানো সেই খাতাখানি বাহির করিলেন।

জগনলাল। ইন্দ্রবাবু, দেবেনবাবু, এবং রাজীবলোচনবাবুর আসবার কথা ছিল।

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র।

দেবেন। আমি দেবেন।

রাজীব। আর আমি রাজীব।

জগনলাল সপ্রশ্নদৃষ্টিতে সিদ্ধার্থের দিকে চাহিলেন।

সিদ্ধার্থ। আমি উজ্জ্বলা দেবীর সঙ্গে এমনিই দেখা করতে এসেছি। তার সঙ্গে দরকার আছে আমার একটু।

জগনলাল। ও। তিনি মীটিং শেষ করে' আসবেন এখনই। আমি মীটিংয়ে যেতে পারি নি [হাত ঘড়ি দেখিয়া] এইবার শেষ হবে বোধ হয়।

সিদ্ধার্থ। আমারও মীটিংয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু সময় করে' উঠতে পারি নি তাই এখানেই এলাম।

জগনলাল। বেশ তো, বসুন। আপনি বরং পাশের ঘরে যান, ওখানে একটা ইজি-চেয়ারও আছে, আরাম করে' বসুন।

সিদ্ধার্থ পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

জগনলাল। [ইন্দ্র, দেবেন ও রাজীবের দিকে একে একে চাহিয়া] আপনারা যে উকিলের চিঠি দিয়েছেন তা পেয়েছি আমরা। দেখুন, কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মেয়েদের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে উজ্জ্বলা দেবী এই সমিতি স্থাপন করেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ্য ভাল জেনেই আমরা যার যেমন সাধ্য তাঁকে সাহায্য করছি। এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদের কোনও কারণ নেই। আমরা আপনাদের মেয়েদের জবরদস্তি করেও আনি নি, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় এসেছেন আমাদের ফর্মে সই করে'। বেশ তো, আপনারা বুঝিয়ে তাঁদের যদি নিয়ে যেতে পারেন নিয়ে যান, আমাদের তাতে বলবার কিছু নেই।

ইন্দ্র। কিন্তু তারা যেতে চাইছে না।

দেবেন। সেই হয়েছে মুশকিল কি না!

জগনলাল। কিন্তু সেজন্য আমাদের দায়ী করা কি উচিত?

রাজীব। [ক্ষেপিয়া] নিশ্চয় উচিত। আপনারা তাদের ভুলিয়ে এনেছেন। অল্প বুদ্ধি মেয়েমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে এনেছেন।

জগনলাল। এ কথা যদি বলেন তাহলে তো আমি নাচার। তর্ক করে' এর মীমাংসাও হবে না। তাহলে আপনারা যা ঠিক করেছেন তাই হোক, আদালতই এর নিষ্পত্তি করুক।

রাজীব। দেখুন, টাকার জোরে আইনের প্যাঁচে আপনারা যদি মকোর্দ্দমা জেতেনও তবু জেনে রাখুন আমরা কিছুতেই আমাদের ন্যায্য অধিকার ছাড়ব না। আদালতে যদি সুবিচার পাই ভালই কিন্তু না যদি পাই তবু আমরা থামব না। আমাদের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ আছে ততক্ষণ

পর্যন্ত থামব না। সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শকে রক্ষা করবার জন্যে দরকার হলে বীরের মতো যুদ্ধ করব আমরা —রক্তারক্তি করব—

উজ্জ্বলা নন্দীর প্রবেশ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। সঙ্গে মিষ্টার ঘোষাল। সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কাহারও মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

ঘোষাল। আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি, যে এরকম একটা কিছু হবে। এখানেও তাই দু' একটা পুলিশ রাখতে বলেছিলাম। আচ্ছা, আমি চললাম এখন। দেখি যদি বাকি গুণ্ডাগুলোকেও ধরতে পারি। তুমি সোজা বাড়ী গেলেই পারতে এখন। এঁরা সব কে?

উজ্জ্বলা। এঁরা বোধ হয় রেবা, মনীষা আর কমলার বাবা। এঁদের সঙ্গেই আমার দরকার আছে একটু। তুমি যাও, আমি কাজটা সেরে নি।

দেবেন। [ইন্দ্রকে, জনান্তিকে] ইন্দির দা, চল সরে' পড়ি। গতিক সুবিধের মনে ইচ্ছে না।

ইন্দ্রও উসখুস করিতে লাগিলেন।

ঘোষাল তুমি কতক্ষণ থাকবে এখানে? আমি আসব কি আবার 'কার' নিয়ে?

উজ্জ্বলা তার দরকার নেই। তুমি বরং পারো তো সুষমার খবরটা একটু নাও, জ্ঞান হল কি না। তার চোটটা বড্ড বেশী লেগেছে।

ঘোষাল। বেশ। এস, পি-র বাড়ী হয়ে' হাসপাতাল ঘুরে আসছি এখুনি তাহলে একটু পরে।

ঘোষাল চলিয়া গেলেন।

জগনলাল। কি ব্যাপার উজ্জ্বলা দেবী!

উজ্জ্বলা। মীটিংয়ে খুব মারপিট হয়েছে। আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন একটা ইঁট এসে আমার মাথায় লাগল। সুষমার মাথায় প্রকাণ্ড একটা থান ইঁট পড়েছে, সে অজ্ঞান

হয়ে গেছে। বীণা বোসের হাত ভেঙে গেছে [হাসিয়া] এ সব তো হবেই [ইন্দ্রবাবুকে] তারপর, আপনাদের কি বলবার আছে বলুন। ইঁট পাটকেল পকেটে করে' এনে থাকেন যদি ছুঁড়ুন সেগুলো। একটা কথা কিন্তু জেনে রাখুন, আমাদের দমাতে পারবেন না।

জগনলাল। ওঁদের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ওঁরা মকোর্দমা করবেন ঠিক করেছেন।

দেবেন। দেখুন, আমার কিন্তু মকোদ্দমা টকোদ্দমা করবার ইচ্ছে নেই। আমি কেবল—

থামিয়া গেলেন।

উজ্জ্বলা। কি বলুন?

দেবেন। মানে, আমাদের মতো ছাঁপোষা লোকের সংসারে একটা মেয়ে যে কত বড় সাহায্য তা তো আপনারা জানেন। আমার ওই মেয়ে একহাতে গোটা সংসারটা সামলাতো। এখন তাকে বোর্ডিংয়ে নিয়ে গেছেন আপনারা—তার উন্নতির জন্যই অবশ্য—কিন্তু আমার সংসারটা খোঁড়া হয়ে গেছে। তাই বলছি—

থামিয়া গেলেন।

উজ্জ্বলা। বলুন।

দেবেন। মানে, আমার বলবার কথা এই যে আপনারা যখন এতই খরচ করছেন তখন আমাকেও যদি মাসে গোটা দশ পনেরো করে' টাকা দিতেন, একটা ঝি রাখতে পারতুম। আমার স্ত্রীর রোজ ঘুসঘুসে জ্বর হয়, কোমরে লাম্বেগো, ওই রেবাই সংসার চালাতো—একটা ঝি হলে হয় তো সামলাতে পারবে—কিন্তু আমার তো ঝি রাখবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দ্র। আমারও ওই কথা। মেয়েটা চলে যাওয়াতে সংসারটা ছারখার হবার জোগাড় হয়েছে। আপনারা যদি সাহায্য করেন কিছু—তবে দশ পনর টাকায় ঝি বা রাঁধুনি আজকাল হবে না দেবেন—টাকা তিরিশ পড়বে—

উজ্জ্বলা। মাপ করবেন, সে আমরা দিতে পারব না [রাজীবকে] আপনারও টাকা চাই না কি ?

রাজীব। লাথি মারি আমি আপনার টাকার মুখে। আমার মেয়ে ফিরিয়ে দিন।

উজ্জ্বলা। আমরা কি করে' ফিরিয়ে দেব। সে নিজে ইচ্ছে করে' এসেছে, ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে। আর আপনি অত রাগ না করে' একটু ভেবে দেখলেও তো পারেন যে আপনার মেয়ের ভালর জন্যেই আমরা এ সব করেছি—

রাজীব। আমার মেয়ের ভালো আপনাদের করতে হবে না। আমার মেয়ের ভালমন্দ ঠিক করবার শাস্ত্রসঙ্গত অধিকার একমাত্র আমারই আছে। আমি তার বাবা।

উজ্জ্বলা। সে অধিকারের মর্যাদা যদি আপনি রক্ষা করতেন তাহলে আপনার মেয়ে স্বতন্ত্র হতে চাইতো না।

রাজীব। [চীৎকার করিয়া] মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য আমি স্বীকার করি না। তাকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকতে হবে।

উজ্জ্বলা। বেশ, পারেন তো অধীন করে' রাখুন। বোঝাপড়া করে' দেখুন আপনার মেয়ের সঙ্গে। সে আর্ত হয়ে আমাদের কাছে এসেছিল আমরা আশ্রয় দিয়েছি, সে যদি চলে যেতে চায় বাধা দেব না।

জগনলাল। আমিও ঠিক ওই কথাই বলেছি। তবে দেবেনবাবু আর ইন্দ্রবাবু যে কথা বললেন তা-ও ভেবে দেখবার মতো। মেয়েরা চলে' যাওয়াতে ওঁদের অসুবিধা হচ্ছে, হবারই কথা, ওঁদের বাড়িতে লোকাভাব—বেশ, মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে রাজি আছি আমি।

দেবেন। তাহলে তো বেঁচে যাই !

ইন্দ্র। গোল চুকেই যায় তাহলে।

উজ্জ্বলা। না, তা হতে পারে না। ঘুস দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে একটা জিনিস হতে পারে, আমাদের এই

ফর্মে যদি আপনারা সই করে' দেন তাহলে আমরা আপনাদের মেয়েদের বাড়ি ফিরে যেতে বলব।

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা ফর্ম বাহির করিল ও পড়িয়া শুনাইল।

"আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে ভবিষ্যতে আমার মেয়ের প্রতি এমন কোনও প্রকার ব্যবহার করিব না যাহাতে তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তাহাকে বাড়িতে অথবা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিবার সুযোগ দিব। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষ পণ দাবী করিলে পণ দিব না। মেয়ে-দেখানোর নাম করিয়া তাহাকে একদল পর-পুরুষের সম্মুখে বাহির করিব না। তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোথাও বিবাহ করিতে বাধ্য করিব না"—এই ফর্মে সই করে' দিলে আমরা আপনাদের মেয়েদের বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করব, আর আমার বিশ্বাস সে অনুরোধ তারা রাখবে।

দেবেন। এ ফর্মে সই করি কি করে' বলুন? এর সব সর্ত পালন করা যে আমার সাধ্যাতীত। মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই পণ চাইবে, পণ দিতেও হবে—

ইন্দ্র। তাছাড়া মেয়ের আত্মসম্মান কিসে ক্ষুণ্ণ হবে না-হবে তা ঠিকই বা করব কি করে'। কোনও একটা দোষের জন্যে হয় তো তাকে বকলুম অমনি তার আত্মসম্মান হয় তো ক্ষুণ্ণ হল!

জগনলাল। [উজ্জ্বলাকে] এক হিসেবে এঁরা ঠিকই বলছেন। আপনি আপত্তি করছেন কেন? কিছু কিছু দিলেই যদি এঁরা সন্তুষ্ট থাকেন আপাতত তাই করা যাক্ না [রাজীব-লোচনকে] আপনিও একটু মাথা ঠাণ্ডা করে' ভেবে দেখুন মশাই, মেয়েদের উন্নতি করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রাজীব। না, মেয়েদের উন্নতি করা আপনাদের উদ্দেশ্য নয়, উচ্ছন্ন দেওয়াই আপনাদের উদ্দেশ্য। বিনা সর্তে যদি আমার মেয়েকে ফিরে না দেন—

উজ্জ্বলা। দেব না। কাউকে টাকাও দেব না। আপনাদের যা খুশী করতে পারেন।

রাজীব। মিস্টার ঘোষালের পাশে বসে' মোটরে ঘুরে ঘুরে আপনার মনে আগুন জ্বলছে বুঝতে পারছি, আর এই শেঠজির ব্ল্যাকমার্কেটে রোজগার করা টাকা ইন্ধন যোগাচ্ছে তাতে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন উজ্জ্বলা দেবী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরও ওপর-ওলা আছেন আর সেখানে আমাদের পৈরবি করবার সুযোগও আছে কিঞ্চিৎ, আর এই জগনলাল টিকাওয়ালাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে এমন দু'একজন ধনীও আছেন আমাদের দলে। আমরাও নগণ্য নই নেহাত সুতরাং ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারবেন না আমাদের। এখনও চন্দ্রসূর্য উঠছে, ধর্মের জয় হবেই এ বিশ্বাস আমাদের আছে—

শশব্যস্ত পশুপতি প্রবেশ করিল।

পশুপতি। বাইরে দারোগা সাহেব এসেছেন, পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

দেবেন। ইন্দির দা, কি করছ তুমি, তোমার পাল্লায় পড়ে' ভরাডুবি হলাম যে—অ্যাঁ—

উজ্জ্বলা। দারোগা সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস।

পশুপতি চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিফর্ম-পরিহিত দারোগা প্রবেশ করিলেন।

দারোগা। [উজ্জ্বলাকে] যে তিনজন মেয়ের বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা কোথা ?

উজ্জ্বলা। এই যে তাঁরা।

দারোগা। আপনাদের অ্যারেষ্ট করে' নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। চলুন আপনারা।

ইন্দ্র। [মরীয়া] শুনুন, আমি সব সত্যি কথা খুলে বলছি।

দেবেন। [ব্যাকুল] কি করলে তুমি ইন্দির দা, ছি ছি—

রাজীব। [উজ্জ্বলাকে] একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, এর প্রতিশোধ আমরাও নেব।

দারোগা। চলুন, যা বলবার থানায় বলবেন।

ইন্দ্র, দেবেন ও রাজীবকে লইয়া দারোগা চলিয়া গেলেন।

জগনলাল। এ কাজটা কিন্তু খারাপ হল উজ্জ্বলা দেবী। থানা পুলিশ জিনিসটাই খারাপ। ওতে সমিতির বদনাম হয়ে যাবে।

উজ্জ্বলা। কি করা যাবে বলুন। পুলিশ তো আমরা ডাকতে যাই নি।

জগনলাল। আপনার মাথায় কি খুব বেশী লেগেছে ?

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] বিশেষ কিছু নয়। একটু কেটে গেছে।

জগনলাল। এরা যদি এরকম হুজ্জত করে তাহলে তো মুশকিল হবে দেখছি।

উজ্জ্বলা। মুশকিল হবে জেনেই তো কাজে নেবেছি।

জগনলাল। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের বাপেদের কিছু কিছু টাকা যদি দেওয়া যায় ওরা থেমে যাবে। আপনি তাতে আপত্তি করলেন কেন বুঝলাম না।

উজ্জ্বলা। ওদের আমরা টাকা দিতে যাব কেন ?

জগনলাল। মেয়েগুলো তাহলে কব্‌জার মধ্যে থাকত।

কথাটা বলিয়াই জগনলাল অনুভব করিলেন যে কথাটা বেফাঁস হইয়াছে।

উজ্জ্বলা। তাতে আমাদের লাভ ? মেয়েদের কব্‌জার মধ্যে রাখা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

জগনলাল। [সামলাইয়া] না, না তা নয়—ঠিক। আমিই ভুল করছিলাম। তবে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে তো, ওদের যদি আবার বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়, পড়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। যাক্—আপনার যখন আপত্তি তখন—। আপনাদের থিয়েটার কবে ? সুষমা দেবী ভাল না হলে তো—

উজ্জ্বলা। সুষমা ভাল হোক, তারপর হবে একদিন।

জগনলাল। আমার দু'জন পাঞ্জাবী বন্ধু আসতে চান।

উজ্জ্বলা। বেশ তো, আনবেন।

জগনলাল। আপনি কি এখন থাকবেন এখানে ? আমাকে যেতে হবে এখন [হাতঘড়ি দেখিয়া] এখানকার কাজ তো আর কিছু নেই ? ওহো, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাঁকে বসিয়ে রেখেছি পিছনের ঘরে। ডেকে দি দাঁড়ান।

পাশের ঘরের দরজায় গিয়া উঁকি দিলেন।

ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখছি। ও মশাই, উঠুন, উঠুন, উজ্জ্বলা দেবী এসেছেন।

সিদ্ধার্থ নন্দী বাহির হইয়া আসিলেন।

জগনলাল। [উজ্জ্বলাকে] আমি তবে চলি এখন, নমস্কার।

চলিয়া গেলেন।

সিদ্ধার্থ। ওকি, মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

উজ্জ্বলা। মীটিংয়ে মারপিট হয়েছিল।

সিদ্ধার্থ। [সহজভাবে] তা তো হবেই। বীরের দেশ!

একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

উজ্জ্বলা। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

সিদ্ধার্থ। এসেছি অনেকক্ষণ। তোমার মীটিংয়ে যেতে পারি নি। কাজ করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। আমি যে প্রদর্শনীটা খুলব ঠিক করেছি তার জন্যে ঘুরতে হল অনেক। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ও ঘরে ইজিচেয়ারে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমি কখন এসেছ টেরও পাই নি।

ক্ষণকাল নির্নিমেষে উজ্জ্বলার রক্ত-সিক্ত ব্যাণ্ডেজটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই তাহলে হ'ল শেষ পর্যন্ত। এখনও তোমার বিশ্বাস আছে নীতিকথা বলে' এদের সুপথে আনতে পারবে?

উজ্জ্বলা। পারি আর না পারি চেষ্টা তো করতে হবে।

সিদ্ধার্থ। সারাজীবন চেষ্টাই করে' যাবে?

উজ্জ্বলা। আপনি তাহলে কি করতে বলেন?

সিদ্ধার্থ। আমি ব্যবসায়ী লোক, লাভ লোকসান খতিয়ে চলি, অন্য ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতার সুযোগ নি, আমার পরামর্শ তোমার পছন্দ হবে না। ওপথে যাঁরা চলেছেন, তাঁদের জীবনী আশা করি ভাল করে' পড়েছ। বিদ্যাসাগর গান্ধিজি—

উজ্জ্বলা। পড়েছি বই কি। দুঃখ কষ্ট বিপদ অপমান আছে জানি।

তবু এখন সমাজ-সংস্কারের কাজই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ মনে করি।

সিদ্ধার্থ। কোনও কিছু সংস্কার করতে চাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রত্যেক মানুষই নিজের সাধ্য এবং সুযোগ অনুসারে কিছু না কিছু সংস্কার করছে। তুমি কি সত্যিই মনে কর এই পথে চলে' এই সমাজকে সংস্কার করতে পারবে?

উজ্জ্বলা। মনে করি।

সিদ্ধার্থ। ওই মাড়োয়ারী তোমাকে বরাবর টাকা দিয়ে যাবে?

উজ্জ্বলা। যাবে তো বলেছে।

সিদ্ধার্থ। ভাল। আমার একটা কথা শুধু জানবার ছিল। যে জন্য শ্বশুর মশায় আমাকে এখানে আসতে লিখেছিলেন সেটার সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করে' ফেলতে চাই। তুমি বিয়ে কি করবে না ঠিক করেছ?

উজ্জ্বলা। না, তা ঠিক করি নি।

সিদ্ধার্থ। তবে—?

উজ্জ্বলা। ও বিষয়ে কিছুই ঠিক করি নি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজনও হয় নি এখনও আমার।

সিদ্ধার্থ। উৎপলার বিয়ের ব্যবস্থা করে' ফেলি তাহলে? শিবু উৎপলা পরস্পরকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। শ্বশুর মশাই বললেন, তোমার জন্যে তাদের বিয়ে আটকে আছে নাকি?

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত] কই, দাদু আমাকে বলেন নি তো কিছু!

সিদ্ধার্থ। তোমাকে ভয় পান।

উজ্জ্বলা। এর মধ্যে আপনার ব্যবস্থা করবার কি আছে তা তো বুঝতে পারছি না ঠিক।

সিদ্ধার্থ। আমাকে টাকা দিতে হবে যে। পাঁচ হাজার টাকা—

উজ্জ্বলা। পণ? উৎপলা জানে এ কথা!

সিদ্ধার্থ। না, পণ হিসেবে দিচ্ছি না। শিবুর পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি পাঁচ হাজার টাকার জন্যে বিকিয়ে যাচ্ছে সেইটে উদ্ধার করে' দেব।

উজ্জ্বলা। কেন দেবেন তা আপনি! এ তো পণ দেওয়াই হল।

সিদ্ধার্থ। বিপন্ন জামাইকে উদ্ধার করা কর্তব্য বলে' মনে করি। এটাকে ঠিক পণ হিসেবে নিও না। ছেলেটিকে ভাল লেগেছে। উৎপলার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে না-ও হ'ত তাহলেও হয়তো ওকে সাহায্য করতাম আমি।

উজ্জ্বলা। করতেন?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, করতাম বই কি। অনেক ছেলেকে করেওছি। তারপর তার কাছ থেকে কাজও আদায় করে' নিয়েছি। একটি দুঃস্থ এম, এস, সি, ছেলেকে তার অসময়ে সাহায্য করেছিলাম একবার এক হাজার টাকা দিয়ে। সে আমার পরাগ পাউডারের ফরমূ্লাটা বার করে' দিয়েছে। অনেক হাজার কামিয়েছি তার থেকে। তোমার বন্ধুটিকেও বেশ লাগল। তাকে আমার আলতা ফ্যাক্টারির চাকরিটা অফার করেছিলাম, নিলে না। তাকে দেখছি না, কোথায় সে?

উজ্জ্বলা। কি জানি, আমিও জানি না। তারপর আর আসে নি।

উৎসাহ প্রবেশ করিল।

উৎসাহ। দিদি, তোমাদের মীটিংয়ে—একি তোমার মাথায় লেগেছে না কি?

উজ্জ্বলা। লেগেছে, একটু। বেশী কিছু নয়। তুই বাড়ি থেকে তখন চলে গেলি কোথায়? এই যে বাবা, প্রণাম কর।

উৎসাহ ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, আর একবার উজ্জ্বলার দিকে চাহিল, তাহার পর প্রণাম করিল।

উৎসাহ। আমি তাহলে চললাম। তোমার খবরটা নিতে এসেছিলাম শুধু।

উজ্জ্বলা। কোথা যাচ্ছিস?

উৎসাহ। হস্টেলে।

সিদ্ধার্থ। শুনলাম আমি এসেছি বলেই তুমি না কি হস্টেলে চলে গেছ। তার তো দরকার ছিল না কোনও। তুমি বিজ্ঞানের

ছাত্র, সত্যের সম্মুখীন হতে তোমার তো ভয় পাওয়া উচিত নয়।

উৎসাহ। ভয় পাই নি, লজ্জা পেয়েছি।

সিদ্ধার্থ। তোমার লজ্জা কি, তুমি তো লজ্জাজনক কিছু করনি এখনও। লজ্জা পাওয়া উচিত বরং আমারই। কিন্তু আমার লজ্জা নেই। আমি জানি পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে' আর পাঁচজনে যা করছে আমিও তাই করতে বাধ্য হয়েছি। কেউ রুগী ঠকিয়ে পয়সা রোজকার করছে, কেউ মক্কেল ঠকিয়ে, কেউ খদ্দের ঠকিয়ে, কেউ ছাত্র ঠকিয়ে। ঘরে বাইরে চতুর্দিকে ঠগ, তাই আমিও সাধু থাকতে পারি নি। প্রত্যেক ঠগেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা যুক্তি আছে, আমারও আছে।

উৎসাহ। শিবুদা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার একটু আগে। তাঁর মুখে আপনার যুক্তি আমি শুনেছি। সে মেকি যুক্তিতে আপনি শিবুদাকে ভোলাতে পারেন, আমাকে পারবেন না। আমি চললুম।

সিদ্ধার্থ। শোন একটা কথা—

উৎসাহ সিদ্ধার্থের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উজ্জ্বলাকে বলিল।

উৎসাহ। দিদি, আমরা কলেজের ছেলেরা মিলে একটা সভা করব। অনেকের ইচ্ছে তুমি তার সভানেত্রী হও। হবে?

উজ্জ্বলা। কিসের সভা?

উৎসাহ। আমাদের কলেজের সমিতির নাম 'শক্তি-সমিতি'। তারই সভা হবে। সেই সভায় আমরা ঘোষণা করতে চাই স্বাধীন ভারতে আমাদের আদর্শ কি।

উজ্জ্বলা। বেশ তো। কিন্তু আমাকে এ ক'দিন আমাদের সমিতির কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হবে যে, আমি কথা দিতে পারছি না। তার ওপর পুলিশ কেস হয়ে গেছে, থানাতেও ছুটোছুটি করতে হবে। তোদের নিজেদের মধ্যেই

সভাপতি কর কাউকে। আমি যদি সময় পাই নিশ্চয় যাব। কবে হবে?

উৎসাহ। সেটা তোমাকে পরে জানাব।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, উৎপলা কোথায়? তাকে মীটিংয়ে দেখলুম না তো?

উৎসাহ। মেজদি গেছে একটা চাকরির খোঁজে। এখানকার মেয়ে স্কুলে চাকরি খালির খবর পেয়েছে একটা। শিবুদার সঙ্গে মেজদি সেখানেই গেছে। আচ্ছা, আমি চললুম।

সিদ্ধার্থ। শোন একটা কথা—

উৎসাহ। কি বলুন?

সিদ্ধার্থ। আমার যুক্তি তোমার কাছে মেকি মনে হয়েছে তার কারণটা কি জান?

উৎসাহ। আপনিই বলুন।

সিদ্ধার্থ। তার কারণ তুমি অহঙ্কারী।

উৎসাহ। ঠিক বলেছেন। একটু আধটু নয়, অত্যন্ত অহঙ্কারী। সূর্যতারা ভেদ করে' মাথা উঠেছে আমাদের আকাশে, চোখে আমাদের অসম্ভবের স্বপ্ন, বুকে মনুষ্যত্বের গর্ব। কারও অনুগ্রহ চাই না আমরা, চাই না কা'রও দয়া, হাত পাতব না কখনও কা'রো কাছে। নিজেদের শক্তিতেই অমিত তেজে পথ চলতে পারব আমরা স্বচ্ছন্দে, এ ভরসা আছে। আপনাকে ঘিরে মস্ত বড় স্বপ্ন ছিল একটা, হঠাৎ সেটা চুরমার হয়ে গেল হয়তো অহঙ্কারের সংঘর্ষেই। যাক্। যা মিথ্যা তা যাওয়াই ভাল। প্রথমটা একটু দুঃখ হয়েছিল, এখন আর তা নেই। চললুম।

চলিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ। [মুগ্ধ] বাঃ, বড় আনন্দ হচ্ছে আমার উজ্জ্বলা। প্রথম যৌবনে বিদ্রোহের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তোমাদের মধ্যে নানারূপে। কিন্তু দুঃখ কি জান? আমার সেই স্বপ্নের পাল তোলা নৌকোটা

যে চোরা-পাহাড়ের ধাক্কায় খান খান হয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করছ না তোমরা। বিশ্বাস করছ না যে নৌকো হয়ে গেছে তক্তা, স্বপ্ন হয়েছে অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাই ডিনামাইট্‌ নিয়ে আজ চোরা-পাহাড়গুলো ভাঙবার চেষ্টায় আছে, তোমরা ভাবছ একটা দৈত্য বুঝি। কিন্তু আমি দৈত্য নই, আমি সেই রূপান্তরিত স্বপ্ন, চেয়ে দেখ, ভাল করে' চেয়ে দেখ আমার দিকে—

উজ্জ্বলা। [বিব্রত] চলুন বাড়ি যাই। সুষমার খবর নিতে হবে একটু। সে যদি সামলে থাকে, থিয়েটারের ব্যবস্থাটা করতে হবে। [হাত ঘড়ি দেখিয়া] সময় নেই বেশী—

সিদ্ধার্থ। পাল-তোলা নৌকোদের সময় বেশী থাকে না জানি, কিন্তু চোরা-পাহাড় আছে, সাবধান!

হন্তদন্ত হইয়া তিনটি মেয়ে প্রবেশ করিল।

প্রথমা। উজ্জ্বলা দি, আমরা আর হষ্টেলে থাকব না।

উজ্জ্বলা। কেন, কি হল?

দ্বিতীয়া। জগনলালবাবু আজ আমাদের সিনেমা দেখবার 'পাস' দিয়েছিলেন, আর বলে' পাঠিয়েছিলেন যে গাড়িও পাঠিয়ে দেবেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। গাড়ি এল, আমরা সিনেমায় চলে গেলাম। একটু পরে দেখি ড্রাইভারটাও পাশে এসে বসেছে আর চামেলীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক লাইট নিবে গেল, শুনলাম ফিউজড হয়ে গেছে। একটু পরে ওরা বললে কি যেন পুড়ে গেছে, সিনেমা আজ হবে না। আমরা বেরিয়ে এলাম। মোটরটা দাঁড়িয়েছিল। আমরা জানি জগনলালবাবুর মোটর এটা, আমাদের হস্টেলে পৌঁছে দেবে। উঠলাম সবাই। মোটর কিন্তু হস্টেলের দিকে না গিয়ে ছুটল সোজা মাঠের দিকে।

তৃতীয়া। আমরা যত বলি হস্টেলে চল, ড্রাইভারটা এক মুখ হেসে ততই বলে—চলিয়ে থোড়া টহলা যায়। উঃ কী ভীষণ

দাড়ি লোকটার। বোঁ বোঁ করে' হাজির হল মাঠে গিয়ে। মাঠের একধারে থামাতে আমরা নেবে পড়লুম।

প্রথমা। সামনেই ভাগ্যে ছিল একটা পুলিশ কনেষ্টবল। তাকে আমি দৌড়ে গিয়ে সব বললুম খুলে। ড্রাইভারটা খুব হাসতে লাগল যেন কিছুই হয় নি, যেন খুব একটা মজা করেছে সে। তারপর সেই কিন্তু নিজে পুলিশটাকে সঙ্গে নিলে ডেকে, তারপর আমাদের হস্টেলে পৌঁছে দিলে।

তৃতীয়া। আমরা নেবে যাবার পর বলছে—ডরিয়ে নেহি। ম্যয় আপ লোগোঁ সে দোস্তি করনা চাহতা হুঁ।

প্রথমা। তারপর থেকে গাড়িটা সমানে দাঁড়িয়ে আছে হস্টেলের সামনে।

দ্বিতীয়া। তারপর আমরা খোঁজ নিয়ে জানলুম ওটা জগনলালবাবুর গাড়িই নয়। সেই পাঞ্জাবীটারই গাড়ি।

তৃতীয়া। ভারী ভয় করছে আমাদের। আমরা হস্টেলের খিড়কি দরজা দিয়ে তাই চলে এলুম আপনার কাছে।

প্রথমা। আপনার বাড়ি গেছলাম প্রথমে।

উজ্জ্বলা। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে বললে না কেন?

দ্বিতীয়া। আপনাকে না জিগ্যেস করে' কিছু করতে সাহস হচ্ছে না আমাদের। শেষকালে যদি কেলেঙ্কারি হয়ে যায় কিছু।

উজ্জ্বলা। না, না কিছু হবে না। তোমরা হস্টেলে ফিরে যাও, আমি আসছি এক্ষুনি।

প্রথমা। আপনিও চলুন সঙ্গে, আমাদের বড় ভয় করছে।

দ্বিতীয়া। জানেন, রেবা মনীষা আর কমলা হস্টেল থেকে বাড়ি চলে' গেছে, তাদের বাবাদের পুলিশে ধরেছে না কি। কি যে কাণ্ড সব হচ্ছে!

তৃতীয়া। বড় ভয় করছে, কি যে হবে!

মিষ্টার ঘোষাল প্রবেশ করিলেন।

ঘোষাল। কই, যাবে না কি, চল। সুষমা ভাল আছে, তার লাগেনি বেশী, ভয়েই সে আচ্ছন্ন হয়েছিল। এরা সব কে?

উজ্জ্বলা। এরা হস্টেলের মেয়ে। এদের হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে?

ঘোষাল। তা পারি। কিন্তু এরা এখানে কেন এ সময়ে?

উজ্জ্বলা। সে পরে শুনো।

ঘোষাল। আরও গোটা তিনেক গুণ্ডা ধরা পড়েছে। কিন্তু তোমাদের সমিতিটা বোধ হয় Banned হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার কাল পাবে।

উজ্জ্বলা। তার মানে!

ঘোষাল। মানে আবার কি! না-জুড়ি দাস না কে একজন আছে—গোটা ছয়েক 'মিল' যার—সে গিয়ে ধরেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। রাজীব দেবেন ইন্দ্রনাথ তিনজনই ছাড়া পেয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ধারণা হয়েছে যে তোমার 'সমিতি' পাবলিক পীস নষ্ট করছে না কি।

উজ্জ্বলা। তাহলে কি হবে?

ঘোষাল। হবে আবার কি, সমিতি বন্ধ করে' দিতে হবে আপাতত। তবে বাঙালী কমিশনার সাহেব এসেছেন একজন, তাঁকে গিয়ে ধরলে যদি কিছু হয়। চল, এখন তো যাওয়া যাক।

উজ্জ্বলা। তুমি এদের আগে পৌঁছে দিয়ে এস।

ঘোষাল। [মেয়ে তিনটিকে] এস তোমরা তাহলে।

মিষ্টার ঘোষাল ও মেয়েরা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ হাততালি দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শয়তানের হাসি।

তৃতীয় বিরতি

'বন্ধন-মোচন' নাটকের অভিনয় হইবে। ষ্টেজের মাঝখানে রঙীন কাপড় দিয়া ছোট একটি স্থান ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছে। সামনে একটি পরদা, দুই ভাগে ভাগ করা। দুইপাশ হইতে টানিয়া সরাইয়া দিলে ছোট রঙ্গমঞ্চটি দেখা যাইবে। ছোট রঙ্গমঞ্চটির পাশে ও সম্মুখে স্থান আছে। নাটক এখনও আরম্ভ হয় নাই। উজ্জ্বলা ও মিষ্টার ঘোষাল প্রবেশ করিলেন।

ঘোষাল। তুমি আর এ সবের মধ্যে থেকো না উজ্জ্বলা, বুঝলে?

উজ্জ্বলা। মিছে কেন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করছ? আমাকে থাকতেই হবে, এই আমার জীবনের ব্রত। এ আমি ছাড়তে পারব না।

মিষ্টার ঘোষাল ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উজ্জ্বলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বান্ধবীটির আপাত-কোমল অন্তঃকরণের অন্তরালে যে এমন একটি প্রস্তর-কঠিন স্তর আছে তাহা তিনি যেন প্রত্যাশা করেন নাই, আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইলেন।

ঘোষাল। এখন কি করবে ঠিক করেছ তাহলে? তোমার সমিতি তো উঠে গেল।

উজ্জ্বলা। নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি উঠে গেল, অন্য নাম দিয়ে কাজ আরম্ভ করব এবার। আমাদের সমিতির নাম 'বন্ধন-মোচন' সমিতি হবে আজ থেকে।

ঘোষাল। টাকা পাবে কোথায়? জগনলাল টিকাওয়ালার সঙ্গে বনবে কি এর পর?

উজ্জ্বলা। না বনবার কোনও কারণ দেখছি না। তাঁর মুখে যতটা শুনলাম মেয়েরা অকারণে ভয় পেয়েছিল। ওই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক গুণ্ডা নন। যতদূর শুনলাম তিনি জগনলালবাবুর বন্ধু এবং বন্ধু হিসেবেই তিনি মেয়েদের সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বন্ধুভাবেই আলাপ করতে চেয়েছিলেন। পাঞ্জাবী দেখে মেয়েরা ভয় পেয়ে গেছে। মেয়েদের এই ভয় ভাঙানোটাই একটা প্রধান কাজ। তাদের এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারা আঙুর নয় মানুষ, ওপরে তুলো

নীচে তুলো দিয়ে তাদের সম্মান বাঁচানো যাবে না। নিজের আত্মসম্মান নিজের আচরণ দ্বারা রক্ষা করতে হয়, নিজের শক্তি দিয়ে এমন কি প্রাণ দিয়েও—এ বোধটা তাদের হওয়া চাই।

ঘোষাল। তা'হলে জগনলালবাবু এখনও তোমাকে অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন?

উজ্জ্বলা। সে সম্বন্ধে কোনও কথা হয়নি এখনও। তবে আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।

ঘোষাল। তোমাদের এ 'বন্ধন-মোচন' সমিতিও যদি Banned হয়ে যায়?

উজ্জ্বলা। খুব সম্ভব হবে না, কারণ নূতন কমিশনার সাহেবের স্ত্রী 'বন্ধন-মোচন' সমিতির পেট্রন হতে রাজি হয়েছেন।

ঘোষাল। তুমি গিয়েছিলে না কি তাঁর কাছে?

উজ্জ্বলা। গিয়েছিলাম।

ঘোষাল। বাঃ, তাহলে তো কাজ গুছিয়ে ফেলেছ। সুষমার খবর কি?

উজ্জ্বলা। সে বেশ ভাল আছে। সেই তো সাজাচ্ছে মেয়েদের।

ঘোষাল। এইটুকু ষ্টেজে তোমাদের নাটক হবে? কি রকম নাটক?

উজ্জ্বলা। ছোট নাটক। ক্লিফোর্ড ব্যাক্সের স্টুডিও নাটকের ধরণে লেখা।

ঘোষাল। ও! এস, বসা যাক তাহলে—

নামিয়া আসিয়া প্রেক্ষাগৃহের একটি চেয়ারে বসিলেন। ইঁহাদের জন্য কয়েকটি খালি চেয়ার প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব হইতেই রাখা থাকিবে। উজ্জ্বলাও ঘোষালের অনুগমন করিতেছিল কিন্তু সিদ্ধার্থ নন্দী প্রবেশ করাতে থামিয়া গেল। সিদ্ধার্থ নন্দীর হাতে এক গোছা কাগজ।

সিদ্ধার্থ। তোমাদের থিয়েটার দেখতে এলুম।

উজ্জ্বলা। বেশ তো!

সিদ্ধার্থ। থিয়েটার হয়ে যাবার পর আমি কিন্তু একটা ঘোষণা করতে চাই।

উজ্জ্বলা। কি বিষয়ে ?

সিদ্ধার্থ। আমি যে প্রদর্শনীটা খুলছি সেই বিষয়ে। অনেক লোক জমা হয়েছে এখানে। এঁদের সবাইকে সেখানে যাওয়ার জন্ত নিমন্ত্রণ করব। তারপর বিলি করব এইগুলো।

উজ্জ্বলার হাতে একখানা হ্যাণ্ডবিল দিলেন।

আশাকরি তোমার আপত্তি নেই ?

উজ্জ্বলা। [ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কাগজটা দেখিতে দেখিতে] না, আপত্তি কিসের। জায়গাটা কি উৎসাহের কলেজের পাশেই ?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, অন্ত জায়গা আর পেলাম না। ওই ফাঁকা মাঠটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নেব।

উজ্জ্বলা। কবে হবে আপনার ?

সিদ্ধার্থ। কাল সন্ধ্যা থেকে। আজই করব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমাদের থিয়েটারের জন্ত স্থগিত রাখতে হল। ওই বীথিকা মেয়েটি আমার ওখানেও নাচবে কি না।

উজ্জ্বলা। কাল উৎসাহদের একটা মীটিং আছে।

সিদ্ধার্থ। কিন্তু আমার তো আর সময় নেই। তারিখ বদলাবারও উপায় নেই, পোষ্টার দেওয়া হয়ে গেছে চারদিকে।

উজ্জ্বলা। বেশ।

উৎপলা ও শিবুর সহিত দুর্গাপদও প্রবেশ করিলেন।

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত ও হৃষ্ট] দাদু ! তুমি এসেছ ?

দুর্গাপদ। এলুম। উৎপলা ছাড়ে না যে। আসতে হল।

উৎপলা। একি, গলার বোতামটা লাগান নি ! মুখ তুলুন।

দুর্গাপদ মুখ তুলিলেন, উৎপলা বোতামটা লাগাইয়া দিল।

শিবু। চাদরটাও ফেলে এসেছিলেন। নিন।

দুর্গাপদর গলায় চাদর পরাইয়া দিল।

সিদ্ধার্থ। চলুন, বসা যাক।

দুর্গাপদ। ও তুমিও এসেছ ? চল। থিয়েটার দেখিনি অনেকদিন। চল। উৎসাহ কই ? তাকে দেখছি না।

উজ্জ্বলা। সে-ও আসবে এখুনি।

দুর্গাপদ। আসবে? ও। আচ্ছা, চল, বসি গিয়ে।

উৎপলা। [সিদ্ধার্থকে] বাবা, আমার চাকরিটা হয়ে গেছে, জানেন?

সিদ্ধার্থ। তাই নাকি!

উৎপলা। নব্বই টাকা মাইনে।

চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেন একটা সম্পদ পাইয়াছে।

সিদ্ধার্থ। ও।

সাইকেলের ঘণ্টার মতো একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

উজ্জ্বলা। এইবার আরম্ভ হবে, চলুন আমরা বসি গিয়ে।

সকলে নামিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী কমিশনার সাহেব, তাঁহার সুসজ্জিতা পত্নী এবং তাঁহাদের পিছু পিছু জগনলাল টিকাওয়ালা ও রাজীবলোচন প্রবেশ করাতে উজ্জ্বলাকে আবার উঠিয়া আসিয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে হইল। সকলে বসিলে দেখা গেল হাফশার্ট-পরিহিত মাল-কোঁচা-মারা অনুক্ষণ গুপ্ত দর্শকদের মধ্যে শরবৎ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। সর্বশেষে উৎসাহ প্রবেশ করিয়া পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটি উত্তোলন করিয়া দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

উৎসাহ। এখানে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রী যাঁরা আছেন, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী কাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় কলেজে আমাদের শক্তি-সমিতির যে সভা হবে, তাতে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীযুক্ত অনুক্ষণ গুপ্ত, আমাদেরই কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

নীচে নামিয়া আসিয়া একধারে বসিল। আবার ঘণ্টা বাজিল। ষ্টেজের আলোটা সহসা জরদা রংয়ের হইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটা সুর ফুটিয়া উঠিল। সুরবাহারে করুণ-গম্ভীর বাগেশ্রী রাগিণী বাজিতে লাগিল। রাগিণী শেষ হইলে আলোর রং পুনরায় পরিবর্তিত হইল এবং দুইপাশ হইতে দুইজন সূত্রধার প্রবেশ করিল। দুই জনই কমনীয় কান্তি যুবক। দুই জনেরই পরিচ্ছদ ভারতীয় এবং মনোরম। ছোট রঙ্গমঞ্চটির দুই পাশে দুই জন দণ্ডায়মান হইয়া আবৃত্তি সুরু করিল।

১ম সূত্রধার। স্বাগত সজ্জনবৃন্দ ; কাব্যকথার নকলে
যে কাহিনী বলব মোরা লাগিয়ে কিছু ছন্দ
অভিনব নয় তা' মোটে,—জানেন সেটা সকলে
কারণ জানি আপনারা নন বধির এবং অন্ধ।

২য় সূত্রধার। হয় তো একটু বেশীই জানেন,—সেই জন্যেই হয় তো
অতি-জানার ঘর্ষণেতে জ্ঞান হয়েছে নষ্ট
কিম্বা কেহ লাগিয়ে চোখে ভুল চশমা নয় তো
স্পষ্টটাকে সোজাসুজি দেখছেন অস্পষ্ট।

১ম সূত্রধার। সেই ভরসায় ভাবছি হয়তো ঠেকতে পারে নূতন ;
শুনতে শুনতে যদি কারও চাগায় অস্থৈর্য
অভিনয়ের শেষে যেন এসে মোদের গুঁতোন
সে পর্যন্ত দয়া করে' ধরে' থাকুন ধৈর্য।

২য় সূত্রধার। বলব আমরা নারীর কথা—জগদ্ধাত্রী নারীর
যাঁকে নিয়ে বস্তা বস্তা হচ্ছে লেখা পদ্য
যাঁহার মাথায় ঝরছে বারি নিত্যনূতন ঝারির
যাঁর পরশে ধন্য হল অন্ন এবং মদ্য।

১ম সূত্রধার। ইতিহাসের পাতায় পাতায়
সাবেক কালের জাবদা খাতায়
তাঁর যা ছবি দেখছি মোরা
নয় তা অনবদ্য।

সামনের পরদা সরিয়া যাইতেই দেখা গেল একটি বর্বর বন্যমানব মাথা পাতিয়া বসিয়া আছে ও একটি বন্যমানবী তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার মাথার উকুন বাছিতেছে। পরদা ঢাকিয়া গেল।

২য় সূত্রধার। সেকালেতে পান ছিল না খসত না চুণ
কিন্তু যদি বাছতে গিয়ে মাথার উকুন
টান পড়ত চুলে
শক্ত-পেশী পুরুষ-প্রবর থাকত না তা ভুলে।

পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল মাথার চুলে সামান্য টান পড়াতে ভ্রূকুটি করিয়া পুরুষটা মেয়েটার দিকে চাহিয়া আছে। মেয়েটাও দন্তভঙ্গী করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে। পুরুষ তাহাকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দিয়া লগুড় তুলিতেই মেয়েটা চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। পালিয়ে গিয়ে বাঁচত তারা বনান্তরে
অভিমানের ঠাঁই ছিল না মনান্তরে।

২য় সূত্রধার। পলাতকার নাগাল পেলেও ক্ষুব্ধ প্রেমিক
শাঁখ বাজিয়ে বরণ তাকে করত না ঠিক।

পরদা সরিলে দেখা গেল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত লতা জড়াইয়া জড়াইয়া বন্য পুরুষ বন্য নারীকে বাঁধিতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। এমনি করে' কাটল কত লক্ষ বরষ
বর্বরেরা ক্রমে ক্রমে গর্ব করার দ্রব্য হল;

২য় সূত্রধার। লাগল মনে ভাবের গুঁতো রঙের পরশ
প্রাচীন খোলস নব্য হ'ল।

১ম সূত্রধার। তীক্ষ্ণ নখ-দন্তাবলী পড়ল ঢাকা খাপের তলায়
অসংযত চিত্ত ম'ল সংযমেরি চাপের তলায়
অমিত হ'ল মিতান্বেষী মাল্য দিল মানের গলায়
সংক্ষেপে,—সে সভ্য হল।

২য় সূত্রধার। নারীর প্রতি তার আচরণ ভব্য হল।

১ম সূত্রধার। প্রহার তাকে করত না আর—

২য় সূত্রধার। চুলের মুঠি ধরত না আর—

১ম সূত্রধার। সভ্য জালে পড়ল ধরা এবার ইভা-নন্দিনী
মোহন নিগড় পরিয়ে তারে করলে মানুষ বন্দিনী।

পরদা সরিলে দেখা গেল একটি সভ্য যুবক একটি যুবতীর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছে। পাশে আরও দুই জন যুবক দাঁড়াইয়া আছে।

যুবতী। [লীলাভরে] আমার হাতে ফুলের গয়না পরাবে না?
[মৃণাল বাহু তুলিয়া ধরিল]

২য় যুবক। [শশব্যস্ত] নিশ্চয়। হাতেও পরাব, পায়েও পরাব।
[হাতে ও পায়ে ফুলের হার পরাইয়া দিল]

যুবতী। মাথায়? [ব্যঙ্গভরে ঘাড় হেঁট করিল]

৩য় যুবক। এই যে—
[ফুল দিয়া কবরী সাজাইয়া দিল]

পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। তার পরেতে মানুষ যখন করল দখল পাহাড় নদী সাগর মরু
পুষল ঘোড়া, পুষল কুকুর, পুষল গরু

২য় সূত্রধার। ফাল চালিয়ে মাটির বুকে
আবাদ করে' মনের সুখে
তুলল গড়ে' নূতন জগৎ
কাটিয়ে পাথর, ফলিয়ে তরু।

১ম সূত্রধার। বন্যনরের জীবনখাতে সৌভাগ্যের বন্যা এল

২য় সূত্রধার। প্রচুর ধন ও ধান্য এল, পুত্র এল কন্যা এল।

পরদা সরিলে দেখা গেল নারীকে ঘিরিয়া অনেক পুত্র কন্যা এবং তাহাদের পিছনে একাধিক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। কৃষি সভ্যতার প্রতীক দুইটি কলাগাছও দুই দিকে রহিয়াছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। জয়যাত্রার দুন্দুভি তার সারাটা জীবন বাজল যদিও সগৌরবে
মৃত্যুঞ্জয়ী হ'ল না সে তবু,—বুঝল একদা মরতে হবে।

২য় সূত্রধার। ফেলে যেতে হবে পশ্চাতে সব
এত সম্পদ এত বৈভব
আসবে নূতন,—পুরাতনকে যে সরতে হবে।

পরদা সরিলে দেখা গেল মৃত্যুশয্যায় এক বৃদ্ধ পুরুষ শায়িত। তাহার আশেপাশে কয়েকজন প্রৌঢ় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে অধোমুখে বসিয়া আছে একটি নারী।

বৃদ্ধ পুরুষ। আমি চললাম, আমার সময় হয়ে এসেছে। আমার ছেলেরা রইল। তারাই ভোগ করবে সব। আমার ছেলেরা—

১ম প্রৌঢ়। তোমার ছেলেরা! কোনটা তোমার ছেলে তা কি তুমি বলতে পার না কি?

বৃদ্ধ পুরুষ। আমি না পারলেও, ও পারে
[নারীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিল]

২য় প্রৌঢ়। কেউ পারে না।

বৃদ্ধ পুরুষ। [উচ্চতর কণ্ঠে] ও পারে, ও নিশ্চয় পারে, ওকে জিগ্যেস কর। ও জানে, ও সব জানে—

৩য় প্রৌঢ়। [অধোমুখী নারীকে] তুমি জান না কি ?

[নারী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে জানে না]

বৃদ্ধ পুরুষ। জান না ! তুমিও জান না, তুমিও জান না, তুমিও জান না ! ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ—

[উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার পর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল]

পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। পুরুষ নিজের শক্তি দিয়ে করল যাহা অর্জন
মৃত্যু এলে এক নিমিষে করতে হল বর্জন,

২য় সূত্রধার। ভোগ করল হয় তো তাহা অনাত্মীয় পরজন
চলবে না এ, চলবে না এ, উঠল মহা গর্জন।

১ম সূত্রধার। নূতন নিয়ম তাই হল জারি ফের
এবং ক্রমশ তাহা হইল মধুর
একপতি হতে হবে সব নারীদের
সমাজে সৃষ্টি হল বর ও বধূর।

২য় সূত্রধার। নারীর চরণ ঘেরি' নূতন শিকল
পুরুষ পরালো যবে, জানি না তখন
হয়েছিল কি না তার চিত্ত বিকল
আর্তনাদেতে তার গিরি নদী বন
কেঁপে উঠেছিল কি না,—জানি না সে কথা
ইতিবৃত্ত সে বিষয়ে এখনও নির্বাক
নিঃসংশয়ে সকলেই জেনেছি যে কথা
তারি প্রতিধ্বনি তোলে ঘরে ঘরে শাঁখ।

সহসা শঙ্খধ্বনি হইল এবং পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল বধূ-বরণ হইতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। এই নিয়মই সব সমাজে চলছে আজও অবাধ গতি
এরই ফলে জন্ম নিল সীতা সতী অরুন্ধতী।

২য় সূত্রধার। স্বামীর ঘরে সাধ্বী বালা জ্বাললো আলো দুখের রাতে
সাবিত্রীরা করল লড়াই মহিষ-বাহন যমের সাথে।

১ম সূত্রধার। ভদ্র স্বামী আত্মহারা পত্নী-প্রেমে

২য় সূত্রধার। পত্নীটিকে বানিয়ে বিবি একলা খেটে উঠল ঘেমে

১ম সূত্রধার। বাঁধল গৃহ আনল রুটি খেটে কিম্বা ঋণ করি তা'
পত্নী হলেন লক্ষ্মী গৃহের, পক্ষী যেন পিঞ্জরিতা।

পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল নারী মশলা বাটিতেছে। পরদা আবার রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। বন্দিনী মানবীর কর্ণে
সমাজ শোনাল কত মন্ত্র
সোহাগে অলঙ্কার স্বর্ণে
রচিল কত না কাম তন্ত্র।

২য় সূত্রধার। টোপ-গেলা কাৎলী ও রোহিতা
কেমনে হইল সম্মোহিতা
বিশদ করিয়া সব কহি তা'
নাহি তত বড় বাগ যন্ত্র।

১ম সূত্রধার। সংক্ষেপে,—ছিল যারা সবলা
ক্রমশ হইয়া গেল অবলা
চামড়া হইল ডুগি তবলা
বেহালার তাঁত হ'ল অস্ত্র।

পরদা সরিলে দেখা গেল একটি তন্বী রূপসী নারী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কানে দুল পরিতেছে। তাহার পরিধানে বহুমূল্য সুদৃশ্য বসনভূষণ। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। কত না কাব্য কত না স্বপ্ন কত না ছন্দ কোমল করুণ
কত কুসুমের কত না গন্ধ ঊষা সন্ধ্যার কত না অরুণ

২য় সূত্রধার। কত জ্যোৎস্নার নিবিড় সোহাগে
সুরে উচ্ছ্বাসে সঙ্গীতে রাগে
কত না স্বর্গ রচিল ধরায়
নারীরে ঘিরিয়া কত না তরুণ।

পরদা সরিলে দেখা গেল সুসজ্জিতা একটি তরুণী বসিয়া আছে। একটি যুবক তাহার পায়ের কাছে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁশীতে সুর তুলিয়াছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। হায় শেষে ভেঙে গেল এ স্বপন ভঙ্গুর
দুর্দশা সুরু হ'ল দুর্বলা পঙ্গুর।

২য় সূত্রধার। বিলাসের লালসায় সমাজের বন্ধন
কণ্ঠ ধরিল চেপে ; সুরু হ'ল ক্রন্দন।

১ম সূত্রধার। কোমল পেলব তনু অতি অক্ষম-কায়
পর-নির্ভর-শীলা পরগাছা সম হায়
রমণীরা ছেয়ে দিল সমাজের দরবার
ভরে গেল অঙ্গন ছেয়ে গেল ঘর বা'র।

২য় সূত্রধার। পরগাছা-বিতাড়ন শুরু হ'ল শেষটায়
বিশেষত আমাদের এই পোড়া দেশটায়।

পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল চুলের ঝুঁটি ধরিয়া স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। তাহার পরেতে যে সব ঘটনা পরম্পরা
ঘটিতে লাগিল দিনের আলোকে অকুণ্ঠিত
ঠিক ঠিক মতো যায় না তাহার হিসাব করা
গোনা যায় না যে, কারণ তাহারা অগুনতি তো।

২য় সূত্রধার। মোহের গরবে মোহিনী রূপসী ভুলিয়াছিল
শক্তিহীনার টেকে না কখনও অহঙ্কার
তাই যে কণ্ঠে কুসুম-মালিকা দুলিয়াছিল
পরিতে হইল তাহাতে নূতন অলঙ্কার।

পরদা সরিলে দেখা গেল একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। বক্ষে বেদনা চক্ষে অশ্রু ঘরে ও বাহিরে শঙ্কা
অপমান অশ্রদ্ধা
তবু সমাজেতে বাড়িয়া চলিল সস্তা মেয়ের সংখ্যা,
কিন্তু তারা অবধ্যা।

২য় সূত্রধার। হিড় হিড় করে' টানিয়া তা'দের গরু বাছুরের মতো
বাজারে আনিয়া বেচে দিল তাই সহস্র শত শত

১ম সূত্রধার। মাথায় যাদের তুলেছিল হায় করি সমারোহ কত
শেষকালে দিল রদ্দা।

পরদা সরিলে দেখা গেল কোমরে দড়ি দিয়া পর্তুগীজ বণিক কয়েকটি মেয়েকে কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

২য় সূত্রধার। ছিল বিবাহিতা যে সব রমণী তাদের তরে
নানা পণ্ডিত বিধান ঘোষিল সমস্বরে
নানা সংহিতা রচিত হইল দেবাক্ষরে
বাঁধিতে তাদের বিধান-পাকে

১ম সূত্রধার। "স্বামী মরে' গেলে বিধবারা হবে যে জঞ্জাল
আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে' দাও সে কঙ্কাল"
—আইন হাঁকে

২য় সূত্রধার। যে সহমরণ ছিল এককালে স্বেচ্ছামরণ
সমাজ তাহার 'স্বেচ্ছা'-টুকুরে করিল হরণ
বক্ষে চাপিয়া মৃত ভর্তার রাতুল চরণ
চিতায় উঠিতে হইল তাকে।

পরদা সরিলে দেখা গেল চিতা সাজানো হইয়াছে ও একটি রমণীকে হাত পা বাঁধিয়া তাহাতে উঠানো হইতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। জমে' উঠেছিল খেলা নারীর ভাগ্য নিয়ে
সমাজের রাঙা সতরঞ্চে,
খেলোয়াড় নারী-ঘাতী ধর্ম
কিন্তু থামতে হল, চলল না বেশীদিন,
ইংরেজ দেখা দিল মঞ্চে,
রামমোহনের হল জন্ম।

২য় সূত্রধার। সতীদাহ উঠে গেল, বিদ্যাসাগর এল
বিবাহের অধিকার বিধবারা ফিরে পেল
স্কুল আর কলেজেতে উঠিল তাহারা মেতে
পেয়ে নব শিক্ষার বর্ম।

১ম সূত্রধার। পায়াতে চড়িল জুতা মাথায় মোহন ছাতা
চশমা নয়নযুগে বগলেতে বই খাতা
ওষ্ঠে মাখিল রং অঙ্গে জাগিল ঢং
পাউডারে ঢেকে দিল চর্ম।

পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল জনৈকা হাল ফ্যাশন দুরস্ত আধুনিকা শোভন ঠামে সবুজ 'প্যারাসল' মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

২য় সূত্রধার। কিন্তু তবুও হায় হায় রে
ক্রন্দন আজও শোনা যায় রে

১ম সূত্রধার। শৃঙ্খল-নিক্কণ আজও করে ঝন্‌ঝন্‌
শিক্ষিতা রমণীরও পায় রে।

২য় সূত্রধার। আজিও তাহার পরগাছা-মন
ফিরিছে ভিক্ষা মাগি
যাচাইয়া নিজ রূপ-যৌবন
পর আশ্রয় লাগি

১ম সূত্রধার। পরাইছে মালা টাকার থলির গলায়
টাকার লাগিয়া নামে নরকের তলায়
হাসিতে গানেতে রঙ্গে বলায় ছলায়
আছে বিনিদ্র জাগি,

২য় সূত্রধার। কোন ধনী আসি প্রিয় সম্ভাষি'
হবে তার অনুরাগী।

১ম সূত্রধার। সুতরাং—
মুখে রং মেখে গায়ে শাড়ি ঢেকে
সোনা রূপো সাজে ঝুটো রাং।

২য় সূত্রধার। কিন্তু যাহারা খরিদ্দার
নিবাস তাদের যেখানেই হোক
ফরিদপুর বা হরিদ্বার
বাজিয়ে তাহারা দেখবে মাল
চোখটা কেমন চুলটা কেমন
রংটা কালচে কিম্বা লাল।

পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল একদল পরীক্ষক পুরুষের সামনে একটি মেয়ে বসিয়া আছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। শোকাবহ সত্য কথা এই
নারীদের আজও মুক্তি নেই।

২য় সূত্রধার। শোকাবহ সত্য কথা এই
নারী বাঁধা শত বন্ধনেই।

১ম সূত্রধার। শোকাবহ সত্য কথা, যারে মোরা ভাবি আনন্দিতা
লক্ষ্মী-বাণী-শক্তি-রূপা শিল্পি-কবি-প্রেমিক-বন্দিতা,

২য় সূত্রধার। জননী প্রেয়সী ভগ্নী দুহিতার মুখচ্ছবি পরে
যে নারীর সুখ-স্বপ্ন মূর্ত দেখি থরে থরে থরে,

১ম সূত্রধার। যার তরে প্রাণ দেয় লক্ষ কোটি মানব-সন্তান
যারে ঘিরি কল্প-লোকে কবিতার মিলিল সন্ধান,

২য় সূত্রধার। স্তন-পান করি' যার ঘরে ঘরে আজও বাঁচে শিশু
যার কোলে জন্ম নেয় রামকৃষ্ণ সিদ্ধার্থ যিশু

১ম সূত্রধার। রবি-গান্ধি-জগদীশ-শিবাজী-শঙ্কর
সে নারীর সত্য মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর।

দুম করিয়া একটা শব্দ হইতেই ষ্টেজের আলো নিভিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটু আলো ফুটিয়া উঠিল। সেই স্বল্পালোকে দেখা গেল একটি কালো পটভূমিকায় এক বন্দিনী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই হাত, দুই পা বাঁধা, মুখও বাঁধা। অনেকটা Crucified Christএর মতো দেখিতে। পরদা আবার রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল। একটা করুণ বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাও থামিয়া গেল।

১ম সূত্রধার। বন্দিনী নারীর বুকে জমেছিল যেই গ্লানিভার
ধীরে ভাষা পায় সে বেদনা
তারই পুত্র কন্যাবুকে কলঙ্কিত এই কালিমার
জেগেছে চেতনা।

২য় সূত্রধার। বলে তারা জাগো মাগো, জাগো প্রিয়া, জাগ গো ভগিনি
হও সচেতন
তব লুপ্ত মহিমার ধ্বংস-স্তূপ 'পরে উড়াইয়া বিজয় কেতন।

১ম সূত্রধার। সচকিয়া নীলাকাশ উচ্ছ্বসিয়া উঠুক তব
মহিমার প্রদীপ্ত কাহিনী,
জগদ্ধাত্রি, হে সিংহবাহিনি,

দুর্গম শিখর হতে এস নেমে পুণ্যধারা দুর্নিবার-গতি
ধূর্জটির পার্শ্বে আসি মূর্তিমতী হওগো পার্বতী
সান্ত্বনা দায়িনি।

১ম সূত্রধার। এই আবাহনী গান নানাকণ্ঠে নানাসুরে জাগে ঘরে ঘরে
কবিতার ছন্দোবন্ধে, শিল্পির তুলিকামুখে, সিংহনাদে,
গুঞ্জনে, মর্মরে।

২য় সূত্রধার। বলে জাগো জাগো
জাগো তুমি মা গো।

১ম সূত্রধার। ধীরে ধীরে জাগে সাড়া বন্দিনীর অসাড় বক্ষেতে
ধীরে ধীরে আলো জ্বলে অশ্রুভরা বিষণ্ণ চক্ষেতে,

২য় সূত্রধার। ধীরে জাগে আশা
শোনে যেন মুক্তির ভাষা।

পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল বন্দিনী নারীর পায়ের দুই পাশে করজোড়ে নতজানু হইয়া একদিকে ছেলের সারি ও অন্যদিকে মেয়ের সারি বসিয়া আছে। বন্দিনী নারীর মুখভাবে আর হতাশার ছায়া নাই। চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পরদা আবার রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।

১ম সূত্রধার। আপন কল্যাণ বাণী মূর্ত যেন হয় ধীরে ধীরে

২য় সূত্রধার। বাজে যেন ছন্দের মঞ্জীরে।

পরদা সরিলে দেখা গেল একটি সুন্দরী বালিকা বন্দিনীর মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে শোভন নৃত্য সহকারে সে একটি গান ধরিল। গান শুনিতে শুনিতে বন্দিনী ক্রমশ যেন অধীর হইয়া উঠিল। অধর স্ফুরিত হইল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরিল। হাতের বাঁধন পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল সে।

গান

হে সত্য জাগ্রত হও
সুন্দর জাগ্রত হও
মঙ্গল জাগ্রত হও
কমলের মতো দল মেলিয়া
মিথ্যা বাঁধন দূরে ফেলিয়া
বিলাস লালসা অবহেলিয়া
আপন মহিমা লোকে
উজ্জ্বল রও,
হে সত্য জাগ্রত হও।

অনলের মতো ওঠ জ্বলিয়া
মরণ তুষার যাক গলিয়া
দশদিশি দাও উজ্জ্বলিয়া
হে জগ-জননী তুমি
তুচ্ছ তো নও
সুন্দর জাগ্রত হও।

আপন আসনে বস আসিয়া
সকল তিমির দাও নাশিয়া
তপনের মতো উদ্ভাসিয়া
নীল আকাশের কথা
নির্ভয়ে কও
মঙ্গল জাগ্রত হও।

গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দিনী সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া ফেলিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পড়িয়া গেল। সূত্রধারগণও অভিবাদনান্তে চলিয়া গেল। করতালি থামিয়া যাইবার পর উজ্জ্বলা মঞ্চের উপর উঠিল।

উজ্জ্বলা। আমাদের 'বন্ধন মোচন' নাটক এইখানেই শেষ হয়ে গেল। যাঁরা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং

যাঁরা এই নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্যে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই-খানেই আর একটি কথা সকলকে জানিয়ে দিতে চাই—নারীদের সাহায্য করবার জন্যে আমরা যে সমিতি স্থাপন করছি তারও নাম হবে 'বন্ধন মোচন' সমিতি। তার কাজ হবে নারীদের সর্ববিধ অপমানজনক বন্ধন-মোচনে সহায়তা করা। এখানকার বর্তমান কমিশনার সাহেবের পত্নী আমাদের সমিতির অভিভাবিকা হবেন বলে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগনলাল টিকাওয়ালার সর্ববিধ সাহায্য পাব বলেও আমরা আশা করি। আপনা-দের মধ্যেও কেউ যদি এই সৎকার্যে সাহায্য করেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তা গৃহীত হবে।

উজ্জ্বলা মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিল। দেখা গেল রাজীবলোচন উঠিয়াছেন এবং হেঁট হইয়া কমিশনার-পত্নীর সহিত নিম্নকণ্ঠে কি আলোচনা করিতেছেন। আলোচনান্তে তিনিও মঞ্চের উপর উঠিলেন।

রাজীব। সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমোহদয়গণ, মহামান্য কমিশনার সাহেবের পত্নীর আদেশে আমি আপনাদের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়েছি, একটি কথা বলবার জন্য। উজ্জ্বলা দেবীর অনুরোধে কাল তিনি 'বন্ধন মোচন' সমিতির অভিভাবিকা হতে রাজী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তখন তিনি জানতেন না যে এই 'বন্ধন মোচন' সমিতিই কয়েকদিন আগে 'নারী সম্মান-রক্ষা-সমিতি' নামে পরিচিত ছিল এবং এই 'নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি কয়েকদিন পূর্বে সাধারণের শান্তি-ভঙ্গের অপরাধে মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্তৃক বে-আইনী সঙ্ঘ বলে' বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং তিনি আর 'বন্ধন মোচন' সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে ইচ্ছুক নন—এই কথা আপনাদের জানিয়ে দিতে বললেন।

রাজীবলোচন মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে জগনলাল টিকাওয়ালা মঞ্চে উঠিলেন।

জগনলাল। উজ্জ্বলা দেবী আমাকে তাঁর সমিতিতে সাহায্য করার জন্যে আহ্বান করেছেন। তিনি যে আমার মতো একজন নগণ্য লোককে বন্ধু বলে' মনে করেন এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারী-সম্মান-রক্ষা সমিতির সঙ্গে আমি যুক্তও ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি উক্ত সমিতিকে কেন্দ্র করে' শান্তিভঙ্গের সূচনা হয়েছে। সেই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জনসাধারণের হিতার্থে ওটাকে বন্ধ করে' দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমার মনে হয় 'বন্ধন-মোচন' সমিতিও হয় তো এখন ঠিক শান্তি বজায় রেখে কাজ করতে পারবেন না। আবহাওয়া অনুকূল নয়। সেই জন্য আমি আর নিজেকে উক্ত সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে রাখার কোনও সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। উজ্জ্বলা দেবী যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তবে আমাদের দেশের নারীদের উন্নতি হোক আমি সর্বান্তঃকরণে এটা চাই। সেইজন্য আপাতত আমি ঠিক করেছি যে মহামান্য কমিশনার সাহেবের সহধর্মিনী যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে তাঁর নামে আমি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে একশ' এক (১০১৲) টাকার একটি পুরস্কার দেব প্রতি বৎসর। হেড মিস্ট্রেস যে বালিকাকে ভারতীয় আদর্শে সকলের চেয়ে অধিক প্রগতিশীলা বলে' বিবেচনা করবেন সেই বালিকা উক্ত পুরস্কার প্রতি বৎসর পাবে।

তুমুল করতালির মধ্যে জগনলাল মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন। ইহার পর উঠিলেন সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ। নমস্কার। আমিও এই সুযোগে আপনাদের দুটো কথা বলতে চাই। আমি সামান্য লোক, ব্যবসা আমার উপজীবিকা। আমার ব্যবসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নারীরা এবং যাঁরা নারীদের ভালবাসেন তাঁরা। নারীরা আমাদের সমাজে যে বহুভাবে লাঞ্ছিত একথা তো সর্বজনবিদিত। আজকের অভিনয়েও সে কথা অতি চমৎকার ভাবে

দেখানো হয়েছে। আজকের নাটকে আর একটা কথাও অতি যথার্থভাবে ব্যক্ত হয়েছে—সেটা হচ্ছে যে নারীরা যতক্ষণ নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন না হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁদের বন্ধন ঘুচবে না। নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবার আগে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। তাঁদের নৈতিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করবার ভার নিয়েছেন শ্রীমতী উজ্জ্বলা। আমি তাঁদের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে চাই। ভগবান তাঁদের যে রূপ দিয়েছেন, মাতৃত্ব অর্জনের যে যোগ্যতা ও দায়িত্ব দিয়েছেন, পুরুষদের ওপর আধিপত্য করবার যে মোহিনী শক্তি দিয়েছেন সেই সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করার ব্রত নিয়েছি আমি। কাল সন্ধ্যা ছ'য়টায় আমার প্রদর্শনী খুলবে। সেখানে আমি সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বিশেষ করে' মায়েরা যেন অনুগ্রহ করে' সেখানে পায়ের ধুলো দেন। সেখানে আমি তাঁদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছি। প্রদর্শনীর সমস্ত বিবরণ আপনারা হ্যাণ্ডবিলে দেখতে পাবেন—হ্যাণ্ডবিল এখনই বিলি হবে। চারিদিকে পোস্টারও দেওয়া হয়েছে। আর একটি কথা বলে' আমি আমার বক্তব্য সমাপন করব। শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবী এই মাত্র যে 'বন্ধন-মোচন' সমিতির উদ্বোধন করলেন, সে সমিতির উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মাননীয়া কমিশনার পত্নী এবং মাননীয় জগনলাল টিকাওয়ালা সে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক হয়েও শেষ পর্যন্ত তা রাখতে পারলেন না। তাঁদের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির আমি দোষ দিই না। আমার তরফ থেকে আমি এইটুকুই শুধু উজ্জ্বলা দেবীকে বলতে পারি যে, যদিও আমি সামান্য মানুষ, তবু তাঁকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য আমি করব। বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে' তিনি যদি নিজের সমিতিকে খাড়া রাখতে পারেন অর্থের জন্যে তাঁকে ভাবতে হবে না। তাঁকে অন্য প্রকার সাহায্যও আমি

করতে পারি হয়তো, কারণ যদিও আমি সামান্য মানুষ, তবু ব্যবসায় সূত্রে অনেক বড়লোকের সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হয়, অনেকে আমাকে স্নেহও করেন। এই সৎকার্যে ভারতের শাসন পরিষদের কয়েকজনের সহকারিতা পাব বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কোন কথা দিতে পারছি না, যদিও এ বিষয়ে চেষ্টা আমি করব।

শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবীকে আগামী কাল আমার প্রদর্শনীতে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—তাঁর 'বন্ধন-মোচন' সমিতির আর্থিক প্রসঙ্গ সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করব। নমস্কার।

সিদ্ধার্থ নন্দী মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন।

চতুর্থ বিবৃতি

সিদ্ধার্থ নন্দীর প্রদর্শনী যতদূর সম্ভব মনোরম করিয়া সাজানো হইয়াছে। প্রদর্শনীর প্রবেশপথ বাঁ ধারে কোনের দিকে, সম্মুখ দিকজাল দিয়া আবৃত। জালের ভিতর দিয়া প্রদর্শনীর অভ্যন্তর-ভাগ দেখা যাইতেছে। বিবিধ সুদৃশ্য শো-কেসে বিলাস-প্রসাধনের নানাবিধ উপকরণ সুরুচিসঙ্গতভাবে সজ্জিত। বিবিধ ভঙ্গীতে প্রসাধনরতা বহু তরুণীর বড় বড় ছবি নানাস্থানে টাঙানো আছে। বহু বর্ণের ইলেকট্রিক্ বাল্‌ব জ্বলিতেছে। নেপথ্য হইতে চটুল সুরে একটা অর্কেস্ট্রা বাজিতেছে। পিছন দিকে একধারে একটি বড় টেবিলের চারিদিকে চেয়ার সাজানো। সেখানে চা কফি প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কয়েকজন তরুণী সেখানে বসিয়া হাস্যপরিহাস সহকারে চা পান করিতেছেন। ইতস্তত ভ্রাম্যমান কয়েকটি 'লিভেরিড্' খানসামা দেখিয়া মনে হয় কোনও অভিজাত হোটেল 'খানা-পিনা'র ভার লইয়াছে। প্রতি শো-কেসের সামনেও তরুণ-তরুণীর ভীড়। সিদ্ধার্থ নন্দী নিখুঁত ভদ্রতার সহিত সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রত্যেককে একটা না একটা কিছু উপহার দিতেছেন, হয় তেল, না হয় আলতা, না হয় আর কিছু। কিছুক্ষণ বাজিয়া অর্কেস্ট্রা থামিয়া গেল। সিদ্ধার্থ নন্দী প্রদর্শনীর প্রবেশ পথের দিকে আগাইয়া আসিলেন। প্রদর্শনীর সম্মুখ দিয়া যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর নামিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। পথ দিয়া পথিক চলিতেছে, কেহ থামিতেছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে। কয়েকজন তরুণী প্রবেশ-পথের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সিদ্ধার্থ নন্দী স-সম্ভ্রমে আগাইয়া গেলেন।

সিদ্ধার্থ। আসুন, আসুন, নমস্কার।

তরুণীরা প্রদর্শনীর ভিতর প্রবেশ করিল। সিদ্ধার্থ নন্দী ইঁহাদের অনুগমন করিতেছিলেন কিন্তু ভিতর দিক হইতে দুইটি তরুণী আসাতে থামিয়া গেলেন।

১ম তরুণী। একটা কথা জিগোস করব, যদি কিছু মনে না করেন।

সিদ্ধার্থ। কি বলুন।

১ম তরুণী। আপনি মাথার যে তেলটা বার করেছেন, তার গন্ধ এত উগ্র কেন?

সিদ্ধার্থ। অনেকে উগ্র গন্ধ পছন্দ করেন যে। আমার আর একটা তেল আছে 'চিকুর-নন্দিনী' সেটা আপনার পছন্দ হবে হয় তো। আপনাকে এক শিশি দিচ্ছি মেখে দেখবেন।

২য় তরুণী। আচ্ছা, মুখের ব্রণ সারে এরকম কিছু কি আছে আপনার?

সিদ্ধার্থ। আছে বই কি—ওই যে ওদিককার শো-কেসটায় রয়েছে অব্রণা। দু'দিন লাগালেই সেরে যাবে। নিয়ে যান দু'কৌটো ব্যবহার করে' দেখবেন। আপনারা চলে যাচ্ছেন না কি?

১ম তরুণী। হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। চা খেলেন না?

২য় তরুণী। খেয়েছি বই কি, চা খেয়েছি, কেকও খেয়েছি, চমৎকার কেক!

সিদ্ধার্থ। আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়ান তাহলে, আমি এনে দিচ্ছি জিনিস দুটো।

প্রদর্শনীর ভিতর ঢুকিয়া গেলেন।

১ম তরুণী। চমৎকার ভদ্রলোক!

২য় তরুণী। সত্যিই চমৎকার।

১ম তরুণী। থেকে যেতে ইচ্ছে করছে, কাল বন্ধনমোচন নাটকে যে মেয়েটি নেচেছিল সে এখানেও নাচবে না কি?

২য় তরুণী। হ্যাণ্ডবিলে তাই তো লেখা আছে। আমারও থাকতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু শক্তি সমিতির মীটিংয়ে একেবারে না যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে? উৎসাহ-দা ভয়ানক রাগ করবেন শুনলে।

১ম তরুণী। মীটিং আরম্ভ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

হাতঘড়ি দেখিল।

২য় তরুণী। তবু পেছন দিকে গিয়ে বসা যেতে পারে এখনও।

সিদ্ধার্থ নন্দী এক শিশি 'চিকুর-নন্দিনী' ও দুই কৌটা 'অব্রণা' লইয়া প্রবেশ করিলেন।

সিদ্ধার্থ। এই নিন। ব্যবহার করে' কেমন লাগল আমাকে জানাবেন কিন্তু। যদি দরকার হয় আরও স্যাম্পল্ আমি দেব।

১ম তরুণী }
২য় তরুণী } আচ্ছা, ধন্যবাদ। নমস্কার। চলি তাহলে আমরা।

সিদ্ধার্থ। বীথিকা সান্যালের নাচটা আরম্ভ হবে এখুনি, সেটা দেখে গেলেই পারতেন।

১ম তরুণী একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

২য় তরুণী। না, আমাদের একটু কাজ আছে, যেতেই হবে, নমস্কার।

তরুণীদ্বয় চলিয়া গেল। ভিতর হইতে আরও দুইজন তরুণী প্রবেশ পথে দেখা দিল। একজনের হাতে একটি তেলের শিশি, আর একজনের হাতে একটি কৌটা।

১ম তরুণী। [সিদ্ধার্থকে] আমাকে তেল একশিশি দিলেন সেজন্য অবশ্য ধন্যবাদ [হাসিয়া] কিন্তু তেলের আমার দরকার ছিল না তত, ফুরিয়েছে বরং পাউডারটা।

সিদ্ধার্থ। বেশ তো পাউডারও নিয়ে যান। না, না, তেলের শিশিটাও থাক না।

২য় তরুণী। [হাসিয়া] আমাদের বাড়িতে কারও ব্রণ নেই। অব্রণা নিয়ে কি করব বলুন ?

সিদ্ধার্থ। আপনাকে কি দেব তাহলে ?

২য় তরুণী। আমার কিছু দরকার নেই, ধন্যবাদ।

সিদ্ধার্থ। না, না, তা কি হয়। আপনার তো দরকার নেই জানিই, দরকারটা আমার। আপনাদের দিয়েই আমি কৃতার্থ।

২য় তরুণী। [হাসিয়া] ছাড়বেন না যখন তখন দিন এককৌটো মাজন। এটা দরকার নেই।

সিদ্ধার্থ। থাক না ওটা, আর কাউকে দিয়ে দেবেন। আসুন।

তরুণীদ্বয়কে লইয়া সিদ্ধার্থ ভিতরে চলিয়া গেলেন। অর্কেষ্ট্রায় আর একটা চটুল গৎ শুরু হইল। অর্কেষ্ট্রা মিনিট কয়েক বাজিবে। ততক্ষণ দেখা যাইবে মেয়েদের দল আসিতেছে ও বাহির হইয়া যাইতেছে। সিদ্ধার্থ নন্দী নানাভাবে তাহাদের আপ্যায়িত করিতেছেন। আর্কেষ্ট্রা থামিয়া গেলে উৎপলা ও শিবু আসিল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া সিদ্ধার্থ নন্দী আগাইয়া আসিলেন।

সিদ্ধার্থ। ও, তোমরা এসেছ ! উজ্জ্বলা কোথায় ?

শিবু। উজ্জ্বলা-দি উৎসাহের মীটিংয়ে গেছেন।

সিদ্ধার্থ। তোমরা যাও নি ?

উৎপলা। [হাসিয়া] গিয়েছিলাম, কিন্তু লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সিদ্ধার্থ। তোমার দাদু এলেন না?

উৎপলা। তিনিও উৎসাহর মীটিংয়ে বসে আছেন। সামনের সীটে গিয়ে বসেছেন একেবারে। হাঁ করে' গিলছেন বক্তৃতাগুলো। উৎসাহকে বড্ড ভালবাসেন যে উনি।

শিবু। মীটিং শেষ হলেই আসবেন সবাই বোধ হয়।

সিদ্ধার্থ। আচ্ছা, এস তোমরা ভেতরে।

উৎপলা। বীথিকার নাচ হয়ে গেছে?

সিদ্ধার্থ। না, এইবার হবে। এস।

সকলকে লইয়া ভিতরে গেলেন। সিদ্ধার্থ নন্দীর জনৈক কর্ম্মচারী চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া সরাইয়া নাচের আসর ঠিক করিতে লাগিল। সব ঠিক হইয়া গেলে সিদ্ধার্থ নন্দীর ইঙ্গিতে সে সকলকে সম্বোধন করিয়া নাচের কথা ঘোষণা করিল।

কর্ম্মচারী। শ্রীমতী বীথিকা সান্যাল এবার নৃত্যসহকারে একটি গান করবেন। আপনারা সকলে অনুগ্রহ করে' আসন গ্রহণ করুন।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে নর্ত্তকীবেশে সজ্জিতা শ্রীমতী বীথিকা আসিয়া নৃত্য-গীত সুরু করিল।

গান

চল্ এগিয়ে চল্
ওরে ভয় কিরে তোর বল্।
সাহস করে' চল্ না ধীরে
বাজিয়ে পায়ের নূপুরটিরে
আলতা রাঙা চরণ ঘিরে
মাতবে ধূলোর দল
ওরে ভয় কিরে তোর বল্।
তোর হাসির সুরে বাজবে বাঁশী
থামবে অসম্বৃত
জাগবে কবি আঁকবে ছবি
বাঁচবে জীবন্মৃত,

তৃষিতকে জুড়িয়ে দিবি
বিঘ্ন বাধা পুড়িয়ে দিবি
দখিন বায়ে উড়িয়ে দিবি
চঞ্চল অঞ্চল
ওরে ভয় কিরে তোর বল্।

নাচগান যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন পাশের কলেজ-কম্পাউণ্ড হইতে লাউড-স্পীকারে উৎসাহের পরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

[লাউড স্পীকার] আমাদের শক্তি-সমিতির অধিবেশন শেষ হল। আজ এই অধিবেশনে যে শপথ আমরা গ্রহণ করলাম, তা আর একবার সকলকে শুনিয়ে দিচ্ছি। সেটি এই। "আজ আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করছি যে, কোনও কারণেই আমরা মনুষ্যত্বহীন হব না। হাত পাতব না ধনীর দুয়ারে, সহ্য করব না দাম্ভিকের অকারণ দম্ভ, প্রশ্রয় দেব না নীচতাকে, দগ্ধ হব না বিদ্বেষে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের শক্তিতে মানুষের মতো বাঁচব আমরা। আত্মশক্তিই হবে আমাদের একমাত্র মূলধন, বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পথই আমাদের একমাত্র পথ। বুদ্ধ, চৈতন্য, রবীন্দ্র, গান্ধির উত্তরাধিকারী আমরা, শুভ্র মানবতাই হবে আমাদের আদর্শ। যে কোনও সৎকর্মই হবে আমাদের ধর্ম, যে কোনও সৎচিন্তাই হবে আমাদের বিলাস, সুস্থ সুন্দর আনন্দময় জীবনের উদ্বোধন করব আমরা। যে কুৎসিৎ লোভ পঙ্গু করেছে আমাদের জাতিকে, যে বিলাস-লালসা ভগ্ন করেছে আমাদের মেরুদণ্ড, যে পরশ্রীকাতরতা কলঙ্কিত করেছে আমাদের স্বপ্ন, তা সযত্নে পরিহার করব আমরা, সবলে উৎপাটন করব সমাজদেহ থেকে। শক্তি হবে আমাদের মন্ত্র, সংযম হবে আমদের সাধনা, সত্য হবে আমাদের আশ্রয়, আনন্দ হবে আমাদের লক্ষ্য"।

লাউড-স্পীকার ক্ষণকালের জন্য থামিয়া আবার বলিতে শুরু করিল।

এই আমাদের শপথ। বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করবার দায়িত্ব

আমাদেরই, সে কথা আমরা যেন বিস্মিত না হই। এখনই আমাদের শোভাযাত্রা রাজপথে বেরুবে গান গাইতে গাইতে। আমাদের সকলকে অনুরোধ করছি যোগদান করুন তাতে, উৎসাহিত করুন আদর্শ-তীর্থের পথিকবৃন্দকে—

লাউড-স্পীকার থামিয়া গেল। সকলে বজ্রাহতবৎ চুপ করিয়া রহিল। প্রদর্শনীর আলোটাও হঠাৎ যেন কমিয়া গেল। সেই স্বল্পালোকে উজ্জ্বলা প্রদর্শনীর দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বলাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ নন্দী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন।

সিদ্ধার্থ। তুমি এসেছ? ভালই হয়েছে। তোমার 'বন্ধন-মোচন' সমিতির চেকটা আমি লিখেই রেখেছি। আপাতত হাজার দশেক হলে হবে না? তারপর যদি দরকার হয়—

উজ্জ্বলা। আমি আপনার সাহায্য নেব না ঠিক করেছি।

সিদ্ধার্থ। নেবে না? তাহলে তোমার সমিতি চলবে কি করে?

উজ্জ্বলা। তা এখনও ঠিক করি নি।

সিদ্ধার্থ। ও। তাহলে—

ইতস্তত করিতে লাগিলেন। পরমুহূর্তেই ড্রামের আওয়াজ চতুর্দিক সচকিত করিয়া দিল।

উজ্জ্বলা। শক্তি সমিতির শোভাযাত্রা বেরুচ্ছে।

সকলে স্তব্ধ উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই সমবেত কণ্ঠে গান শোনা গেল।

গান

আগাইয়া চল চল বীর
ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহু
ছুটিয়া পালাবে দূরে রাক্ষস দৈত্য বা রাহু
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
পর্ব্বত হবে নত-শির।

অম্বর বিদারিয়া গম্ভীর বাণী তব তীক্ষ্ণ
ঘোষণা করিয়া দিক মানিব না মানিব না বিঘ্ন
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।

উচ্চকণ্ঠে কহ তুচ্ছ বিপদ ভয় বাধা
শক্তির সঙ্গীত মৃত্যুঞ্জয়-তালে সাধা
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
আছে পার সব জলধির।
আগাইয়া চল চল বীর।

শোভাযাত্রা প্রদর্শনীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখা গেল অনুক্ষণ গুপ্ত শোভাযাত্রার শীর্ষদেশে রহিয়াছে, তাহার হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা। ছাত্রছাত্রী তরুণ তরুণীর বিরাট মিছিল। কিন্তু কোনও বাচালতা নাই। সকলেই সংযত, গম্ভীর ও একাগ্র। প্রদর্শনীর ভিতর হইতে তরুণ তরুণীর দল পিলপিল করিয়া বাহির হইয়া মিছিলে যোগ দিল। উৎপলা শিবুও চলিয়া গেল। দেখা গেল ভীড়ের মধ্যে বৃদ্ধ দুর্গাপদও রহিয়াছেন। ভীড় তাঁহাকে এই দুর্ণিবার জনস্রোতে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। উজ্জ্বলাও মিছিলে যোগ দিল। বীথিকাও নাচের পোষাকে বাহির হইয়া আসিয়া শোভাযাত্রার অনুসরণ করিল। প্রদর্শনী খালি হইয়া গেল। নিস্পন্দ হইয়া একা দাঁড়াইয়া রহিলেন কেবল সিদ্ধার্থ নন্দী। মিছিল যখন চলিয়া গেল তখন দুই এক পা আগাইয়া তিনি তাহা অনুসরণ করিতে গেলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন।

সিদ্ধার্থ। না, আমি যাব না। I shall stick to my gun—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ওহে, তোমরা থেমে গেলে কেন, অর্কেষ্ট্রা শুরু কর না আবার।

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না।

একি! কেউ নেই না কি? সবাই চলে গেছে!

বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি জনশূন্য প্রদর্শনীটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন একটা মায়াবিনী বঙ্কিনীকে দেখিতেছেন।

যবনিকা